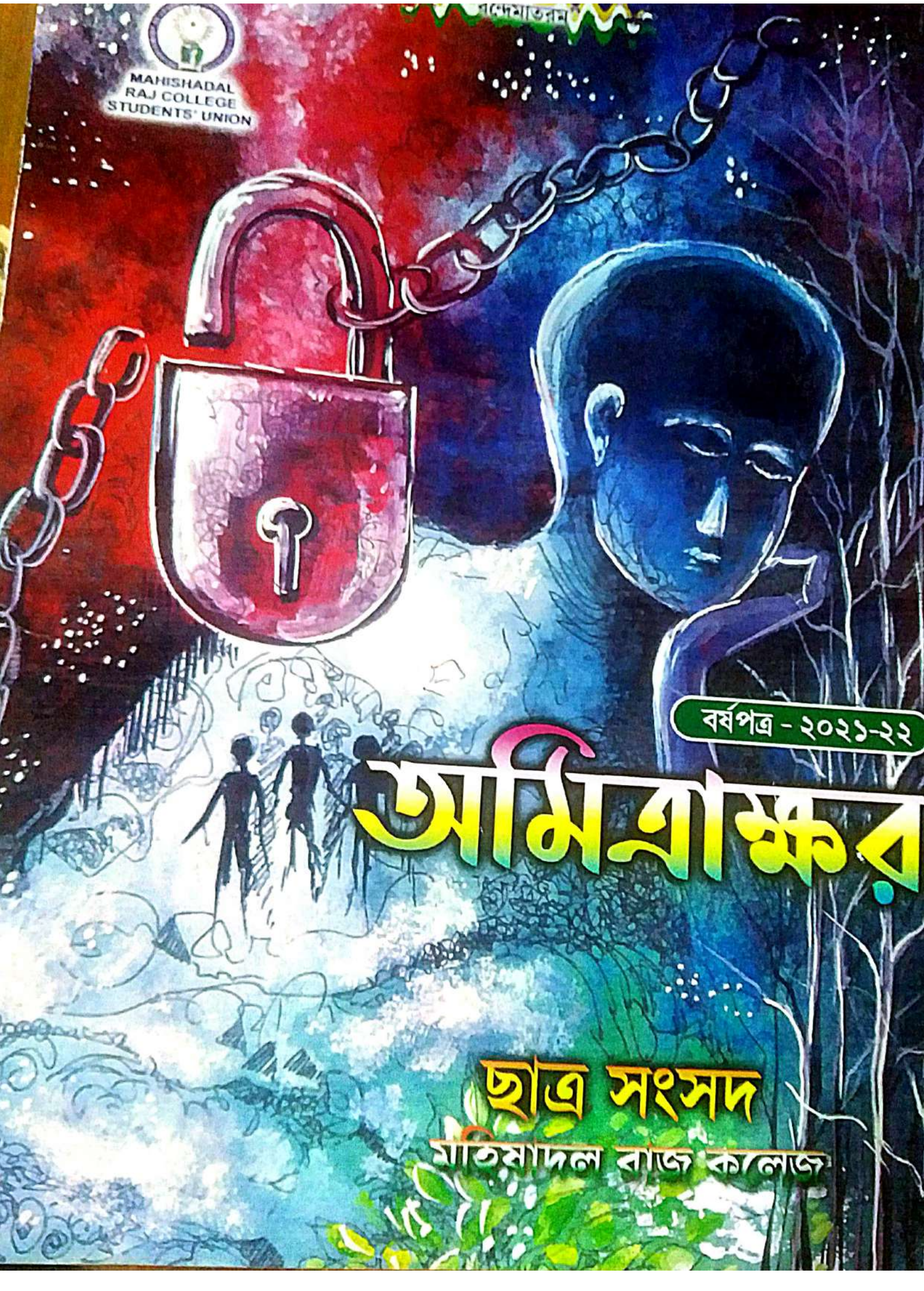
MAHISHADAL
RAJ COLLEGE
STUDENTS' UNION
বর্ষপত্র - ২০২১-২২
অগ্নিশিখা
ছাত্র সংসদ
মহিষাদল রাজ কলেজ

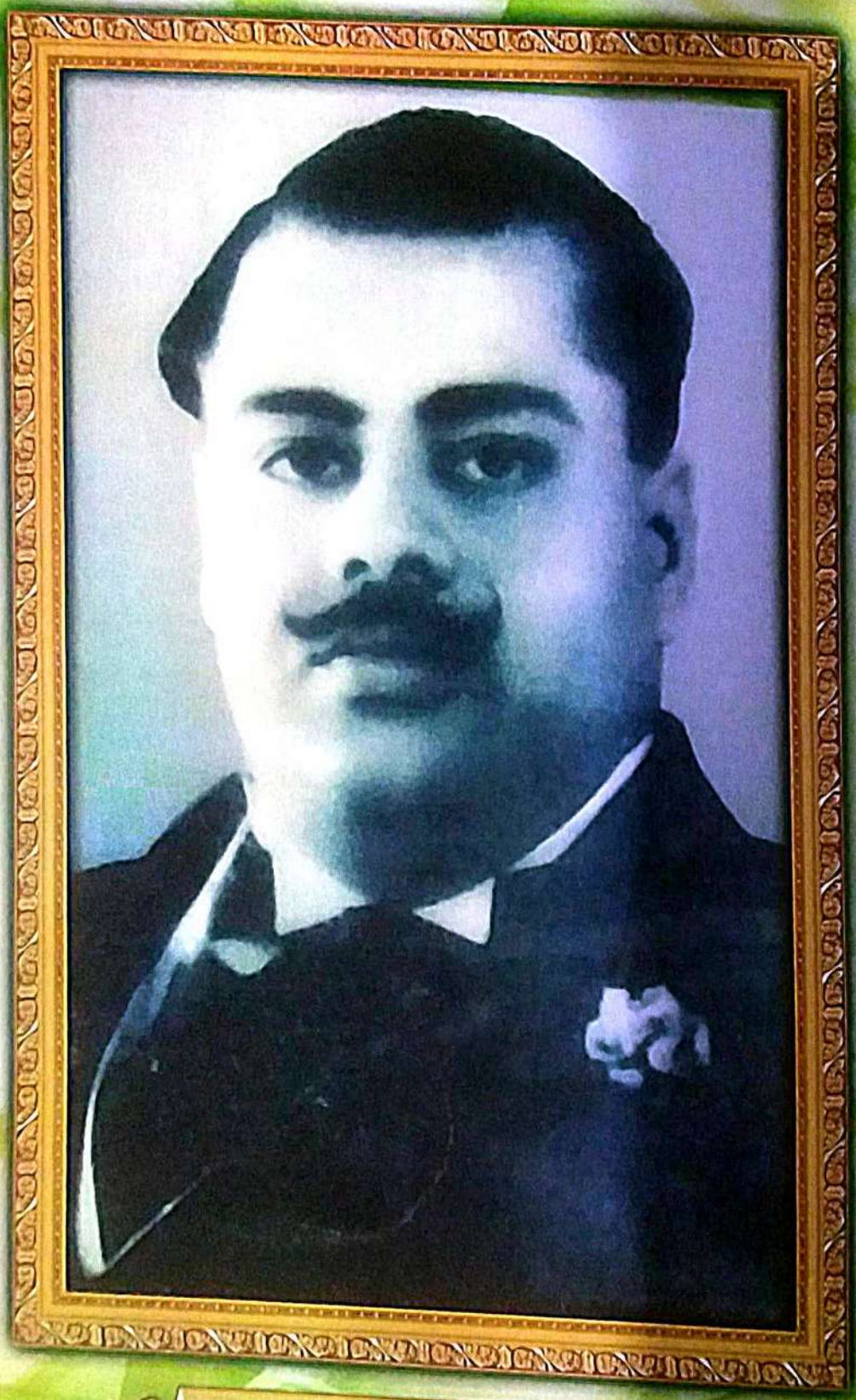

স্বর্গীয় কুমার দেবপ্রসাদ গর্গ বাহাদুর
প্রতিষ্ঠাতা
মহিষাদল রাজ কলেজ

# অমিত্রাক্ষর

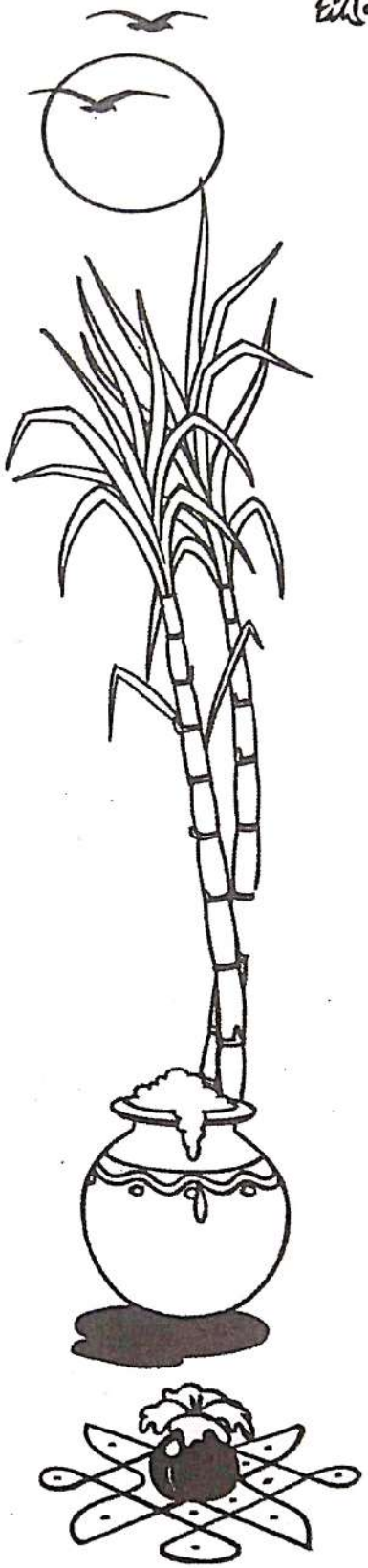

**বর্ষপত্র- ২০২১ - ২০২২**

## মহিষাদল রাজ কলেজ

মহিষাদল ★ পূর্ব মেদিনীপুর

উপদেষ্টা

**ড. অসীম কুমার বেরা**

অধ্যক্ষ, মহিষাদল রাজ কলেজ

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা (পত্রিকা বিভাগ)

**ড. শম্পা বসু**

সম্পাদক (পত্রিকা বিভাগ)

**আরবাজ খাঁন**

সহ-সম্পাদক (পত্রিকা বিভাগ)

**সৌমেন কুমার মাল, বৈকুণ্ঠ মহাপাত্র**

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

**রঘুনাথ জানা**

প্রকাশক:
সোহম মণ্ডল
সাধারণ সম্পাদক, ছাত্র সংসদ

প্রকাশকাল :
১৭ই জুন,২০২২
বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মুদ্রক :
সৃষ্টি ডি.টি.পি সেন্টার
ধারিন্দা রেল ক্রসিং, তমলুক
মোঃ-৯১২৬৫৬৪৭৫২/ ৯৮০০৪৯১৫৫৬

## সেই সব প্রাক্তনী গুণীজনকে-

যাঁরা বিগতদিনে অনেক স্বপ্ন বুকে নিয়ে আদর্শকে পাথেয় করে তরুণ জীবনের বহু প্রলোভনকে তুচ্ছ করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জীবনের জয়গান গেয়ে ছাত্র সংসদের দায়িত্ব নিয়ে পায়ে পা মিলিয়ে পথ হেঁটেছিলেন...

ব্যক্তিগত জীবনে তাঁরা অনেকেই আজ কিছুটা ব্যস্ত হলেও কখনো ভুলে যাননি তাঁদের প্রিয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মহিষাদল রাজ কলেজকে...।

# মুখবন্ধ

প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শহর মহিষাদল শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম পীঠস্থান রূপে পরিগণিত হয়ে এসেছে। সেক্ষেত্রে প্রাক্ স্বাধীনতা পূর্বে স্থাপিত মহিষাদল রাজ কলেজ সুদীর্ঘ ৭৫ বছর অতিক্রম করে আজ স্থাপন করেছে তার গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। এই মহাবিদ্যালয় সুনামের সঙ্গে তার বহুবিধ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে শিক্ষার নানা দিকে মেলে ধরেছে তার ডানা। স্নাতকের পাশাপাশি স্নাতকোত্তর (নিয়মিত ও দূরশিক্ষা) এবং বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ প্রশস্ত করেছে। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের মানোন্নয়নের ব্যবস্থা করেছে কেরিয়ার অ্যাডভান্স এর মতো কোর্স। ফলে সব ধরণের শিক্ষার মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠান আজ হয়ে উঠেছে অসামান্য।

কলেজের এই সমৃদ্ধি ও গৌরব অর্জনের পথে ছাত্রসংসদ অকৃপণভাবে পালন করেছে তার দায়িত্ব। শিক্ষার মান উন্নয়নে, ছাত্রছাত্রীদের কল্যাণে, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনে তারা গ্রহণ করেছে অগ্রণী ভূমিকা। ছাত্রসংসদের নানাবিধ কর্মপ্রচেষ্টা অন্যতম প্রয়াস বার্ষিক পত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' এর প্রকাশ। তাদের সারা বছরের কর্মপ্রচেষ্টার প্রকাশ ঘটে এই পত্রিকায়। সেই সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের লেখক কিংবা কবি হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে এই পত্রিকার ভূমিকাও অপরিহার্য। পত্রিকায় পাতায় পাতায় প্রকাশ পায় সতেজ প্রাণের আবেগ। আজকের কিশলয় আগামী দিনে পর্ণে পরিণত হয়। এই কলেজের ছাত্ররূপে একদিন এসেছিলেন প্রখ্যাত কবি শ্যামলকান্তি দাশ, কবি রতনতনু ঘাটি এবং সমালোচক ও প্রাবন্ধিক প্রভাতকুমার দাসের মতো ব্যক্তিত্ব। যাঁদের সাহিত্যচর্চার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় কলেজের এই বার্ষিক পত্রিকায়। সুতরাং আজকের 'অমিত্রাক্ষর'-এ যারা লিখবে তারাই হয়তো একদিন যশস্বী লেখক কিংবা কবি রূপে সুপ্রতিষ্ঠা পাবে -এ প্রত্যাশা অমূলক নয়।

আমার কলেজের ছাত্রছাত্রীদের এই প্রয়াসকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে ছাত্রসংসদের দর্পণ রূপে পরিগণিত বার্ষিক পত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' এর ভূমিকাকে আমি অকুণ্ঠ সাধুবাদ জানাই। পরিশেষে আমি এই পত্রিকার সর্বাঙ্গীন শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

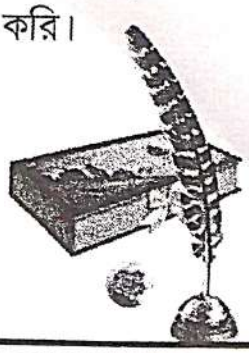

**ডঃ অসীম কুমার বেরা**
অধ্যক্ষ
মহিষাদল রাজ কলেজ

# পরিচালন সমিতির সভাপতির কলমে

সেই সাতাশ বছর আগে এই প্রাঙ্গনে পা রেখেছিলাম তখন থেকেই এ প্রতিষ্ঠানের মাটি দেওয়াল সিঁড়ি থাপ আমার পানে তাকিয়ে কথা বলতো এক হৃদয়ের উষ্ণতায়। কে জানতো এ প্রতিষ্ঠান আমাকে জড়িয়ে রাখবে এতদিন মমমতায় আর স্নেহে? ছাত্র থেকে আমি প্রশাসক হলেও মনে প্রাণে আমি এ প্রতিষ্ঠানের সন্তান। প্রতিষ্ঠানকে আভূমি প্রণাম।

দীর্ঘ দু দুমো বছরের পর আজ বেশ রোদ উঠেছে। উজ্জ্বল। ঝকমকে। গেটে সিঁড়িতে প্রাণের স্পন্দন। ব্ল্যাকবোর্ডে চকের স্পর্শশিহরণ। বেশ কয়েকদিন ধরে জানালার পাশে চড়াইয়ের লাফঝাপ দেখছি। ওড়া সরু সরু পায়ে ভর করে ছোটো ঠোঁট শুকনো খড়কুটো সরু ডাল জোগাড়ে ভীষণ ব্যাস্ত। তাকে জিজ্ঞেস করি - কি ব্যাপার! কি হবে? সলজ্জ ভঙ্গিতে উত্তর দেয় বাসা...। আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে গলা ফুটিয়ে সে আবার খড়কুটো জোগাড়ে মন দেয়। নিজের সন্তান আসবে। তারই তোড়জোড়। ঠিক তেমনি আমাদের ছেলে মেয়েরা। ঠিক চড়ুয়ের মতো। ঠোঁট দুর্বল হলেও হৃদয়ের উষ্ণতার কমতি নেই। থেমে নেই কালি কলম। ওরা ও পাখির মতো হৃদয়ের খড় কুটো ডালপালা জোগাড় করে সাজিয়ে সাজিয়ে সৃষ্টি করছে ভালোবাসার বাসা- অমিত্রাক্ষর। যেমনই হোক এ বড়ই আপনার। আপাত ভাবে কাক বাসা দেখতে অগোছালো হলেও ভেতরে পানে চোখ মেললেই দেখতে পাবো অনাবিল স্নেহ আর শান্তির জলচৌকি শীতলপাটি। এর আনন্দই আলাদা। এখানে যে সৃষ্টির অঙ্কুর প্রখীত হল তাদের অনেকেই ভবিষ্যতে মহিরুহ হবে সে কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়।

অতীতের মতো এবারও সৃষ্টি রসের উল্লাসে ছেলে মেয়েরা মেতেছে। ওদের একরাশ শুভেচ্ছা। এই প্রয়াসে শিক্ষক শিক্ষিকারা আরো আরো বেশি করে হাত মেলাবেন ভবিষ্যতে এটা আশা রাখি। বোঝাপড়ার কোথাও কি একটা বড্ড অভাব আছে? শিক্ষক শিক্ষিকাদের উদীসীনতা আমায় পীড়া দেয়। কলেবরে আরো পুষ্ট হোক। গুনে মানে সমৃদ্ধ হোক। সবার স্পর্শ পেয়ে তিলোত্তমা হয়ে উঠুক অমিত্রাক্ষর।

অভিনন্দন সহ

**তিলক কুমার চক্রবর্ত্তী**

সভাপতি, পরিচালন সমিতি

মহিষাদল রাজ কলেজ

# Message from the Bursar

It gives me immense pleasure to pen a few words for the annual magazine "AMITRAKSHAR" to be published by the Student' Union of our college for the academic session 2021-2022. I congratulate all the contributors and the editorial boards for bringing out such a beautiful magazine.

Today education means much more than merely acquiring knowledge and skills, building character, inculcating the ethical and moral values to the students, preparing them for entering into a bright career, facing the social, economic and other challenges, and contributing to peace, human unity and universal welfare.

This magazine will provide a platform to the students to sharpen their creativity, writing talent and will strengthen their academic activities in the college. I am quite sure that this magazine will be informative and resourceful.

I convey my good wishes to all the stakeholders for successful publication of this magazine.

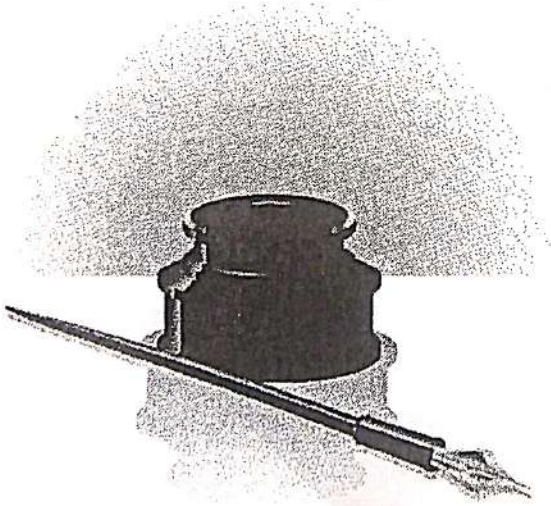

**PROF. BADAL KUMAR BERA**
Bursar Head, Dept. of Commerce
Mahishadal Raj College

# MESSAGE

It's a great pleasure to me that after a long duration, Students' Union of our college is going to publish their Annual College Magazine "AMITRAKSHAR". The horror memories of COVID-19 are still in our minds. We have lost many people around the world. But the young blood of Students' Union is trying to normalize the environment of the college through their various activities. "AMITRAKSHAR" is a part of that. I hope the magazine will be a platform of the student to bring out talents through their writing skill on different subjects.
I wish all the success of the magazine.

***Biswajit Ghosh***
Secretary, Non-Teaching Union
Mahishadal Raj College

# শুভেচ্ছাবার্তা

আমরা যাঁরা শিক্ষক-অধ্যাপক, আমাদের জীবনের একটি বৃহৎ অংশ জুড়ে থাকে আমাদের প্রিয় ছাত্রছাত্রীরা। এককথায়, ছাত্রছাত্রীদের কেন্দ্র করেই আমাদের জীবন আবর্তিত হয়। ওদের যে কোনো প্রকার উন্নতি এবং সমৃদ্ধি আমাদের আনন্দের সাগরে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

ওদের সাফল্যে আমাদের সার্থকতা। তেমনি ওদের ন্যূনতম অসাফল্যের দায়ভার ও আমাদেরই। ওদের সামান্যতম বেদনাও আমাদের মনে রেখাপাত করে, দুঃখের জন্ম দেয়, বিমূঢ় করে তোলে। কাজেই, ছাত্রছাত্রী এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, এই পারস্পরিকতা চিরকালীন।

মহাবিদ্যালয় বা সমতুল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এভাবেই স্নেহ ও শ্রদ্ধা পাশাপাশি অবস্থান করে। একের গৌরবে অন্যের গৌরব বৃদ্ধি পায়। শিক্ষাঙ্গনের শ্রীবৃদ্ধি এভাবেই ঘটে। প্রতিষ্ঠানের নাম এভাবেই প্রসারিত হয়। রাজ্যে, রাজ্যের গন্ডী ছাড়িয়ে সারা দেশে এমনকি অনেক সময় দেশের সীমা অতিক্রম করে ভূ-গোলকে।

আমাদের কলেজের ছাত্র-সংসদ অতুলনীয়। দীর্ঘ দুই দশকের অভিজ্ঞতায় আমি এটাই দেখেছি যে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পাশে এই ছাত্র-সংসদ ঋজু ভাবে বিশাল বপু নিয়ে স্থানুবৎ দন্ডায়মান। যেকোনো অসুবিধার প্রতিবিধানে এবং অপসারণে এরা সতত অগ্রসর এবং একনিষ্ঠ। ছাত্র-স্বার্থই এদের কাছে সর্বাধিক প্রাধান্য পায়।

কোভিড পরবর্তী সময়ে ছাত্র-সংসদের দায়িত্ব ও কর্তব্য অনেক বেশি। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পড়াশোনা সংক্রান্ত দায়িত্ববোধ জাগানো, কলেজকে এবং কলেজ ভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা কে নতুন করে চেনানো, অনলাইন ব্যবস্থা থেকে ধীরে ধীরে শ্রেণীকক্ষে ফিরিয়ে আনা, নিয়মিত পাঠ্যসূচীর বাইরে সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপের বিস্তার ঘটানো, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন ছাত্রছাত্রীর যে প্রতিভা সুপ্ত অবস্থায় আছে, স্ব স্ব ক্ষেত্রে তাদের আত্মপ্রকাশের সুযোগ করে দেওয়া প্রভৃতি।

আমি নিশ্চিত, আমাদের কলেজের দায়িত্বশীল ছাত্র-সংসদ এই কাজগুলিই নিষ্ঠার সঙ্গে করে চলেছে। এরই জলজ্যান্ত নির্দশন আজকের 'সোশ্যাল' অনুষ্ঠান, যেটি আমাদের কলেজের সুনাম ও ধারাবাহিকতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সফলতার সঙ্গে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে।

আজ প্রকাশিত হলো 'অমিত্রাক্ষর' - যা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব পত্রিকা, নিজস্ব ভাবনাচিন্তার সাবলীল প্রকাশ। প্রতি বছরই 'সোশ্যাল' অনুষ্ঠানে এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়, ছাত্র-সংসদের ব্যবস্থাপনায়। এই পত্রিকা হাতে পাওয়ার যে আনন্দ, যে পরিতৃপ্তি - তার শরিক আমরা সবাই। সদ্য তারুণ্যে পা দেওয়া কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের কাছে আমাদের প্রত্যাশা, এই পত্রিকার মান আরো উন্নত হোক - লিখনশৈলী এবং প্রকাশনা - উভয় আঙ্গিকেই।

আমি ছাত্র-সংসদের এই প্রচেষ্টার সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি এবং ছাত্র-সংসদের সকল সদস্য-সদস্যা তথা সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করি। তোমরা এগিয়ে চলো, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমাদের প্রত্যেকের শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক, এই কামনা করি।

শ্রী সুবিকাশ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক, শিক্ষক সংসদ
এবং বিভাগীয় প্রধান
অর্থনীতি বিভাগ
মহিষাদল রাজ কলেজ

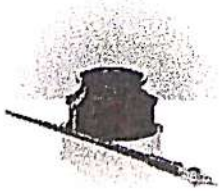

# ওরে সবুজ, ওরে আমার কাঁচা

মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদের উদ্যোগে বাৎসরিক পত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশের জন্য অপেক্ষমান। বিগত দু'বছরের বেশি সময় ধরে আমাদের জীবন ছিল সতত অনিশ্চিত। যে সত্য এখনো ভয়ংকর রূপে অবতীর্ণ কোভিড অভিঘাতে পৃথিবী নামক চেনা গ্রহটা সম্পূর্ণ অপরিচিত মনে হচ্ছিল। প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে সভ্যতা, অস্তিত্বের সংকটে সমাজ ও জীবন। প্রিয়জনের থেকে দূরে থাকা, প্রিয়জনকে হারাবার বেদনা। জাগতিক বিচ্ছিন্নতাবোধ, একাকিত্বের বেদনাকে অতিক্রম করে আজকের পৃথিবী কিছুটা স্বাভাবিকতার পথে। যদিও সঙ্কট সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়নি, অতিমারী তার ধ্বংসলীলা সংবরণ করে পরিপূর্ণরূপে বিদায় নেয়নি।

তবুও সব প্রতিকূলতাকে সরিয়ে রেখে, দুর্দমনীয় সাহসের সঙ্গে সেই স্বাভাবিকতার স্ফুরণে এগিয়ে চলেছে মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ। এই তরুণ তুর্কীদের উদ্দীপনায় মহাসমারোহে প্রকাশ পেয়েছে নতুন আলোর নতুন দীপ্তি। তাদের আয়োজনে একদিকে যেমন স্পর্শযোগ্য হতে পেরেছে বিজ্ঞান পরিষদের সাহচর্যে বহুমাত্রিকতার নানাস্তর, তেমনি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে আলোকময় হয়ে উঠেছে আমাদের অতি প্রিয় পূণ্যভূমি মহিষাদল রাজ কলেজ প্রাঙ্গণে। আর তারই সঙ্গে অপর এক উজ্জ্বল মাত্রার সংযোজনা 'অমিত্রাক্ষর' এর প্রকাশ। সুদীর্গ কাল ধরে রাজ কলেজের এই পত্রিকা প্রকাশিত হয়ে চলেছে। বিগত দু'বছরের শ্বাসরোধকারী পরিবেশ তার কণ্ঠকে স্তব্ধ করলেও এবছরে ছাত্রসংসদের উদ্যোগে তার নিজস্ব ঘরানায় ভর কর সে উড়লে দেবার জন্য প্রস্তুত।

প্রকৃতপক্ষেই যুব সমাজ সবসময়েই সব সঙ্কটে-বিপদে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দূরে সরিয়ে এগিয়ে আসে সব বাধাকে তুচ্ছ করে। মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদও তার ব্যতিক্রম নয়। বিগত বছরের সকল জীর্ণতা, সকল জড়তা, আর সঙ্কটময় আবহ থেকে মুক্ত হয়ে নতুন আলোয়, নতুন আশায়, নতুন আনন্দকে আবোহন করার যে ব্রত তারা নিয়েছে, তা জয়যুক্ত হোক, শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম, অর্থনীতি, মানবসেবা- সর্বপ্রকার আধুনিক প্রগতিশীল ভাবনা এবং দৃষ্টিভঙ্গিতে অভিসিক্ত হোক 'অমিত্রাক্ষর'। 'অমিত্রাক্ষর' -এর এই জাগরণ যেন সকলকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। সকলকে সম্মিলিত করে, সমন্বিত করে, সকল কল্যাণবন্ধকে সুদৃঢ় করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে রাজ কলেজের ঐতিহ্যকে এবং গৌরবমহিমাকে অক্ষুন্ন রেখে দীর্ঘ সফল পথ উত্তীর্ণ হোক 'অমিত্রাক্ষর'।

সকলের জন্য শান্তি, স্বস্তি আর মঙ্গলের বার্তা থাকলো। এগিয়ে চলুক তার স্বকীয় গতিপথে। 'মাভৈঃ' রবে 'চরৈবেতি'-র মন্ত্র নিয়ে এগিয়ে চলুক ছাত্রসংসদ। তাদের জন্য অকুণ্ঠ শুভেচ্ছা, অফুরণ ভালোবাসা আর অজস্র অভিনন্দন।

ধন্যবাদান্তে—

ড. শম্পা বসু

ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপিকা

পত্রিকা বিভাগ (ছাত্র সংসদ)

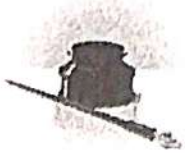

# সূচিপত্র


পত্রিকা - সম্পাদকের কলমে - আরবাজ খাঁন , বৈকুণ্ঠ মহাপাত্র, সৌমেন কুমার মাল - ১১

বৈজ্ঞানিক ছোঁয়ায় বিজ্ঞান পরিষদ - অতনু রাণা, শুভজিৎ গিরি, তপেন্দু শেখর মিদ্যা - ১৩

সম্পাদকের সাতকাহন— বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ - অপূর্ব সামন্ত, সবুজ প্রামানিক, প্রকাশ পন্ডা - ১৫

ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে - বিপুল হালদার, প্রিয়তোষ মাইতি, রাজদীপ হান্ডা - ১৬

র‍্যাগিং বিরোধী সেলের সম্পাদকের কলমে - উমা দেবনাথ - ১৯

সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে - সুদীপ মান্না, নিশা মেট্যা, রিতিকা বেরা - ২০

পরিচয়পত্র বিভাগের সম্পাদকের কলমে - রূপম দাস, প্রীতম শীট, বিক্রম ধাড়া -২১

ছাত্র কল্যাণ বিভাগের সম্পাদক - পলাশ হাজরা, সৌরভ দাস, শ্যামসুন্দর মান্না - ২৩

N.S.S সম্পাদকের কলমে - পবনদেব গিরি - ২৪

ছাত্র সংসদের সভাপতির কলমে - অরিন্দম বিজলী - ২৫

সহ-সভাপতির কলমে - প্রীতম বেজ - ২৭

সহ সাধারণ সম্পাদকের কলমে - পিয়াস অধিকারী - ২৮

হিসেব নিকেশে সাধারণ সম্পাদকের কলমে - সোহম মন্ডল - ৩০

ইলিশ আর কতদিন - প্রসঙ্গ অবলুপ্তি : শুভময় দাস - ৩৩

আমাদের মা - সৈকত দাস - ৪১

কোভিড পরবর্তী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা - মধুমিতা মাজী - ৪২

বিশ্ব উষ্ণায়ন - রিয়া দাস - ৪৪

পরিচয় - সায়ন্তিকা বেরা - ৪৬

দ্বিতীয় প্রেম - অর্ক শাসমল - ৪৭

বিশ্ব উষ্ণায়ন GLOBAL WARMING - মৌসুমী ভান্ডারী - ৪৮

Government Jobs in Exchange of Bribe / Money - *Swati Das - 49*

যেদিন আমি থাকবো না - অন্বেষা মুখার্জী - ৫০

ছন্দে ফিরব ঠিক - অন্বেষা মুখার্জী - ৫০

ইচ্ছে ডানা - রিয়া দেবনাথ - ৫১

আমার কলেজ বাড়ি - সুনিন্দিতা মাইতি - ৫১

আমরা প্রাক্তন - পান্নালাল জানা - ৫২

শিউলি ফুল - সুরজিৎ জানা - ৫২

নারী কথা - সুমন্ত সামন্ত - ৫৩

প্রকৃতির প্রতিশোধ - কোয়েল চক্রবর্ত্তী - ৫৩

মহিষাদল রাজ কলেজ - কল্যাণ কুমার দাস - ৫৪

জীবন-যুদ্ধ - রিদ্দিকা কালসা - ৫৪

বিদায় - দীশা ত্রিপাঠী - ৫৫

আমার গ্রাম - শ্যামাসুন্দর মান্না - ৫৫

নারীর প্রতি লাঞ্ছনা - শুভেন্দু মান্না - ৫৬

মন কথা - জয় ভট্টাচার্য্য - ৫৬

স্মৃতি - শ্রেয়া সিংহ - ৫৬

জান - তমাল প্রামানিক - ৫৭

মা - কৃষ্ণা খাঁড়া - ৫৭

শ্রদ্ধাঞ্জলি - প্রিয়তোষ মাইতি - ৫৮

প্রথম দিন - পলাশ মাইতি - ৫৮

ইচ্ছে ডানা - রিয়া দেবনাথ - ৫৯

Think Positive - *Simran Sahu - 59*

একেলের পড়াশুনা - শংকর মান্না - ৬০

চোখ - শুভজিৎ গিরি - ৬০

মা - আর্তিকা বেরা - ৬১

অভিমান - প্রকাশ - ৬১

পড়াশোনা দরকার - নির্মাল্য মিশ্র - ৬২

আমি - প্রলয় পতি - ৬৩

মায়ের ভালোবাসা - সুপ্রিয়া মাল - ৬৩

আমার প্রথম কলেজের অভিজ্ঞতা - স্নেহা মল্লিক - ৬৪

মর্ম - সুদীপ্ত সিং - ৬৫

কাঙ্খিত যৌবন - অনন্যা অধিকারী - ৬৫

বাস্তবতা - শ্রেয়া দাস - ৬৬

রাত জাগা তারা - সেক রহিমুদ্দিন আলি - ৬৬

মুক্তধারা - সুতপা মাল - ৬৬

স্মৃতি - সঞ্চয় মাইতি - ৬৭

চা - সুপল্লবিকা বেরা- ৬৭

নারী - লক্ষ্মীপ্রিয়া মাইতি - ৬৮

আমার স্বপ্ন - পম্পা মাইতি - ৬৮

হবে জয় - সুদীপ মান্না - ৬৯

জীবন কাল - বিপুল হালদার - ৬৯

হঠাৎ দেখা - প্রশান্ত বেরা - ৭০

আমার কলেজ - সুদীপা জানা - ৭১

প্রাক্তন - সৌরভ দাস - ৭১

পুরোনো সেই স্মৃতি - সুস্মিতা দাস- ৭২

সোচতী হুঁ - *Rashmi Sah - 72*

স্বাধীনতা - অম্বিকা গুচ্ছাইত - ৭৩

Daughter in her Father's World - *Rimpa Kola - 75*

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

# পত্রিকা - সম্পাদকের কলমে

যতই আসুক দুঃখ - ব্যথা
শুনবো সকল জ্ঞানের কথা
যদি বুঝি একটি বর্ণের অর্থ
তাই হবে সত্য
হতে দেব না আমি জীবনটাকে ব্যর্থ।

প্রিয়,
সবুজ সাথী

আমি কোনো লেখক নই, না আমি কোন কবি। তবুও এই হাতে যদি খাতা-কলম -এর সুযোগ পাই, আমিও কিছু লিখতে চাই। হয়তো কোনো গল্প, কাব্য, নয়তো বা কবিতা।

ছাত্র সংসদের এক অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'পত্রিকা বিভাগ' -এর পক্ষ থেকে ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের সকল নবাগত, ভাই-বোন, নবীন-প্রবীণ, সকল দাদা-দিদি ও আমার সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকা শুভানুধ্যায়ীদের হৃদয়ের আঙ্গিনায় একরাশ বুকভরা ভালোবাসা ও প্রণাম।

আস্তে আস্তে কৈশোর যৌবনে পদার্পণ। স্কুল জীবনের গন্ডি পেরিয়ে। কলেজ জীবনের শুরু। স্বপ্ন ছিল মহিষাদল রাজ কলেজে পড়বো। এলো সেই দিন। ২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষে এসেছিলাম আমার স্বপ্নের প্রিয় রাজ কলেজে। অনেক কৌতুহল স্বপ্ন আর আশা নিয়ে শুরু হয়েছিল এই নতুন কলেজ জীবনের পথচলা। কলেজের প্রথম দিনের স্মৃতিটা আজও যেন ভাসছে চোখের সামনে। এছাড়াও আরো অনেক ঘটনা বা স্মৃতি শুধু ডায়রীর মলিন পাতায় নয়, আমার জীবনের রঙিন পাতায় লেখা হয়েছে অতীত হওয়া সময়ের সাথে সাথে।

কলেজ জীবনের শুরুতে প্রতিটা অচেনা মুখ, না-চেনা-জানা কোনো বন্ধু-বান্ধব। তবে কখনো ভাবিনি কলেজের ভেতর একটি "সবুজ ঘর" রয়েছে আর সে সবুজ ঘরটি আমায় এত আপন করে, কাছে ডেকে নেবে। ভালোবাসায় ভরিয়ে দেবে আমায় সত্যিই ভাবিনি কখনো। আমিও ভালোবাসার টানে আপন করে নিলাম— আর এই পরিবারের এক ছোট্টো সদস্য হয়ে গেলাম।

মহিষাদল রাজ কলেজের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ "পত্রিকা বিভাগ" -এর দায়িত্বভার দেওয়া হলো আমায়। শিক্ষা দিয়ে থাকে কলেজ আর সংস্কৃতি দিয়ে থাকে ছাত্র-সংসদ। তাই আমাদের

কলেজও ছাত্র সংসদ একে অপরের পরিপূরক।

শুরুতে বেশ ভয় লাগলো। ছাত্র সংসদের এতো বড়ো দায়িত্বভার আমার ওপর। পারবো কি আমি সামলাতে। নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি, যতটা পেরেছি, আর তোমাদের প্রত্যেকের ভালোবাসা ও সহযোগিতায় আমি বর্তমান শিক্ষাবর্ষে, আমার এই "পত্রিকা বিভাগের" পক্ষ থেকে।

"অঙ্কুর" নামক দেওয়াল পত্রিকার প্রকাশ করেছি। প্রতিবছরের ন্যায় এই বছরের ১৭/০৬/২২ "অমিত্রাক্ষর" প্রকাশিত হলো।

সবার হয়তো এখানে জায়গা বা সুযোগ হলো না। তবে পরম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি একদিন তোমাদের আত্মপ্রকাশ ঘটবে। আগামী প্রজন্মে তোমাদেরই হাত ধরে তৈরি হবে আগামী দিনের সাহিত্যিক- কবি।

সীমিত সামর্থ্য ও লেখার উপযুক্ত মানের অভাবে তোমাদের সকলের লেখা গুলোকে পত্রিকার ঠাঁই দিতে পারিনি দাদা ভাই, সহপাঠী হিসেবে মানিয়ে নিও। ভুল ত্রুটি মার্জনা করোও।

আগে কখনো এতটা আবেগ দিয়ে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ দেখিনি। আজকের মেঘাচ্ছন্ন আকাশটা মনে হচ্ছে অন্যদিনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। হঠাৎ চারিদিকের নীরবতা ভেঙে আমাকে জড়িয়ে ধরছে। আমি আসলে কি করবো বুঝে উঠতে পারছি না। ততক্ষণে আকাশের বুক চিরে বৃষ্টি ঝরতে শুরু করেছে। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি ও কাঁদছে। আমার বুকের রাস্তা বেয়ে গড়িয়ে পরছে ওর কান্না।

আমিও যে কাঁদছি না তা নয়,
আমার চোখের বাঁধটাও আজ মানছে না,
আমার চোখের বাঁধটাও আজ ভেঙে গিয়ে
গালের দু-ধার বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে নোনা-জল।

পরিশেষে, সকল সবুজ প্রাণকে ভালোবাসা জানাই ও আমার প্রিয় সকল শ্রদ্ধেয় দাদাদের ধন্যবাদ ও আমার প্রণাম, যারা আমাকে এই জায়গায় আসতে সুযোগ করে দিয়েছেন।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ—

বৈকুণ্ঠ মহাপাত্র
সৌমেন কুমার মাল
পত্রিকা সহ সম্পাদক

আরবাজ খাঁন
পত্রিকা সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# বৈজ্ঞানিক ছোঁয়ায় বিজ্ঞান পরিষদ

"A person who never
Made a mistake
Never tried Anything New"

"মহিষাদল রাজ কলেজ" যা শুধুই নামেই রাজ করে না। তার ছাত্রছাত্রীদের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের লেখা, পড়ার পাশাপাশি তার নিজস্ব দক্ষতার পরিস্ফুটনের সুযোগ করে সারা দেশের মধ্যে রাজ করার সুযোগ করে দেওয়া। বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগ হল ছাত্রছাত্রীদের বৈজ্ঞানিক মনোভাবযুক্ত প্রতিভা পরিস্ফুটনের বিভাগ। এই বিজ্ঞান পরিষদের বিভাগের অন্তর্গত প্রতিযোগিতা গুলি আয়োজন করে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ। শিক্ষার প্রগতি করে, সংঘবদ্ধ জীবনের মধ্য দিয়ে দেশপ্রেমকে উদ্বুদ্ধ করে। মহিষাদল রাজ কলেজ কখনোই সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষা প্রদানে বিশ্বাসী নয়। রাজ কলেজ সংকীর্ণ অর্থে শিক্ষার পাশাপাশি ব্যাপক অর্থেও শিক্ষা প্রদান করে। মহিষাদল রাজ কলেজ ও তার ছাত্র সংসদ যে সব কর্মসূচীর মধ্য দিয়ে ছাত্রদের বিজ্ঞান মনস্ক করে তোলে তা সম্পূর্ণ অতুলনীয়। মহিষাদল রাজ কলেজের বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগ হল গর্বের বিভাগ, যেটা পার্থক্য করে দেয় অন্যান্য কলেজগুলি থেকে রাজ কলেজকে। বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগ বিভিন্ন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে যাতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের তুলে ধরতে পারে। বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগের প্রতিযোগিতা শুধুমাত্র বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের জন্য নয়, এই বিভাগে সব ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। এই বিভাগের বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় ছাত্রছাত্রীরা বিজ্ঞানের ছোঁয়া ও নিজেদের শিল্পীসত্তার অপূর্ব মেলবন্ধন ঘটিয়ে নিজেদের তুলে ধরে। বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগের অন্তর্গত প্রতিযোগিতাগুলি হল—

১) রঙ্গোলী : বিভিন্ন রঙ্গের আবির নিয়ে নিজের শিল্পী সত্তা ফুটিয়ে তোলা।

২) অঙ্কন : একটি নির্দিষ্ট বিষয় বস্তুকে কেন্দ্র করে নিজের শৈল্পিক পরিচয় দেওয়া।

৩) সংবাদপাঠ : পত্রিকার কোনো নির্দিষ্ট বিষয়কে নিজ ভঙ্গিমায় পাঠ করার মধ্য দিয়ে সাংবাদিক হয়ে ওঠা।

৪) তাৎক্ষনিক বক্তব্য : নির্দিষ্ট শব্দকে কেন্দ্র করে নিজের চিন্তা শক্তির পরিচয় দেওয়া।

৫) বিতর্ক : কোনো বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে নিজের মতামত প্রদর্শন।

৬) প্রবন্ধ : ১৫০০ শব্দের মধ্যে নিজের শৈল্পিক শক্তি ও যুক্তির মধ্য দিয়ে কোনো নির্দিষ্ট

বিষয়কে প্রতিস্থাপিত করা।

৭) আন্তঃবিভাগীয় ক্যুইজ : প্রত্যেক বিভাগের ৩ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজের বিভাগকে তুলে ধরা।

অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এই সমস্ত প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অনেকেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখলের মাধ্যমে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করে। অনেকেই প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করতে পারে না, তারা নিজেদের আরো যোগ্যভাগে উপস্থাপন করার প্রতিশ্রুতি নেয়। অসংখ্য ও অসীম কৃতজ্ঞতা জানাই ছাত্র সংসদের সমস্ত সদস্য ও প্রাণের দাদাদের। অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই বিভিন্ন বিভাগের প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকামণ্ডলীদের।

যারা আমাকে এই স্থানের উপযুক্ত মনে করেছেন, জানি না কতটা তাদের মর্যাদা রেখে কাজ করতে পেরেছি। জানি না, কতটা মনের মতো সম্পাদক হতে পেরেছি। নিজের সবটুকু দিয়ে চেষ্টা করেছি। আশা করি পরের বিজ্ঞান পরিষদ বিভাগের বিভাগীয় সম্পাদক আরও এই বিভাগকে প্রাণোজ্জ্বল করবে ও এগিয়ে নিয়ে যাবে। সর্বোপরি সবাইকে শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই।

শুভজিৎ গিরি
তপেন্দু শেখর মিদ্যা
বিজ্ঞান পরিষদ, সহ-সম্পাদক

*জাতীয়তাবাদি গৈরিক অভিনন্দনসহ—*
অতনু রাণা
বিজ্ঞান পরিষদ, সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# সম্পাদকের সাতকাহন— বিশ্রাম ও আলাপন বিভাগ

প্রিয় সবুজ সাথী,

প্রথমে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে বর্তমান বৎসরের সকল ছাত্রছাত্রী, ভাই-বোন, দাদা-দিদি, অধ্যক্ষ মহাশয়,অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, সকল শুভানুধ্যায়ীদের শ্রদ্ধা ও আমার হৃদয়ের আঙ্গিনার একরাশ ভালোবাসা।

আমাদের মহিষাদল রজা কলেজে ছাত্র সংসদে প্রতি বছর একটি বর্ষপত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হয়। তাই আজ আমি মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব কমনরুম সম্পাদকের দায়িত্বে থাকায় বর্ষপত্রে লেখার সুযোগ পেয়ে সত্যিই নিজেকে খুবই ভাগ্যবান, আনন্দিত ও গর্বিত মনে করছি। আমার বিদায় মুহূর্ত আসন্ন। তাই যাওয়ার আগে অনেক ভালোমন্দ স্মৃতি নিয়ে আমার শেষ লেখাটুকু লিখে গেলাম।

আর না আসিব আমি তোমারই মনে
ব্যর্থ হয়ো না যেন, তুমি আমাকে খুঁজে,
আমি চলে গেলে আসিবে নতুন জন
তারে তুমি করে নিও একান্ত আপন।।

কৈশোর ছেড়ে যৌবন পদার্পণ স্কুল জীবন ছেড়ে কলেজ জীবনে আগমন। ২০২২ সালে 'মহিষাদল রাজ হাইস্কুল' থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর মা বাবার স্নেহভরা আশীর্বাদ নিয়ে কলা বিভাগে 'শিক্ষাবিজ্ঞান' স্নাতক নিয়ে হাজির হলাম এই কলেজের আঙ্গিনায়। সবকিছুই যেন ছিল তখন অচেনা - অজানা। চিনতাম শুধু দুজন দাদাকে। সুরেন্দু দা ও রোহিত দা, কলেজ জীবন শুরুর প্রথমেই যেই দাদার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, সেই রোহিত দাকে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

শেষ বেলায় আমার আর কিছুই বলার নেই, নেই আর মনের ভেতরে গভীরে থাকা কথা। যেমন সকলের সাথে হাসি-খুশিতে মিশে এসেছি তেমনই সারাজীবন আমি হাসি মুখে থাকবো। অনেক কথা, অনেক সময় পেরিয়ে গেছে। এবার দায়িত্ব ছাড়ার সময় এসে গেছে, আমায় এবার অতিথির মতো বিদায় নিতে হবে। আর এই যে বিদায় হচ্ছে বিচ্ছেদ, আর প্রত্যেক বিচ্ছেদের মাঝেই থাকে নীল কষ্ট। কেন জানিনা, চোখের এক কোণে আজ জল এসে গেলো। আসবেই না বা কেন, কারণ এই সবুজ ঘরটা যে আমাদের 'মা', এতদিন মায়ের নাড়ির সঙ্গে যে বন্ধন ছিল, সেটি যে আজ ছিন্ন হল। সেই সবুজ ঘরটা যে আমাকে ভালোবাসা আর সম্মান দিয়ে ভরিয়ে রেখেছিল। তবুও বলছি তোমরা সারাজীবন আমায় মনে রেখো। আমার আনন্দের সঙ্গী হয়ে থেকো। চিরকাল আমার পাশে থেকো, আগামী দিনের চলার পথে সুখ শান্তির নীড় হয়ে বেঁচে থাকার রসদ জোগাবে। আর তখনই ভেসে উঠবে তোমাদের থেকে পাওয়া বুকভরা ভালোবাসার সুন্দর অতীতগুলো।

সবশেষে বলি, প্রকৃতি এবং বিবেক এই দুই শক্তিকে একত্র করে তোমাদের জীবনকে পরিচালিত করতে হবে। প্রকৃতি যেমন তার নিয়মের বাইরে কাউকে যেতে দেয়না। তেমনি বিবেকও মন্দ কাজে তোমাকে পা বাড়াতে দেবে না। বিবেককে পূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠা করাই শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য। অনুরোধ করবো সবাইকে তেরেঙ্গা পতাকার সাথে সাথে শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম-এর মন্ত্রে দীক্ষিত হতে। জীবনের ভালো মানুষ হও। সবাই ভালো থেকো। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সকলে সুস্থ ও ভালো থেকো। তোমাদের জীবনে চলার পথ মসৃণ

হোক এই শুভ কামনা করি। পরিশেষে সকলকে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন। তৃণমূল ছাত্র পরিষদ জিন্দাবাদ। মা-মাটি-মানুষ জিন্দাবাদ। নমস্কার। সেলাম।

ছাত্র সংসদ প্রথমে কি জানতাম না, আসতেও চাইতাম না, এসেছিলাম একজন প্রিয় মানুষের ভালোবাসার টানে, যার জন্য আজ আমার এতটা পরিবর্তন, আমাদের সকলের নয়নের মণি 'উত্তম দা' কে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই। তারপর থেকে এই সবুজ ঘরটাকে আপন করে নিতে শুরু করলাম। দাদাদের সাথে কাজ শিখতে শুরু করলাম, সময়ের অবকাশে কাজের দিনগুলি কাটিয়ে ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষে ছাত্র-সংসদের দাদারা আমার ওপর সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'বিশ্রাম ও আলাপন' বিভাগ এর সম্পাদক পদটি অর্পণ করেন। আর ভালোবাসার বাঁধনে সবুজ ঘরটার সাথে সম্পর্কে আবদ্ধ হলাম ও তিনটি মন্ত্রে দীক্ষিত হলাম— শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম। আর সেই দিনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম ৩৬৪ দিন ছাত্রছাত্রীদের সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে থাকবো। অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে গিয়ে আমার ছাত্র সংসদের 'ডেপুটেশন' -এর ফলে এবছর নতুন একটি TT বোর্ড Boy's Common রুমে নিয়ে আসতে পেরেছি। ছাত্রদের ক্যারাম খেলার জন্য চারটে লোহার নতুন স্ট্যান্ড এর সুব্যবস্থা করতে পেরেছি। সকল ছাত্রছাত্রীদের একটাই অনুরোধ করবো, জিনিসগুলো তোমাদেরই জন্য করে দেওয়া, একটু যত্ন সহকারে রেখো, জানি না, তোমাদের জন্য কতটা কী করতে পেরেছি। কতটা সাহায্যের হাত দিয়েছি বাড়িয়ে। আগামী উত্তরসূরী হিসাবে এই বিচারের দায়িত্ব তোমাদের। আমার জন্য কেউ কষ্ট পেয়ে থাকলে বা অভিমান হলে ক্ষমা করে দিও। ভুলগুলো নিয়ে সামনের বছরটাকে খারাপের ছায়ালিপ্ত করো না। নিজের অজান্তে যদি কোনো আঘাত দিয়ে থাকি তার জন্য ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।

"বন্ধুদেরই এই আসরে আজকেই যে শেষবার
কালকে থেকে তোদের মাঝে রইব না রে আর
চলে যাব অনেক দূরে,
যদি দেখিস পিছন ফিরে,
দেখতে পাবি তোদের মনে,
লুকিয়ে আছে ছোট্ট কোণে,
হয়ে একটু মিষ্টি হাসি,
মনের মাঝের একটু খুশি
কখনো বা আসবো হয়ে চোখের কোণের জল
সেদিন আমায় কে চিনবি বলরে তোরা বল।।"

সবুজ প্রামাণিক
প্রকাশ পন্ডা
সহ-সম্পাদক (আলাপন বিভাগ)

অপূর্ব সামন্ত
সম্পাদক (আলাপন বিভাগ)

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# ক্রীড়া সম্পাদকের কলমে

"খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি
আমার মনের ভিতরে।
কত রাত তাই তো জেগেছি
বলবো কী তোরে,
প্রভাতে পথিক ভেবে যায়,
অবসর পাইনে আমি হায়-
বাহিরের খেলায় ভাবে সে,
যাব কী করে.....।।

প্রিয় সবুজ প্রাণ

প্রথমে ছাত্র সংসদের পক্ষ থেকে বর্তমান বৎসরের সমস্ত সবুজ প্রাণ, দাদাদিদিদের এবং অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা জানাই।

আজ আমি এই রাজ কলেজের ছাত্র সংসদের ক্রীড়া সম্পাদক হিসেবে, 'অমিত্রাক্ষর' এ লেখার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে গর্বিত বোধ করছি।

আমি বিপুল। আমি আর পাঁচটা ছেলের মতো উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে ২০১৯ সালে রাজ কলেজে ভর্ত্তি হলাম, কলেজে আসতে কলেজটাকে ভালোবেসে ফেললাম, তারপর ভালোবেসে ফেললাম ওই সবুজ চারিদিকে সাজানো ঘরটাকে, সেই ঘরটি হল ছাত্রসংসদ ছাত্রসংসদে থাকতে থাকতে মায়া পড়ে গেল ওই সবুজ ঘরটির ওপরে। ভালোবেসে ফেললাম ঘরটির মধ্যে থাকা মানুষগুলোকে, আস্তে আস্তে দাদাদের সাথে কাজ করা শুরু করলাম। শিখেছি অনেককিছু , এখনও অনেক কিছু শেখার বাকি আছে। তার মধ্যেই দাদারা আমার কাঁধে তুলে দিল এক গুরু দায়িত্ব। দায়িত্ব তুলে দিল মহিষাদল রাজ কলেজের ক্রীড়া বিভাগীয় সম্পাদক।

ছোটোবেলা থেকেই আমি খেলাধূলা করতে ভালোবাসতাম, স্কুলে অনেক খেলাধূলা করেছি ভেবেছিলাম কলেজে এসেও পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা করব। কিন্তু কলেজে ভর্তি হওয়ার কিছুদিনের মধ্যেই করোনা পরিস্থিতি চলে এল, যার জন্যে কলেজ ছুটি পড়ে গেলো, তারপর দু'বছর কেটে গেলো, তারপর আস্তে আস্তে খুলতে শুরু করলো কলেজ, কলেজ আবার তার পুরানো ছন্দে ফিরে এলো, সঙ্গে সঙ্গে ছাত্র সংসদও তার পুরানো ছন্দে ফিরে এলো।

তারপর মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদের আয়োজনে শুরু করল Interclass Volleyball Tournament খেলা হল। সময়ের খামতির দরুণ তেমন কিছু খেলা করতে

পারিনি আশা করছি, পরে আরো অনেক খেলাধূলা করাবো, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও আমাদের কলেজে 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হচ্ছে। সেখানে আমি লেখার সুযোগ পেয়েছি। তাই নিজেকে আমি ধন্য মনে করছি। ধন্যবাদ দাদাদেরকে আমার উপর ভরসা রাখার জন্য। তা না হলে আমি লেখার সুযোগ পেতাম না। যাদের কথা না বললে হয়তো আমার লেখাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, যারা নানা সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে- অতনু দা, সুরেন্দু দা, দেবাশীষ দা, রোহিত দা, প্রশান্ত দা, টুপাই দা, নীলাদ্রি দা, নীলু দা রেজাউল দা, মেহেবুব দা, প্রকাশ দা এই দাদারা পাশে না থাকলে এই দায়িত্বটা পালন করা যেত না। আমার সহকারী সম্পাদক প্রিয়তোষ মাইতি, রাজদ্বীপ হান্ডা তাদেরকেও অসংখ্য ধন্যবাদ।

অবশেষে বর্তমান বৎসরের প্রতি সবুজ প্রাণকে আমার ভালোবাসা জানাই। প্রতিটি সবুজ প্রাণ শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন ও দেশপ্রেম। তেরঙ্গা পতাকার তলে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ -এর শক্তিকে মজবুত করে তোলার আহ্বান জানাই।

জাতীয়তাবাদী গৈরিক
অভিনন্দনসহ
**বিপুল হালদার**
মহিষাদল রাজ কলেজ

**প্রিয়তোষ মাইতি**
**রাজদীপ হান্ডা**
সহ-সম্পাদক
ক্রীড়া বিভাগ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

# র‍্যাগিং বিরোধী সেলের সম্পাদকের কলমে

"ওরে নূতন যুগের ভোরে
দিসনে সময় কাটিলে বৃথা সময় বিচার করে"

প্রিয়,

এভাবে লেখার কথা কোনোদিন ভাবিনি। কিন্তু কলেজবাড়ির পত্রিকাতে লেখার সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইনি। জীবনের ছোট্টো পরিসর থেকে বেরিয়ে এসে ২০১৯ সালে ভর্তি হলাম মহিষাদল রাজ কলেজে, ইতিহাস বিভাগে। সৃষ্টিকর্তার এক অপরূপ সৃষ্টি এই কলেজবাড়ি। শিক্ষায়-সংস্কৃতি চর্চার - ক্রীড়াচর্চায় এককথায় রূপে গুণে অসামান্য। আর কবে যে সবাই এতো আপন হয়ে গেছে, সেটা বুঝতেই পারিনি। তারপর হঠাৎ করেই এসে পড়ল সেই ভীষণ মহামারী। সেই সময় পার করে আমরা আবার এক হতে পেরেছি। ২০২২-২৩ সালের শিক্ষাবর্ষে কলেজের আই.সি.সি. বিভাগের দায়িত্ব পেলাম। আর তখন আমি সেই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করছি।

বারবার দেখেছি যে, নিজেরে প্রতিভা ও ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেকেই নিজেদের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে অস্বস্তি বোধ করে। নিজেদের লুকিয়েই রাখতে চায় তারা। আমি আশা করছি তাদের সবাইকে সামনে নিয়ে আসতে পারবো। সবক্ষেত্রে তারা নিজেদের কলেজবাড়িকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবে। দিনের পর দিন আমাদের কলেজবাড়ি আরো উজ্জ্বল হবে স্বমহিমায়।

শুধু বলি, সব অন্ধকার কাটিয়ে আজকের সন্ধ্যায় চলো সবাই আলোর রোশনাইতে মেতে উঠি।

পরিশেষে, সকলকে যথাযোগ্য সম্মান ও ভালোবাসা জানিয়ে শেষ করছি।

জয়হিন্দ বন্দেমাতরম

**উমা দেবনাথ**

র‍্যাগিং বিরোধী সেলের সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# সাংস্কৃতিক সম্পাদকের কলমে

<u>প্রিয় প্রতিষ্ঠান</u>

মহিষাদল রাজ কলেজ এর
শিক্ষার্থী মোরা।
করব অনুষ্ঠান.....
থাকবে ছন্দ- অঙ্কন- রঙ্গোলি
আর গান।
মুকাভিনয়, হরবোলাতে জমবে
প্রতিষ্ঠান।
আড্ডাটাও বেশ চলবে চলবে
অনুষ্ঠান।
অধ্যাপক আর অধ্যাপিকা
থাকবে মোদের সাথে।
কেটে যাবে সব ভয় আনন্দ
আর হাসিতে।
এমনি করেই এগিয়ে যাবো,
নতুন বছর গুলি।
সুন্দর আর সফল হবে
আমাদের কলেজ বাড়ি ।
মন চায়না দিতে বিদায়।
কিন্তু আমারা সত্যিই বড়ো
নিরুপায়।

**নিশা মেট্যা**
**রিতিকা বেরা**
সহ-সম্পাদক

**সুদীপ মান্না**
সাংস্কৃতিক সম্পাদক

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

# পরিচয়পত্র বিভাগের সম্পাদকের কলমে

দেখতে দেখতে পেরিয়ে গেল ৩টি বছর
স্মৃতির গহ্বরে রয়ে যাবে সকলের সমাদর
ফেলে আসা আড্ডার কথা ভেবে হয়তো হেঁসে উঠবে মন
কখনো ফিরে পাব না বলে মন কেঁদে উঠবে তখন।

প্রিয়,
সবুজ,

প্রথমেই ছাত্র সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ 'পরিচয়-পত্র' বিভাগের পক্ষ থেকে ও আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে বর্তমান শিক্ষাবর্ষের সকল নবাগত ভাই-বোন নবীন-প্রবীণ, সকল দাদা-দিদি ও আমার সকল শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা, শুভানুধ্যায়ীদের একরাশ ভালোবাসা ও প্রণাম।

যেদিন শিক্ষার্থী হিসেবে কলেজে প্রথম পা রাখলাম সেদিন অনুভব করলাম আমার সোনালি কৈশোরের ইতি টানলাম। স্কুল জীবনের গন্ডি পেরিয়ে কলেজের গন্ডি, এ যেন বড়ো হয়ে যাওয়া।

স্কুল লাইফ শেষ আর কলেজ লাইফ শুরু
কিছু বন্ধুত্ব সমাপ্ত, আর কিছু বন্ধুত্বের সূচনা।

আমার জীবনের সবথেকে মজার সময় হলো কলেজ জীবন। কারণ কলেজের শিক্ষা মানুষকে সারাজীবন পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করে। কারণ কলেজে শুধু মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে তা কিন্তু নয়, বরং জীবন গঠনের প্রয়োজনীয় দিক সম্পর্ক সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযুক্ত সময়।

আমার কলেজ জীবন -এর প্রথম দিনের কথা খুব মনে পড়ে। কারণ খুবই অপরিচিত এবং সব অচেনা মুখ। প্রথম প্রথম প্রতি দিন খুব খালি লাগল। নিজেকে বড্ড একা লাগতো। কিন্তু হঠাৎ করে ভালো লেগে যাওয়া কলেজের ভেতর সবুজ ঘরটিকে। যত দেখতাম অবাক হতাম। আর তাকিয়ে থাকতাম ওই সবুজ ঘরটার দিকে। কখনো ভাবতে পারিনি আমায় নিজের করে কাছে ডেকে নেবে আপন করে। দুহাত ভরে ভালোবাসা দেবে। ভালোবাসার টানে আমিও আপন করে নিলাম এই পরিবারের একজন সদস্য হয়ে গেলাম।

রাজ কলেজের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ''পরিচয় পত্র'' অর্থাৎ I Card এর দায়িত্ব দেওয়া হলো আমার ওপর।

I Card সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলার প্রয়োজন। কলেজ জীবনে প্রত্যেকরই I Card ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ কলেজ জীবনে প্রথম যে জিনিসটা দরকার সেটি হল 'পরিচয় পত্র', I Card গুরুত্বপূর্ণ কলেজ জীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্রে, যেমন— বাসে Student Concession ভাড়া কলেজে গেটে ঢোকার সময়, Exam Hall -এ কলেজের অফিসিয়াল দরকারে, আবার কমন রুম, -এর

যে কোনো খেলায় এই I Card দেখিয়ে সমস্ত কিছু করতে পারবে। তাই আমাদের প্রত্যেকেরই কলেজ জীবনে I Card -এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

কিছু নিয়ম লিখে গেলাম I Card -এর ক্ষেত্রে। কলেজ জীবন শুরুতে I Card Apply করতে হবে। প্রথমে Fees book নিয়ে ছাত্র সংসদে আসতে হয়। আমরা ছাত্র সংসদ থেকে একটি ফর্ম দিয়ে থাকি। ঐ ফর্মটি ফিলাপ করে তারিখ অনুযায়ী জমা করতে হবে। ফর্মটি দেওয়ার সময় সাথে আনতে হবে— ১) ২ কপি ফটো ২) আধার কার্ডের জেরক্স ৩) ব্লাড গ্রুপের রিপোর্ট-এর জেরক্স। নির্ধারিত সময় ও তারিখ অনুযায়ী I Card টি নেওয়ার সময় ছাত্র সংসদে এসে Fees book ও Received copy দিলে আমরা I Card দিয়ে দেব।

পরিশেষে সকলকে ভালোবাসা জানাই ও যাদের জন্য আজ আমি এত কিছু লিখতে পেরেছি, সেই আমার শ্রদ্ধেয় দাদাদের ধন্যবাদ জানাই।

'কলেজের সময়ের গল্পগুলো রয়ে যাব ডায়রির পেজে—
আর তো কোনোদিন ফিরে পাবো না কাটানো এই দিন গুলোকে''

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ

রূপম দাস
সম্পাদক, পরিচয়পত্র বিভাগ

প্রীতম শীট
বিক্রম ধাড়া
সহ-সম্পাদক, পরিচয়পত্র বিভাগ

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# ছাত্র কল্যাণ বিভাগের সম্পাদক

প্রিয়,

সবুজ সাথী,

আমিও আর পাঁচটা ছেলের মতো সাধারণ ছাত্র। আমিও উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে ২০২০ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে পরিবারের সহমতে ভর্তি হলাম মহিষাদল রাজ কলেজে। প্রথম থেকে ইচ্ছা ছিল রাজ কলেজে পড়বো। কলেজে আসা শুরু করলাম। হঠাৎ একটা সবুজ ঘর চোখে পড়লো। একদিন ওই ঘরটা সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করলাম। আর তারপর থেকে ওই সবুজ ঘরটাকে আপন করে নিতে শুরু করলাম। মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ আর পাঁচটার থেকে আলাদা। শুরু করলাম দাদাদের সাথে কাজ করা আর দীক্ষিত হলাম তিনটি মন্ত্রে শিক্ষার প্রগতি, সংঘবদ্ধ জীবন, দেশপ্রেম আর প্রতিজ্ঞা করলাম যে আমিও ৩৬৪ দিন ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে থাকব। কাজ করতে করতে দাদারা একদিন আমাকে ছাত্র সংসদের গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ Student Union Libery -র দায়িত্ব দেয়। মহিষাদল রাজ কলেজের নিজস্ব লাইব্রেরি থাকা সত্ত্বেও গরীব ও দুঃস্থ ছাত্র ছাত্রীদের কথা ভেবে ছাত্র সংসদ তার নিজস্ব লাইব্রেরি রেখেছে- যা 'ছাত্র কল্যাণ' নামে পরিচিত। যার গুরু দায়িত্ব আমার উপর।

এই বিভাগের বর্তমান বছরে অনেক Semester অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের বই আনতে পেরেছি। যাতে গরীব ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনার কোন অসুবিধা হয় না। যানি না আমি কতটা কাজ করতে পেরেছি। আগামী উত্তরসূরী হিসাবে এই বিচারের দায়িত্ব তোমাদের। শুধু এটুকুই বলব একজন গরীব ছাত্র ছাত্রীর পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। প্রতি বছরের মতো এবছরও আমাদের কলেজের 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হচ্ছে। এতে কিছু কথা লিখতে পেরে নিজেকে খুব ধন্য মনে করছি। দাদারা না দাযিত্ব দিলে হয়তো আজ আমি লিখতে পেতাম না। আমার চলার পথে কোন ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে আমাকে ছেটো ভাই হিসেবে ক্ষমা মার্জনা করে দেবে। যাদের কথা না বললে আমার লেখা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, আমার প্রিয় অতনু দা, সুরেন্দ্র দা, প্রশান্ত দা, টুপাই দা, প্রকাশ দা, মেহেবুব দা, জয়দীপ দা, প্রীতম দা, সুদীপ দা অরিন্দম দা, নীলাদ্রি দা, রেজাউল দা, রোহিতা দা, সবশেষে বলি মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ ও আমার দল আমার পরিবার। তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন, সবাই ভালো থেকো সুস্থ থেকো।

**সৌরভ দাস**
**শ্যামসুন্দর মান্না**
সহ-সম্পাদক
ছাত্র কল্যাণ বিভাগ

**পলাশ হাজরা**
সম্পাদক
ছাত্র কল্যাণ বিভাগ

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# N.S.S সম্পাদকের কলমে

প্রিয় সবুজ প্রাণ,
আমি,

পবনদেব গিরি 2019 শিক্ষাবর্ষের ইতিহাস বিভাগের ছাত্র। 2019 -এ উচ্চমাধ্যমিক রেজাল্ট বেরনোর পরে মহিষাদল রাজ কলেজে গ্যাজুয়েশান করবো ঠিক করলাম। গ্রামের স্কুল পেরিয়ে মহিষাদল রাজ কলেজের মতো ঐতিহ্যবাহী কলেজে পড়তে যাওয়ার জন্য মনে একটা আনন্দ ও ভয় মেশানো অনুভূতি হচ্ছিল। মহিষাদল কলেজে ইতিহাস বিভাগে নাম বেরোনোর পরে 18 August paper verification করতে এসে কলেজের Union -এর সামনে লাইন দিয়ে সকলে দাঁড়িয়েছিলাম। তখন Union এর একটি দাদা লাইন থেকে ডেকে Union -এ যোগদান করায়, পরে অবশ্য জানলাম দাদাটির নাম রেজাউল আলম। এই ছিল আমার Union -এর হাতে খড়ি।

তারপরে Union -এর দাদারা এবং আমাদের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক প্রকাশ পাল এবং পরবর্তী প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ কুইল্যা আমাকে Union -এ চলার অনেক সাহায্য করেছে এবং পরবর্তীকালে আমার কাজ ও Union -এ এর প্রতি ভালোবাসা দেখে N.S.S. এর মতো একটি গুরূত্বপূর্ণ department -এর দায়িত্ব ভার সোপেছেন। এবার বালি আমার N.S.S. Secretary হওয়ার অভিজ্ঞতা।

প্রথমে বলি N.S.S. -একটি সামাজিক মঙ্গল সাধনে গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে । এই department -এ প্রচুর ছাত্র ছাত্রী N.S.S ক্লাস করতে আসে। এখানে বছরে 4 টে N.S.S Camp হয়। College -এর নানারকম অনুষ্ঠান সূচিতে N.S.S ছাত্র ছাত্রী অংশগ্রহণ করে। নানা রকম সামাজিক কাজকর্ম এতেও গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা লাভ করে। এবং প্রতি মঙ্গলবার করে ক্লাস করানো হয়। এই ক্লাসে Yoga শারীরিক চর্চা শেখানো হয়। কলেজে শেষে একটি সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। যেটি তাদের ভবিষ্যৎ জীবনের কর্মসংস্থানে সাহায্য করে।

আমাকে এত বড়ো দায়িত্বভার সামলানোর উপযোগী ভাবার জন্য Union -এর সকল দাদা ও ভাইদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবো। এই দায়িত্ব সঠিক ভাবে পালন করার চেষ্টা করবো এবং কোনো ভুল ত্রুটি থাকলে সেটি শুধরে নিয়ে নতুনভাবে দায়িত্ব পালন করবো।

পরিশেষে সকলকে মহিষাদল রাজ কলেজ ছাত্র সংসদ ও তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন।

জাতীয় গৈরিক অভিনন্দন সহ

**পবনদেব গিরি**

সম্পাদক

N.S.S. বিভাগ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

# ছাত্র সংসদের সভাপতির কলমে

স্মৃতি একপ্রকার তথ্য সংরক্ষণ করার ক্ষমতা, যার দ্বারা মানুষ প্রতিনিয়ত নতুন রূপে তথ্য সংরক্ষণ করতে থাকে। 'স্মৃতি' এই ছোটো দুটো অক্ষরের মধ্যে লুকিয়ে আছে হাজারো ফেলে আসা অতীতের মুহূর্ত। 'স্মৃতি' কখনো হয় আনন্দের আবার কখনও বা প্রিয়জনের। অভাব জনিত দুঃখের মুহূর্তগুলি মানুষের মনকে বিষাদের স্মৃতিতে ডুবিয়ে রাখে।

"ঘটনার ইতি হয়, কিন্তু
স্মৃতি থাকে চিরস্থায়ী"

প্রিয় ছাত্রছাত্রীও ভাইবোনেরা,

জীবন শুধু জানতে চায়না, জানাতেও চায়, অসাধারণের মতো সাধারণের মাঝেও নিজেকে অসাধারণ রূপে দেখে। স্বপ্নের বাস্তবায়ন, মানুষের অন্তরে দেবত্বের উর্ধ্বায়ন যদি শিক্ষার লক্ষ্য হয়, তাহলে পরম সত্যকে কিছু সত্যতা দেওয়ার অবলম্বন হয়তো হতে পারে আমাদের এই বর্ষ পত্রিকার প্রকাশ। কারণ এই পত্রিকা প্রকাশের মধ্যে আছে ছাত্রছাত্রীদের মানসিক মুক্তি, হৃদয় বিকাশ, প্রতিভা উন্মোচন। সর্বোপরি আছে ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ে তোলার প্রচেষ্টা। আজ এই রাজ কলেজের ছাত্র সংসদের সভাপতি হিসেবে বর্ষপত্র 'অমিত্রাক্ষর' লেখার সুযোগ পাওয়ার জন্য নিজেকে অনেক আনন্দিত ও গর্বিত মনে করি। কারণ এখানে আছে অনেক আনন্দ ও ভালোবাসা। আছে সৌভ্রাতৃত্ববোধ।

সালটা তখন ২০১৯। সম্ভবত এক আগষ্টের মাস সদ্য। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ন হওয়ার পর পাড়ি দিলাম উচ্চশিক্ষা লাভের সন্ধানে, সেই জন্যই প্রথম পা পড়ল মহিষাদল রাজ কলেজের আঙিনায়। উচ্চমাধ্যমিক থেকেই বাণিজ্য বিভাগ বিষয়টি বেশ পছন্দের ছিল। সেই মতো ভর্তি হলাম বাণিজ্য বিভাগের স্নাতকতা লাভের উদ্দেশ্যে। জানি না কোন কলেজের ছাত্র সংসদ কেমন। কিন্তু আমি তর্কের সাথে বলতে পারি মহিষাদল রাজ কলেজের ছাত্র সংসদ সবার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ওই সবুজ ঘরটার মধ্যে জড়িয়ে থাকে এক আলাদা মায়ার বাঁধন। প্রথমে পড়াশোনার মাঝে কখনও সময় দিতাম ছাত্র সংসদের বিভিন্ন কার্যকলাপে, যার কথা না নিলেই নয়, প্রিয় সুদীপ দা, যার হাত ধরেই প্রথম ছাত্র সংসদে পা, তারপর বিভিন্ন ছাত্র সংসদের কার্যকলাপ গুলি প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ (টুপাই দা) দাদার হাত ধরেই শেখা, অদৃশ্য ভালোবাসায় ছাত্র সংসদের

এই সবুজ ঘরটা থেকে তিনটি মন্ত্রে দীক্ষিত হলাম— "শিক্ষার প্রগতি", "সংঘবদ্ধ জীবন", "দেশপ্রেম"।

এরপর মাঝে কোভিডের জন্য একটা দীর্ঘ সময় অতিক্রম করে আবার স্বাভাবিক ছন্দে ফিরে আসা ২০২২ এর ফেব্রুয়ারি মাসে। ছাত্রসংসদ থেকে প্রথমবার কোনো দায়িত্বভার পেলাম, ছাত্র সংসদের সরস্বতী পূজার সম্পাদক হিসেবে, কিন্তু জীবন তখনও থেমে থাকেনি। আবারও ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষে ২০শে এপ্রিল সকল ভাইবোন, সহপাঠী ও বড়োদের আশীর্বাদ ও সমর্থনে আমি ছাত্র সংসদের সভাপতিত্ব করার এক বড় দায়িত্বভার পেলাম। আমি খোঁজার চেষ্টা করছি, ছাত্র মানে কী? শুধু কী পড়াশোনা করা, রোজ কলেজ আসা, যাওয়া? কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়, এর বাইরেও একটা অন্য জগৎ আছে ছাত্র সমাজের। আমার মতে একটি ছাত্র মানে, আগামীর প্রতীক, ভবিষ্যতের দিশারি, এই ছাত্র সমাজ নব জাগরণের এক প্রতীক। দিশাহীন পথ নয়, পথের মাঝেও তারা খুঁজে পায়, আগামীর ঠিকানা। জানি না ছাত্র সংসদের উত্তরসূরী রূপে কতটা ছাত্রছাত্রীদের জন্য ভবিষ্যতে কাজ করতে পারব, তবে ছাত্র সংসদের এই সুবিশাল ঐতিহ্য ও সুনাম ভবিষ্যতেও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব। ছাত্র সংসদ পরিচালনার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ কতটা রক্ষা করতে পেরেছি বা আগামী দিনেও পারব তা বিচারের দায়িত্ব তোমাদের যদি কখনও কোনোদিন নিজের অজান্তে কাউকে আঘাত দিয়ে থাকি তার জন্য আমি ক্ষমাপ্রার্থী।

শেষ বেলায় কলেজের পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা মহিষাদল বিধানসভার বিধায়ক শ্রী তিলক কুমার চক্রবর্ত্তী মহাশয় ও অধ্যক্ষ অসীম কুমার বেরা সহ সকল অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীগণদের আমার আন্তরিক বিনম্র শ্রদ্ধা জানাই। পরিশেষে এটুকুই বলব, যাদের সহযোগিতা ছাড়া হয়তো আমার এই দায়িত্বভার পালন সম্ভব হতনা, তারা হল অতনু দা (Unit President) , সুরেন্দু দা, দেবাশিষ দা, প্রশান্ত দা, প্রকাশ দা, টুপাই দা, সুদীপ দা, সরেন দা, মেহেবুব দা, রূপম এবং ছাত্রসংসদের সহ সভাপতি প্রীতম দা, সাধারণ সম্পাদক সোহম ভাই ও পিয়াস ভাই। তাছাড়াও বিশেষ করে যারা আমাকে প্রতি মুহূর্তে সাহায্য করেছে তাদের কাছে আমি চিরতরে কৃতজ্ঞ হয়ে থাকব।

*জাতীয়তাবাদি গৈরিক অভিনন্দনসহ—*

অরিন্দম বিজলী

সভাপতি, ছাত্রসংসদ

বন্দেমাতরম্

❊ শিক্ষার প্রগতি ❊ সংঘবদ্ধ জীবন ❊ দেশপ্রেম

# সহ-সভাপতির কলমে
# আমি ও আমার কলেজ জীবন

অবাক হচ্ছি, যদিও অবাক হওয়ার কিছু নেই, অবাক হওয়াটা আমার কাছে স্বাভাবিক হয়ে গেছে। কারণ যতোবারই জীবন নিয়ে ভাবতে বসি ততবারই অবাক হই আর একটা প্রশ্নই মনের মাঝে আসে, জীবনটা এমন কেন? পরক্ষণেই কেউ একজন ভেতর থেকে উত্তর দেয় জীবনটা এমনই।

যাই হোক, এইতো কিছুদিন আগের কথা। মাত্র স্কুল জীবন শেষ করে কলেজে পর্দাপন করলাম, অনেক কৌতুহল, স্বপ্নও অনেক আশা নিয়ে শুরু হয়েছিল এই নতুন কলেজ জীবনের পথ চলা। কলেজের প্রথম দিনটার স্মৃতি যেন আজও চোখের সামনে ভাসছে। অতীত হয়ে যাওয়া সেই সময়ে কি পেয়েছি কলেজ জীবনে!! কিছু নতুন বই। কিছু নতুন স্যারের সান্নিধ্য- যাদের দেখনো পথে এই পথ চলা, কিছু অপরিচিত নতুন বন্ধু আর কিছু পুরানো বন্ধুদের সাথে নতুন করে বন্ধুত্ব। যতদিন যেত কলেজ যেতে ভালো লাগে। প্রতিদিন কলেজে যাওয়া, তারই মাঝে অল্প অল্প পড়াশোনা, বন্ধুদের সাথে গল্প করা,কলেজের ক্যান্টিনে বসে হইহুল্লোড় করা এইসবই চলত। এইবার আসি ইউনিয়ন নিয়ে, আর একটি ভালো লাগার জায়গা। প্রথমত ইউনিয়ন সম্পর্কে কোনরূপ ধারণা ছিল না। যখনই ইউনিয়নের কথাটা জানতে পারলাম তখনি ইউনিয়নে যুক্ত হলাম। ভালোবাসার জায়গাটিতে থাকতে থাকতে ওই জায়গাটিকে ভীষণভাবে ভালোবেসে ফেললাম। Union আমার দ্বিতীয় আর একটি ঘরবাড়ি হয়ে ওঠে। এতটাই মনে জায়গা করে নিয়েছে যে, এমন কি রবিবারও কলেজ আসতাম। আড্ডা মজা করে বাড়ি ফিরতাম, স্কুল জীবন ও কলেজ জীবনের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। কলেজ জীবনের আনন্দ ও স্বাধীনতা স্কুল জীবন অপেক্ষা অনেক বেশি। দায়দায়িত্ব সে কারণে অনেক বেশি। অনেক ভালো খারাপ অনেক কিছুই দেখেছি যা কোনোদিনও ভোলার নয়। স্মৃতি হিসেবে চিরটাকাল রয়ে যাবে। তবে আমি খুব Lucky যে এই মুহূর্ত গুলি জীবনে পেয়েছি। জীবনে অনেক আপশোষ রয়ে গেছে, কলেজ জীবনের কয়েকটা মূহূর্ত blank রয়ে গেছে-

" ভালো থাকিস কলেজ জীবন
বেঁচে থাকিস মূহূর্ত গুলো হৃদয়ে।।"

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দন সহ—

**প্রীতম বেজ**

সহ-সভাপতি

বন্দেমাতরম্

❋ শিক্ষার প্রগতি ❋ সংঘবদ্ধ জীবন ❋ দেশপ্রেম

# সহ সাধারণ সম্পাদকের কলমে

বিদায় নিলাম হ্যামিল্টন থেকে। দিনটা সোমবার, ২৬শে জুলাই, ২০২১, "Last day of my School"। মার্কশিট হাতে সেদিন বন্ধুরা যে যার মতন পথ বেছে চলে গিয়েছিল নিজ গন্তব্যে।

পড়াশুনোতে খুব বেশি মেধাবি ছাত্র ছিলাম না, করোনার ভয়াবহতা একটু কম তখন। একটা ওষুধ দোকানে নিজের হাত খরচা চালানোর জন্য কাজে ঢুকে গেছিলাম। কিন্তু মা-বাবার সেটা পছন্দ নয়, Pass করি বা Fail করি কলেজে আমায় ভর্তি হতেই হবে। তাই দু-মাসের বেশি ওষুধ দোকানে কাজ করার সৌভাগ্য হয়ে উঠেনি। তবে এখানেই দুর্ভাগ্যজনক একটি ঘটনা ঘটে। দুমাসের এই Gap, বন্ধুবাবন্ধব, পড়াশুনো থেকে যোগাযোগহীন থাকায় 'তাম্রলিপ্ত মহাবিদ্যালয়ে' আমার ভর্তির কর্মসূচি আমি সম্পূর্ণ করতে পারিনি। ভর্তির Last Date পেরিয়ে গেছে। মা বাবারও জেদ কলেজে অন্তত Graduation complete করাবেই।

খোঁজ নিলাম নিকটবর্তী অন্যান্য কলেজ গুলিতে। তমলুকে শেষ চেষ্টাটুকুও ব্যর্থ হওয়ার পর নিকটবর্তী মহিষাদল Last option। মহিষাদল রাজ কলেজে নবীন আমি। আমার দাদার বন্ধু সোহমদার সাথে আলাপ, বলল Unior Room -এ এসে ভর্তির জন্য একটু খোঁজ নিতে। কিন্তু আমার দাদা বলল President দাদার সাথে কথা বলতে, Coincidently আমার দাদার নামও 'অতনু' আর president দাদার নামও 'অতনুদা'। দাদা আমায় বলল তোমার ভর্তি হয়ে গেছে। আমি শুনে অবাক, কোথায়? কীভাবে? দাদা বলল 'হুম'। তোমাকে 'শুভানুধ্যায়ী' হতে হবে— একটাই শর্ত। আমিও একটু সংকোচের সাথেই রাজি হয়ে গেলাম। দিনটা ছিল 27 September মঙ্গলবার "My first day of college" - Admission হয়ে গেল। পরদিন থেকে Union Room -এ যাতায়াত শুরু করলাম। কেউ বেশি চিনতো না আমায়। প্রথমদিন আলাপ হয় 'অরিন্দম'দার সাথে। তারপর পরিচয় হয় 'সায়ন'দার সাথে। দাদা Declaration from fillup শিখিয়ে দিল। রোজ এসে from fillup করতে লাগলাম। আস্তে, আস্তে দাদারা আমায় কাজ শিখিয়ে দিল। পরিচয় হয় তৎকালীন G.S. টুপাইদার সাথে। দাদা নিজে এসেই আমার সাথে পরিচয় করল। বলল রোজ নিয়মিত কলেজ আসার কথা, ধীরে ধীরে সকলেই সাথে আলাপ পরিচয় হয়। রেজাউল দা, সুদীপ দা, বিপুল দা, মেহেবুব দা, প্রশান্ত দাদাদের সাথেও পরিচয় হয়। দাদাদের সাথে সম্পর্ক বাড়তে লাগল। সবাই ভাইয়ের মতো ভালোবাসলো। অল্পদিনে সবুজঘরটাকে ভালোবাসায় জড়িয়ে নিলাম। একটি BCA Department -র Student 'Tapendu Midya' -র সাথে পরিচয় হয়। সেও First Sem. আর আমিও। একসাথে রোজ দুজনে ক্যান্টিন আওয়ার্স-এ যেতে লাগলাম। দুমাস হয়ে গেলো পরিচয় হয় একটি বেঁটে খাটো কোঁকড়ানো চুল, B.A (G) Department র Student, তার নাম 'বিনু'। আমায় 'দাদা' ভাবতো,

যেহেতু আমার গঠন একটু 'লম্বা'। এই ঘটনাটি আমার সথে প্রায়ই হতো, সবাই দেখে ভাবতো আমার 4th Sem. বা 6th Sem.। তারপর প্রত্যেকদিন প্রায় আমি আর বিনু একসাথে Union এর সকল কাজ করতাম। অনেক ভালো বন্ধু হয়ে গেলাম আমরা। একসাথে ক্যান্টিন আওয়ার্স, Flag টাঙানো, রাত জাগা, বিজয়া সম্মীলনীর প্রস্তুতি, সরস্বতী পূজো, কলেজে একসাথে স্নান করা, আরও অনেক স্মৃতি রয়েছে ওর সাথে। দিনটা ছিল সোমবার 3 June, 2022, কলেজের অনেক দাদাদিদি ছাত্রছাত্রীরা একত্রিত সেদিন। পরিচয় হয় Disha ও Dalia দুই বান্ধবীর সাথে। অনেক স্মৃতি রয়েছে Tour -এর দিনগুলোতে ওদের সাথে। Disha -র সাথে ভালো Friendship হয় আমার। যখন কিছু Help চাইতাম করে দিত। ভীষণ Helpful friend একটা। 21 April, 2022 শনিবার Union body meetting। দিনটা ছিল যেমন আনন্দের তেমনই কষ্টেরও। যে টুপাই দা নিজের ভাই -এর মত ভেবে আমায় কাজ শিখিয়েছে, সেই দাদার G.S. থাকার সময়সীমার শেষ দিন। নতুন G.S. হল সোহমদা। আর আমি Assistant G.S.। সোহমদার থেকে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হল আমাদের Union President - Arindam দা। যে দাদা আমার প্রত্যেকটা সময় আমার পাশে ছিল Vice President 'রেইজ' দার কত স্মৃতি রয়েছে উড়িষ্যার সমুদ্রতীরে দাদার সাথে। প্রত্যেকদিন Dice এ যেতাম। Sudip দা আমায় Dice -এর হাতে খড়ি দিয়েছিল। দাদা খুব Helpful। সহ সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দাদারা আমায় Select করেছে। চেষ্টা করে যাব, দাদাদের মর্যাদা রাখার। শেষ কথা বলতে চাই A.G.S. হওয়ার পর অনেক সমালোচনা, Ego, হিংসার মুখোমুখি হতে হয়েছে।

এখানে যে যেটা চায়, সে সেটা পায় না,
যে পায়, সে মর্যাদা রাখতে পারে না।

কলেজ আর ক্যান্টিন আওয়ার্স আদর্শ আমার প্রিয়। কোনো কারণ ছাড়াই

"কেনো জানি এই দিন গুলোকে কিছুতেই ভুলতে পারি না
কলেজ -এর দিনগুলো চোখের সামনে
হারানো 'স্মৃতি' হারানো গান—
স্কুলে ফেলে আসা ব্যর্থ দিন, অভিমান
তোমায় দেখে আজ সব হয়ে গেছে ম্লান
কলেজ ক্যান্টিনে সিগারেট কাড়াকাড়ি দিন
একদিন শেষ হয়ে যাবে, আমি চাই না আসুক সেদিন,
কলেজ গেটের বাইরে বন্ধুদের সমাগম-
Union room -এর বিবিত পরিশ্রম—
সব স্মৃতি রয়ে যায়।

*জাতীয়তাবাদি গৈরিক অভিনন্দনসহ—*

পিয়াস অধিকারী
সহ- সাধারণ সম্পাদক, ছাত্রসংসদ

# হিসেব নিকেশে সাধারণ সম্পাদকের কলমে

" নাই হল চাক্ষুষ পরিচয়
মনে মনে না দেখেও দেখা হয়।
অদৃশ্য পথতলে নাই মানা
কল্পনা যে আকাশে মেলে ডানা।
বাণীর সে মানসিক পথ বেয়ে
আশীর্বচনখানি যাক ধেয়ে"।

জীবনপঞ্জির স্বর্ণ মুহূর্তে লেখনীপত্রে কিছু রঙ বেরঙের কালি নিয়ে হাতে দক্ষ লেখকের মতো লেখার চেষ্টা করছি, কিন্তু লিখতে পারিনি কবির ভাষা, লিখতে পারিনি আমার ওপর থাকা অনেকের আশা। শুধু তাদের উদ্দেশেই আমার শ্রদ্ধা যাদের সহযোগিতায় আমি আমার স্বর্ণময় সময়গুলি অতিবাহিত করতে পেরেছি, ছন্দহীন শব্দ অর্থহীন ভাষাকে জড়ো করে প্রথমেই সকলের প্রতি আমার বিনম্র শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি।

প্রথমেই বলি আমি কোন কবিতা বা গল্প আগে লিখিনি বা তেমনটা হয়তো লিখতে পারি না, তাই কি লিখবো খুঁজেও পাচ্ছি না, তবুও লিখতে হবে। আমাদের কলেজে প্রতিবছর একটি বর্ষপত্রিকা 'অমিত্রাক্ষর' প্রকাশিত হয়, এবং আমি সত্যিই খুবই ভাগ্যবান যে প্রথম বছর লেখার সুযোগ পেয়েছি। শুরু করবো কীভাবে তা খুঁজে পাচ্ছি না। ২০২০ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে মহিষাদল রাজ কলেজে প্রবেশ, তারপর Bengali (H) নিয়ে প্রথম বর্ষে ভর্তি হই।

এবার একটু নিজের সম্পর্কে আগে বলে নিই- নিজ জীবনে আমি বড্ড দুষ্টু ছিলাম। সাইকেল নিয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ানোই ছিল আমার নিজ জীবনের কাজ। এই নিজ দিনের কাজকে সঙ্গী করে কলেজের ক্লাস রুমে প্রথম প্রবেশ। তারপর আস্তে আস্তে দাদাদের মুখে শুনি সবুজ ঘরের কথা অর্থাৎ ছাত্র সংসদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা জানতে পারি। তারপর ছাত্র সংসদে দাদাদের হাত ধরে প্রথম প্রবেশ। তারপর দাদাদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে থাকলাম। আসতে আসতে ওই সবুজ ঘরটাকে এতটাই পছন্দের হয়ে গেল তা হয়তো হাতে কলমে বোঝাতে পারবো না। শুধু এতটাই বলবো যেন ওটা আমার দ্বিতীয় বাড়ি। তারপর আসতে আসতে দাদারা ছাত্র সংসদের সর্বোচ্চ দায়িত্ব "সাধারণ সম্পাদক" পদ আমার হাতে সমর্পণ করে। সেই দিন থেকে ৩৬৪ দিন ছাত্রছাত্রীদের সুখ দুঃখের সাথী হয়ে থাকার প্রতিজ্ঞা করেছিলাম।

দায়িত্ব গ্রহণ করে শুধু মাত্র ছাত্র সংসদের কর্মের সারথী হয়েছি। চেষ্টা করেছি আমার শ্রম, নিষ্ঠা, সাধনা ও আবেগ দিয়ে পুরানো ঐতিহ্য পরম্পরা বজায় রেখে নতুন প্রজন্ম তৈরী করার শেষে গাড়ির ছাত্র হিসাবে ছাত্র সংসদের হিসেবের দাঁড়িপাল্লায় পদার্পন করে তোমাদের হাতে যা দিতে

পেরেছি সবটাই তোমাদের সামনে তুলে ধরেছি।—

১) দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে এ বছর তোমাদের ছাত্র সংসদের সামনে Aquaguard -এর জল দিতে পেরেছি।

২) এ বছর Vidyasagar Hall অর্থাৎ কলেজের Auditorium Hall চালু করেছি।

৩) Boys Common Room -এ নতুন লাইট ও পাখা ও Carrom Board এর ব্যবস্থা করেছি।

৪) নতুন T.T. Board এর জন্য অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে দাবি জানিয়েছি।

৫) অধ্যক্ষ মহাশয়ের সাথে কথা বলে 2nd, 4th, 6th Sem এর exam fees যাতে কলেজে নেওয়া হয় তার ব্যবস্থা করেছি।

ছাত্র সংসদের বিভিন্ন বিভাগের প্রতিযোগিতাগুলি সফল ভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে থাকা অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাগণকে কৃতজ্ঞতা জানাই এবং অভিনন্দন জানাই ছাত্রসংসদের বিভিন্ন বিভগীয় সম্পাদক, সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের।

"অপরাজিতা ফুটিল লতিকার
গর্ব নাহি ধরে—
যেন পেয়েছি লিপিকা
আকাশের
আপন অন্তরে"।

Student Union কথাটা মানে সবাই রাজনীতিকে ভেবে থাকে। কিন্তু Union কোন রাজনীতির সংসার নয়, রাজনীতির আঁতুড় ঘর নয়। Union হল সকলের সাথে মিলে মিশে থাকা। আবার একবার বলবো Student Union কোন রাজনীতি নয় ছাত্র ছাত্রীদের পাশে থাকা।

"নৌকার গুণ যেমন নৌকাকে
বাঁধিয়া লইয়া যায়,
যর্থাথ প্রেম তেমনি
কাহাকেও বাঁধিয়া রাখিয়া
দেয় না , কিন্তু বাঁধিয়া লইয়া যায়।

আমার সংসার অর্থাৎ ছাত্র সংসদের মুখপাত্র আমি। এছাড়াও ছাত্রসংসদের সভাপতি অরিন্দম দা এবং সহ-সভাপতি প্রীতম দা ও সহ -সাধারণ সম্পাদক পিয়াস ভাই ও আমার সংসারের অভিভাবক যারা, যাদের কথা না বললে হয়তো আমার লেখাটা অসম্পূর্ণ রয়ে যাবে, সেই মাননীয় "তিলক কুমার চক্রবর্ত্তী" মহাশয়কে এবং সুরেন্দু দা, দেবাশিষ দা, অতনু দা, রোহিত দা, প্রশান্ত দা, সুকীর্তি দা, মঙ্গল দা, গৌতম দা, প্রকাশ দা, রূপম দা, সায়ন দা, রেজাউল দা, পাপাই দা, শুভজিৎ দা, নিলাদ্রী দা সদস্য ও সদস্যা ও শুভানুধ্যায়ীদের আমার ভালোবাসা জানাই।

আমরা "শিক্ষার প্রগতি"-র কথা বলি - তাই মহিষাদল রাজ কলেজ শিক্ষার সংস্কৃতিতে প্রথম স্থানে আছে।

আমরা "সংঘবদ্ধ জীবনের" কথা বলি, তাই এই সবুজ ঘরে একসাথে আছি। আমরা "দেশপ্রেমে"র কথা বলি, তাই জাতীয় পতাকার তলায় দাঁড়িয়ে "বন্দেমাতরম্" ধ্বনি উচ্চারণ করি।

"নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,
ও পারেতে সর্বসুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে ..
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলই এপারে।।"

সোনার সংসার আমায় যা দিয়েছে, হয়তো আমি সব কিছু এই সংসারের জন্য করতে পারিনি, কিন্তু উজাড় করে দেবার চেষ্টা করব আগামী দিনগুলিতে। চেষ্টা করবো এই সোনার সংসারকে ভালো বাসার ফুলে ভরিয়ে দিতে।

পরিশেষে সকলের তথা মহিষাদল রাজ কলেজের সমস্ত ছাত্রছাত্রী, অধ্যক্ষ মহাশয়, অধ্যাপক - অধ্যাপিকাগণ ও শিক্ষাকর্মীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব যদি আমার লেখায় কোন ভুলত্রুটি থাকে। সকলের শুভকামনা করে শেষ করছি

"তরঙ্গের বাণী সিন্ধু
চাহে বুঝাবারে।
ফেনায়ে কেবলই লেখে
মুছে বারে বারে"

জাতীয়তাবাদী গৈরিক অভিনন্দনসহ-

**সোহম মন্ডল**
সাধারণ সম্পাদক
ছাত্র সংসদ
মহিষাদল রাজ কলেজ

# ইলিশ আর কতদিন - প্রসঙ্গ অবলুপ্তি

শুভময় দাস

অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, মহিষাদল রাজ কলেজ

চারদিকে ভয়ের আবহ। মগজে করফিউ। নিষেধ বেরোনো। কোভিড মহামারী। মৃত্যু মিছিল। নেই নেই কিছু নেই। আমরা কেবল নেই রাজ্যের আর নৈরাজ্যের বাসিন্দা। হাসপাতালে সিট নেই অফিসে চাকরি নেই। স্কুল কলেজের গেট খোলা নেই। পকেটে টাকা নেই। হাসপাতালের বেড পেলেও সিলিন্ডারে অক্সিজেন নেই। বাঁচবার ন্যূনতম ভরসা নেই। এতকিছু নেই এর মাঝে হয়তো কিছু কিছু ছিল ও বটে। যানবাহন কম চলায় পরিবেশ দূষণের মাত্রা কম ছিল। পরিবেশ ধীরে ধীরে শান্ত হচ্ছিল। শব্দ দূষণ থেকে মুক্তির রাস্তা মিলছিল। বাতাসে ভাসমান ধূলিকণা কমছিল। কানে পাখির ডাকাডাকি ভেসে আসছিল। কারখানা বন্ধ থাকায় নর্দমার জলে দূষণমাত্রা কমছিলো এবং তার ফলে গঙ্গার গঙ্গাপ্রাপ্তি একটু থমকেছিল। নদী সমুদ্র জল একটু একটু করে দূষণমুক্ত আর স্বচ্ছ হচ্ছিল।

সবাই বললে "কোভিড মহামারী আর কিছু না করুক অন্তত পরিবেশের উন্নতি সাধন করছে -পরিবেশ নির্মল স্বচ্ছ হচ্ছে- পবিত্র গঙ্গা সত্যিই পবিত্রতা ফিরে পাচ্ছে -"। বিভিন্ন জায়গা থেকে খবর আসা শুরু হলো - কোথায় কোন মাছ নতুন ভাবে দেখা মিলছে ইত্যাদি ইত্যাদি।

কিন্তু আমি গোড়া থেকেই ভিন্নমত পোষণ করতাম। পরিবেশটা "ধর তক্তা মার পেরেক" নয় কিংবা "ওঠ ছুঁড়ি তোর বিয়ে" নয়। সার্কাসের হাতসাফাই অথবা জাদুকরের লাগ ভেলকি লাগ নয়। বিবর্তনের পথে বহু সাধনার ফসল এই পরিবেশ এবং তার জীববৈচিত্র। এর প্রত্যেকটির নাড়ির টান প্রত্যেক নাড়ির সঙ্গে যুক্ত আছো এক জায়গায় টান পড়লে কেঁপে ওঠে সমস্ত পৃথিবী শরীর।

তোমার ই পথ পানে চেয়ে...

লকডাউনে প্রায় দু'বছর পরিবেশ অনেক সুন্দর হয়েছে -বলা হলো। মৎস্যপ্রেমীরা অপেক্ষায় রয়েছেন ইলিশের। জেলে মাঝি ট্রলারনৌকা ডিঙ্গা ভাসালো নদীতে সমুদ্দুরে। ওরা আশায় আশায় বুক বেঁধে থাকে। মিলবে জলের রুপোলি ফসল - ইলিশ মাছ - রাশি রাশি ভারা ভারা। উপচে পড়বে নৌকার পাটাতন। দিন গড়িয়ে রাত্রি আসে। মাস ঘুরে বছর যায়। কিন্তু ইলিশের আর দেখা মেলে না। করোনা কোভিডে কিছুদিনের জন্যে পরিবেশ স্বচ্ছ হলেও ইলিশ কিন্তু "টাটা বাইবাই" করে চলে গেছে আমাদেরা অনেক দূরা ভাই লকডাউনে রুপোলি ফসলের দেখা মিলল না এবছর। তোমার ই পথ পানে চেয়ে...

তোমার দেখা নাই রে..

কিন্তু কেন? ইলিশের কমবার রহস্যটা কি? তাহলে কি ধরে নিতে হবে ডাইনোসরের মতো -ডোডো পাখির মতো- গোলাপি মাথা হাঁসের মত ইলিশ ও বিলুপ্তির পথে? যেখানে ভাবা হচ্ছিল ইলিশ মিলবে ঝাকে ঝাকে কিন্তু চিত্রটা সম্পূর্ণ অন্যরকম!একটা ও ইলিশের দেখা মেলা ভার এই লকডাউনে। তোমার দেখা নাই রে...

ইলিশে গুঁড়ি ইলশে গুঁড়ি ইলিশ মাছের ডিম...

ইলিশ কি?

ইলিশ অস্থিযুক্ত ক্লুপিফর্মিস বর্গের সমুদ্রবাসী সুস্বাদু মাছ। বিজ্ঞানসম্মত নাম হিলসা ইলিশ থাকলেও এখন এর নাম তেলুলসা ইলিশা। বসবাস সমুদ্রে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চল থেকে অন্তত 100 -150 কিলোমিটার সমুদ্রের মধ্যে - 80 থেকে 100 ফুট নিচে ঠান্ডা জলে এদের ঘরকন্যা। সম্পূর্ণ নোনা জলের মাছ। ওখানে কর্তা-গিন্নি ছানা পোনা ঘুরে বেড়ায়। সাধ আল্লাদ মান অভিমান বিরহ খুনসুটি চলে ওই ভীরে সমুদ্রে। বিভিন্নরকম পোকামাকড় জুপ্লাংকটন খেয়ে ওদের বেঁচে থাকা। ওতেই ওদের সুখ। কিন্তু প্রজননের সময় ঘনিয়ে এলে ওরা নোনা জল থেকে দলে দলে জোড়ায় জোড়ায় মাইগ্রেশনে - পরিযানে বের হয়। ডিম পাড়ার

সময় হলা ওদের যাত্রা শুরু। ওদের যাত্রা মিষ্টি জলের সন্ধানে। নদীর দিকে। বিজ্ঞানের পরিভাষায় যারা নোনা জলে থাকে অথচ মিষ্টি জলে ডিম পাড়তে আসে তাদের অ্যানাড্রোমাস মাছ বলে। নদীর মিঠে জলে ডিম পাড়ে। সমুদ্র থেকে হাজারে হাজারে মাছ ঝাকে ঝাকে মোহনা দিয়ে নদীর ভেতর দিয়ে চলে নদীর উৎসের দিকে। এ এক অপূর্ব দৃশ্য। ওদের রক্তে রোমান্স রোমাঞ্চ। বুকে দ্রিমি দ্রিমি বাজনা। ওদের ভেলেনটেইন ডে এলো বলে! এই যাত্রাপথে তারা সাধারণত কোন খাবার দাবার মুখে তোলে না। কারণ নোনা জল থেকে মিষ্টি জলে আসার সময় এদের অসমোরেগুলেশন খুব কষ্টদায়ক একটি ঘটনা। বেঁচে থাকাই কষ্ট। মিষ্টি জলে এলে ওদের শরীরে জল ঢোকে অতি দ্রুত। তাই খাওয়া বারণ। বহুদূর এদের যাত্রা পথ। সাগর থেকে ডায়মন্ড হারবার হয়ে বাবুঘাট ব্যারাকপুর কল্যাণী নবদ্বিপ মালদা মুর্শিদাবাদ লালগোলা এলাহাবাদ দিল্লি আগ্রা। ওখানে ওদের ক্লান্ত শরীর টেনে হিচড়ে নিয়ে যায়। ওদের প্রণয় পর্বের পর প্রজনন। ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার পর বাচ্চা ফোটে। বাচ্চা বেশ কয়েকমাস মিষ্টি জলে কাটায়। খেলে বেড়ায়। তারপর ধীরে ধীরে আবার সমুদ্রের দিকে নামতে থাকে। ঘরে ফেরার পালা। একসময় সবাই সমুদ্রের গভীরে আবার ঘরকন্যা শুরু করে। এটাই হলো তার স্বাভাবিক জীবন চক্র।

কোথায় তোমার দেশ -তোমার নেইকি চলার শেষ?...
কোন কোন দেশে ওদের পাওয়া যায়?
ইলিশ যে কেবলমাত্র ভারতবর্ষের গঙ্গায় পাওয়া যায় তা নয়। ইলিশ সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ে বাংলাদেশ (৪০%) তারপর ভারতবর্ষ (10%) তারপর মায়নামার পাকিস্তান এবং ইরান।এরা গভীর সমুদ্রের বাসিন্দা। বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগর এই দুটি সাগরে ওরা থাকে। মূলত গঙ্গা নদীতে ডিম পাড়তে এলেও ভারতবর্ষের অন্যান্য নদীতে যেমন মহানদী গোদাবরী কৃষ্ণা কাবেরী আবার পশ্চিমের গুজরাটের তাপ্তি নদীতেও এদের দেখা মেলে।

কত অজানারে জানাইলে তুমি...
আজও ওদের জন্ম রহস্য কি সত্যি জানতে পেরেছি?
না। আজও পর্যন্ত ওদের জন্মবৃত্তান্ত সঠিকভাবে জানা যায়নি। বহু বিজ্ঞানী বহু শতাব্দী ধরে গবেষণা করে চলেছেন। তাও জীবনের বাঁকে বাঁকে প্রত্যেকটি ঘটনায় জড়িয়ে রয়েছে অপার বিস্ময়! ওরা কিভাবে চেনে প্রয়োজনের প্রজননের স্থান আর সময়? কীভাবে চেনে কতদূর উঠতে হবে উজানে? কীভাবে চেনে কখন ওদের ফিরে যাবার সময় আর কোথায় সেই ঈপ্সিত জায়গা? কে এদের নিয়ন্ত্রণ করে? প্রায় সমস্ত কিছু এই মুহূর্তে অজানা।

"আরো কত দূরে আছে সে আনন্দধাম?"...

গঙ্গা নদীতে কতদূর পর্যন্ত ইলিশ ওঠে?
মুঘল শাসনকালে জানা যায় বঙ্গোপসাগর থেকে ইলিশ তার যাত্রা শুরু করত এবং গঙ্গার বিভিন্ন ঘাট ছুঁয়ে শেষ পর্যন্ত ওরা আগ্রা কানপুর দিল্লি অভিযান করতো। আর সব থেকে বেশি ইলিশ মিলতো এলাহাবাদের

বঙ্গার অঞ্চলে। কিন্তু দিনকাল পাল্টেছে। ভারতবর্ষ স্বাধীন হলো। উন্নয়নের দোহাই দিয়ে গঙ্গার বুকে বেড়ি প্রাচীর বাঁধ তৈরি হলো। ফারাক্কা ব্যারেজ। তিন স্তরের আঁটো মোটা বাঁধ টপকে ইলিশ মাছ আর গঙ্গা থেকে ফারাক্কার উত্তরে যেতে পারল না। ওখানেই তার গতি স্তব্ধ হল। আগে সে অনায়াসে 1500 কিলোমিটার উঠতে পারত এখন তার গতি 75 কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ফারাক্কা ব্যারেজ তৈরীর আগে নদী দিয়ে কলকলিয়ে নামতো মিষ্টি জল। সেই মিষ্টি জল সমুদ্রজলের লবণাক্ততা কে কমিয়ে দিত। তারা মিষ্টি জলের সন্ধানে ডিম পাড়তে যেতো এলাহাবাদ দিল্লি। ফারাক্কা বাঁধ হবার পর পর থেকে মিষ্টি জলে একেবারেই নামে না। এখন জলের লবণাক্ততা বেড়েছে অনেক বেশি। তাই তারাও ডিম পাড়তে আসেনা সমগ্র গঙ্গা নদীতে। এখন ইলিশ বড়জোর ফলতা ডায়মন্ডহারবার কল্যাণী হয়ে নবদ্বীপ বা মালদা পর্য্যন্ত মাঝেসাজে দু একবার ভুল করে চলে আসে। গঙ্গার গঙ্গাপ্রাপ্তির সঙ্গে ইলিশের ও গঙ্গাপ্রাপ্তি ঘটেছে।

ইংলিশ কেন এতো সুস্বাদু?

এত মাছ থাকা সত্ত্বেও ইলিশ মাছকে নিয়ে কেন এত আদিখ্যেতা? স্বাদে গন্ধে কেন নজরকাড়া? আমরা তরকারি রান্না করার সময় আমরা তেল দিই। স্বাদ বাড়াবার জন্যে। ইলিশ মাছ ও তেমনি। ইলিশ গভীর সমুদ্রের মাছ। ও যখন সমুদ্র থেকে যাত্রা শুরু করে তখন আগামী তিন মাস চার মাসের জন্য কিছুই খায় না। তখন বাঁচবে কি ভাবে? ওরা শরীরে প্রচুর ফ্যাট সঞ্চয় করে রাখে। দীর্ঘ যাত্রাপথে ফ্যাট ই ওদের শক্তি দেবে। বিভিন্ন রকম রাসায়নিক পদার্থ বিশেষ করে অনেক ধরণের ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে। দিনের-পর-দিন যাত্রাপথে বিভিন্ন ধরনের ফ্যাট ধীরে ধীরে ফুরোয়।বিভিন্ন ফ্যাটের স্বাদ-গন্ধ আলাদা। তাই এক এক জায়গায় এক এক ধরনের মাছে এক একধরণের ফ্যাট বিশেষ করে ওমেগা 3 ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় বিভিন্ন স্বাদ হয়। ডিম পেড়ে যখন সমুদ্রে ফেরে তখন তাদের মধ্যে অতিরিক্ত আর কোনো ফ্যাটি অ্যাসিড না থাকায় সমুদ্রের ইলিশে আমাদের সেই আকাঙ্খিত গন্ধ বা স্বাদ কোনটাই মেলেনা।

নেই রাজ্যের নৈরাজ্যের বাসিন্দা...

কেন কমছে ইলিশ?

যে ইলিশ মাছ ভারতবর্ষের আর অন্য কোথাও না থেকে পৃথিবীর আর অন্য কোথাও না থেকে প্রধানত ভারতবর্ষের গঙ্গা নদীতে এত যুগ যুগ ধরে থেকেছে এবং যাতায়াত করেছে -আজ কেন ওরা বিপন্ন? ওদের জনসংখ্যা কেন আজ নিশ্চিহ্নের মুখে? সেটা ভেবে দেখুন সবাই।

ইলিশ মাছের ডিম পাড়ার নিখুঁত তথ্য ও পদ্ধতি আজও অনাবিষ্কৃত। তবে জানা গেছে ইলিশ মাছ বছরে দুবার ডিম পাড়তে আসে। দুটো সময় ই বাংলার "ব" দিয়ে শুরু। প্রথমবার যখন ডিম পাড়ে তখন বর্ষা। মনসুন স্পনার। আমি বলি "বর্ষাডিম ইলিশ" দ্বিতীয়টি কে বলা হয় "স্প্রিং স্পনার"। আমি বলি "বাসন্তীডিম ইলিশ "। বছরে দু দুবার - বর্ষা ঋতুতে এবং বসন্ত ঋতুতে ওরা ডিম পাড়তে আসে। বর্ষাকালে যেগুলোকে আমরা ধরি ( জুন জুলাই তে ) সেগুলো আসলে বসন্তকালে ( মার্চে এপ্রিলে )ডিম পাড়তে গেছিল নদীতে এবং ডিম পেড়ে ফিরবার সময় তখন আমরা ওদের ধরি। যারা ফেব্রুয়ারী -মার্চে অর্থাৎ বসন্তে ডিম পাড়ে তারা সেপ্টেম্বর অক্টবরে মোহনা ডিঙিয়ে ডিম পাড়তে গেছিলো।

সুতরাং বাচ্চারা দুবার ফেরত আসে। প্রথমবার নভেম্বর থেকে জানুয়ারির মধ্যে আর দ্বিতীয়বার জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরে। বছরের এই দুটো সময় যদি আমরা খুব ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার করি তাহলে বাচ্চা

খোকা আর খুকী ইলিশ প্রাণে মারা পড়ে। তারা সমুদ্রে যেতে পারে না। পরবর্তী প্রজন্মের মা আর বাবা হয়ে ওঠা হয় না। তাদের পপুলেশন ধ্বংস হয়। আমরা সার্বিক বন্ধ্যাত্বের দিকে এগিয়ে চলি।

"তুমি কী আগের মতোই আছো নাকি অনেক খানি বদলে গেছো? "

আচরণগত পরিবর্তন :

বিগত কুড়ি বছর আগেও ওরা ঝাঁকে ঝাঁকে ডিম পাড়তে যেত। এখন আবহাওয়া বদলে যাওয়া লবণাক্ততা বাড়ায় এবং প্লাস্টিক দূষণ বাড়ায় এরা এখন আর দল বেঁধে ডিম পাড়তে যায় না। একা একা বিচ্ছিন্নভাবে ডিম পাড়ার পরিযান ঘটে।তাই আমরা ওদের হদিস পাই না। জালে আটকায় দৈবাত।

"কোন পথে যে চলি থ ন কথা যে বলি? "

যেহেতু ইলিশ ঠান্ডা জলের মাছ -ওরা যখন নদীতে প্রবেশ করার চেষ্টা করে তখন নদীর জলের উপরিতল দিয়ে যায় না একেবারেই। ওরা নদীর নিচ দিয়ে যাতায়াত করে। কারণ নদীর নিচে জলের তাপমাত্রা কম থাকায় ওটাই ওদের পছন্দের পথ। ওরা সাধারণত নদীর মোহনায় 40 ফুটেরও নিচ দিয়ে যাতায়াত করে। কিন্তু দিনের পর দিন উন্নয়ন আর শিল্প দূষণ- ভূমিক্ষয়ের ফলে নদীর জলে পলি জমেছে বিস্তর। নদীর বুক অনেক উঁচু হয়েছে। আমাদের মাথা নিচু হয়েছে। নদীমুখের চরিত্র বদলেছে। মোহনায় গভীরতা 40 ফুট আর কোথাও নেই। বর্ষাকালে সেখানে মাত্র 30 ফুট। অন্যান্য সময়ে এই গভীরতা 5 থেকে 15 ফুট। এই অল্প গভীরতায় জলের তাপমাত্রা খুব বেশি থাকায় ওরা কিছুতেই নদীর মোহনা থেকে নদীর ভেতরে প্রবেশ করে না। এদিকে সুন্দরবন অঞ্চলের লবণাক্ততা বড্ড বেশী। কম করেও 18 পিপিটি। সেখানে বাংলাদেশের মেঘনা নদীর মোহনা মুখে লবণাক্ততা সর্বনিম্ন 2পিপিটি। তুলনামূলকভাবে অনেক কম লবণাক্ততায় ইলিশ কিছুতেই গঙ্গার ভেতরে না ঢুকে মেঘনা হয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যাচ্ছে। তাই বাংলাদেশের মিষ্টি জলের ইলিশের পরিমাণ যথেষ্ট বেশি। আর পশ্চিমবঙ্গে নদীর ইলিশের প্রায় শূন্যতে ঠেকেছে।

নদীর মোহনায় জলের জলের গভীরতা কমায় জলের উষ্ণতা বাড়ে এবং ওদের প্রজননে বিঘ্ন ঘটে। ওরা আর মাইগ্রেশন পরিযান করে না। সমুদ্রে থেকে যায়। আবার সমুদ্রের লোনা জলে ওদের প্রজনন হয় না। এই কারণে বছরের-পর-বছর ইলিশের প্রজনন ব্যাঘাত ঘটছে। নদীতে - নদীর বুকে পলি জমা আর নদীর গভীরতা কমাই এদের সংখ্যাহ্রাসের প্রধান কারন।

এদিকে বিশ্ব জুড়ে চলছে উষ্ণায়নের তান্ডবলীলা। উষ্ণায়নের ফলে নদীর জলের তাপমাত্রা বেড়েছে অনেক বেশি। বেশি তাপমাত্রা একেবারেই সহ্য করতে পারে না ইলিশ। ওদের তাই সারাটা জীবন গভীর সমুদ্রের নিচে ঠান্ডা ঘর খোঁজা। কিন্তু সমুদ্রের লোনা জলে ওদের ডিমপাড়া আর প্রজনন হবে না। একটা বন্ধ্যা প্রজাতি অবলুপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ একটু একটু করে।

ঘরে ফেরার মরশুম -

এই ইলিশ ডিম পাড়ার পর যখন ডিম ফুটে ছোট খোকা বা খুকী ইলিশ হয় তখন ওরা ঘরে ফেরার জন্যে ছটফট করে। এবার সমুদ্রে ফেরার পালা। এই যাত্রাপথে নদীর মধ্যে আমাদের পাতা ফাঁদে ওরা ধরা পড়ে।

আমাদের অতিরিক্ত লোভে আর সমস্ত ইলিশ শিকার করার বাসনায় আমরা অতি ছোট ফাঁদের জাল ব্যবহার করি। গিল নেট। মূলত 30 থেকে 50 মিলিমিটারের ফাঁস। ওরা আর সমুদ্র ফিরতে পারে না। পরের প্রজন্ম আর তৈরী ই হলো না। আমাদের লোভের শিকার হয় ইলিশ। অবলুপ্তি অতি তীব্র গতিতে। পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আর কোন পরিণত স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ার জন্য পাওয়া যায় না। শুধুমাত্র কাকদ্বীপ সাগর অঞ্চলে প্রত্যেকদিন 8000 বড় বড় ট্রলার দাঁড়িয়ে থাকে। প্রত্যেকটা ট্রলারের এক কিলোমিটার লম্বা জাল। এরকম করে প্রায় 35 কিলোমিটার মোহনা অঞ্চলে প্রত্যেক মুহূর্তে খেলা হচ্ছে। খেলা হচ্ছে লোভের। পরিবেশ ধ্বংসের প্রতিযোগিতা। কে কতটা মাছ চেঁছে তুলতে পারে! আসুন আমরা নিকিয়ে নিই পৃথিবী থেকে! সমস্ত ইলিশ কে। লোভের ফাঁদ পাতা ভুবনে ভুবনে।

আরো আরো চাই... ডিপ ফিসিং..

আগে যে সমস্ত জাল ব্যবহার করা হহতো সে জাল বড়জোর 8 ফুট 10 ফুট গভীরতা পর্যন্ত মাছ ধরতে পারতো। এখন মেশিনচালিত যন্ত্রচালিত জাল যা কিনা প্রায় 30 থেকে 50 ফুট জলের তলা থেকে অতি সহজেই মাছ তুলতে পারে একে বলে ডিপ ফিসিং ডিপ ট্রলিং। এ ব্যবস্থার ফলে ছোটো বড় সমস্ত মাছ ওপর থেকে নিচ - আর বেঁচে রইলো? আমরা মানুষ? এই ওভারএক্সপ্লয়টেশনস চলছে। এর ফলে পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আর কোন মাছ বেঁচে থাকলো না।

"টুকরো করে আছি.... "

হ্যাবিটেট ফ্রাগমেন্টেশন অর্থাৎ সমগ্র নদীর ওপর যেখানে সেখানে বাধা দেওয়ার ফলে জাল পাতার ফলে চর জাগবার ফলে পলি জমবার ফলে এবং যেখানে সেখানে জাল পেতে রাখার ফলে এদের যে সাবেকী বাসস্থান সেটা টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। এখন ওরা নিজেদের মতো ছোট ছোট একটা পথ খুঁজে নিয়েছে। ঘরকন্যা করছে নিজেদের মতো। লোকাল পপুলেশন। ওখানে প্রজননের ব্যস্থা এখন আর উপরে যায় না। সমুদ্রে ফেরে না। রাস্তা নেই। পালাবার পথ নেই। কার? ইলিশের? না মানুষের। জবাবদিহি করতেই হবে।

"এমন এক ঘর বেঁধেছি.... "

আমার বর্তমান গবেষণায় এটাও দেখেছি সারা বছর মাসের পর মাস খেজুরির মোহনায় ইলিশ আস্তানা। ছোটো ছোটো। ছোটো বয়েসে ওরা মা হয়। ওখানে ওরা ঘর সংসার পাতে। ওখানেই ছোট ছোট মাছ ডিম পাড়ে এবং বাচ্চা দেয়া ওরা আর না সমুদ্রের দিকে না নদীর দিকে যায়। বিশ্বব্যাপী আবহাওয়া পরিবর্তনের এই ভয়ঙ্কর বিপদ আমাদের উপর আছড়ে পড়ছে প্রত্যেক মুহূর্তে।

উপরে জলে দ্রবীভূত কাদার পরিমাণ বাড়ছে। জলের পেস্টিসাইড বাড়ছে। এগুলো অবলুপ্তির অন্যান্য কারণ তো বটেই।

"এ কোন সকাল রাতের চেয়ে অন্ধকার "...

এবারে যে কারণের কথা বলব সেটা শুনলে আমরা নিশ্চিত ভাবে আঁতকে উঠবো!
এতদিন ধরে জানা গিয়েছিল ইলিশের সামাজে ছেলে এবং মেয়ের অনুপাত মোটামুটি 1: 2 l
কিন্তু গত 10 বছর ধরে নমুনা সংগ্রহ করে সমীক্ষা চালিয়ে দেখলাম ডায়মন্ডহারবার দীঘা ফলতা এবং মালদা অঞ্চলে প্রায় 10,000 মাছের উপর সমীক্ষা করে দেখা গেছে সেখানে পুরুষ এবং স্ত্রীর অনুপাত সম্পূর্ণ উল্টে গেছে! ইলিশের সমাজে এখন পুরুষের সংখ্যা অনেক বেশি! স্ত্রী সংখ্যা অনেক কম! কেন?
কারণ এখনো জানতে পারিনি l তবে
আমার ব্যক্তিগত ভাবে মনে হয়েছে বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা বাড়া এদের লিঙ্গ অনুপাত পাল্টে যাবার অন্যতম প্রধান l জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ প্রক্রিয়া অতি জটিল। কারুর কারুর ক্ষেত্রে এই লিঙ্গ নির্ধারণ ক্রোমোজোম নিয়ন্ত্রিত, কারুর ক্ষেত্রে সেক্স ক্রোমোজোম -অটোজোম নিয়ন্ত্রিত আবার কারো কারো ক্ষেত্রে জিন নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি বিশেষ করে সরীসৃপের ক্ষেত্রে এক আশ্চর্য্য পদ্ধতি! এদের লিঙ্গ নির্ধারণ তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

"আমি অবাক হয়ে শুনি কেবল শুনি..."
তাপমাত্রা যখন লিঙ্গ নির্ধারন করে!
যেমন কুমিরের কথায় আসা যাক। কুমিরের ক্ষেত্রে ডিম পাড়ার পর পরিবেশের তাপমাত্রা কুড়ি থেকে আঠাশ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেট হলে সেসব ডিম থেকে স্ত্রী কুমিরের জন্ম হয়। আর ডিমগুলোকে যদি 35 ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে রেখে দেওয়া যায় সেখান থেকে সব পুরুষের জন্ম হয় l সত্যিই অবাক করার মতো ঘটনা l আবার সামুদ্রিক কচ্ছপের ক্ষেত্রে অনেকটা বিপরীত l পরিবেশের তাপমাত্রা পনেরো থেকে কুড়ি ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড হলে পুরুষ আর 25 ডিগ্রি সেলসিয়াসের বেশী হলে সেখানে সব স্ত্রী! হ্যাঁ স্ত্রী কচ্ছপের জন্ম দেয় l অর্থাৎ একটা ডিম সেখান থেকে পুরুষ কিংবা স্ত্রী কোন লিঙ্গের জন্ম হবে সেটা সম্পূর্ণ তাপমাত্রার উপর নির্ভর করে। একটু তাপমাত্রার হেরফের হলেই পুরুষ স্ত্রী হয়ে যেতে পারে l অথবা স্ত্রী প্রাণী পুরুষ হয়ে যেতে পারে l এই ধরনের লিঙ্গনির্ধারণকে তাপমাত্রানির্ভর লিঙ্গনির্ধারণ পদ্ধতি বলে। এ ভারি মজার l ভয়ঙ্করও বটে l প্রতিটি জীবেরই বাইপোটেনশয়েল বা উভধর্মীতা আছে। পরিবেশের সামান্যতম ব্যালেন্স হেরফের হয়ে গেলে ওদের যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সেটাও ভেঙ্গে পড়ে। সব স্ত্রী মাছ পুরুষে পরিণত হয়ে যাবে! স্টেজে যন্ত্র থাকবে l যন্ত্রীর আঙুল নাচবে l কিন্তু কোনো সুর বেরোবে না l ইলিশ থাকবে l তখন ডিম পাড়ার মতো কোনো স্ত্রী নেই l বন্ধ্যা প্রজাতি l শেষবারের মতো পৃথিবীর আলো দেখে চোখ বুজবে l এতে আর আশ্চর্য্য কি! বিশ্বব্যাপী তাপমাত্রা পরিবর্তনের ফলে বর্তমানে দেখা গেছে বিভিন্ন মাছের লিঙ্গ অনুপাত পাল্টে যাচ্ছে। ইলিশের ক্ষেত্রে কোন মলিকিউলার মেকানিজম কাজ করছে এখনো পর্যন্ত জানা যায় নি l তবে আমি নমুনা সংগ্রহ এবং সমীক্ষা করে দেখেছি ধীরে ধীরে স্ত্রী - পুরুষ এর অনুপাত এখন অনেক বেড়ে গেছে। আগে পুরুষ : স্ত্রী ছিলো 2: 1 এখন স্ত্রী : পুরুষ 1: 0.96 l তার কারণ মূলত বিশ্বব্যাপী উষ্ণায়ন। বিশ্ব উষ্ণায়ন। ফলে ওদের পুরুষ তৈরীর জীন অতিরিক্ত সক্রিয় হচ্ছে আর স্ত্রী তৈরীর জীন অবদমিত হচ্ছে। সেক্স রেশিও যদি এইরকম ভাবে পাল্টায় তবে অচিরে গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর সঙ্গে সঙ্গে- পুরুষের সংখ্যা বাড়লে- স্ত্রী অবলুপ্ত হলে আর একটা দিনের জন্যও আমরা ইলিশ মাছ পাবো না l ইলিশ থেকে চিরতরে বঞ্চিত হবে পৃথিবী l বর্তমানে ডাইনোসর অবলুপ্তির অন্যতম কারণ হিসেবে এটুকু বলা হচ্ছে যে ওই সময় অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে ডাইনোসরের ডিম থেকে পুরুষ ডাইনোসরের সংখ্যা বেড়েছিল l স্ত্রী ডাইনোসরের সংখ্যা কমে যাওয়াই ওদের অবলুপ্তির অন্যতম

কারণ! তাহলে ডাইনোসর এবং ইলিশের এই দুজনের একই অবস্থা হবে! ইলিশ ও একইভাবে ধীরে ধীরে কমে গিয়ে পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে কমতে কমতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে পৃথিবী থেকে?

"শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর....."

ইলিশ হারানোর সবথেকে শেষে যে কথাটা বলব সেটা আরো ভয়ঙ্কর। সেটা হল মাইক্রোপ্লাস্টিক। আমরা দিনের পর দিন যে প্লাস্টিক ব্যবহার করছি সেই প্লাস্টিকের অর্ধায়ু অন্তত 500 বছরা অর্থাৎ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত প্লাস্টিক তৈরি করা হয়েছে সমস্ত প্লাস্টিক বা পলিথিন আমাদের এই পৃথিবীতেই আছে। আর ওরা ধীরে ধীরে জল মাটি ভূর্গভস্থ জল এবং সমুদ্রে জমা হচ্ছে। সমুদ্রের বুকে এখন আস্ত আস্ত মহাদেশ তৈরি হয়ে গেছে প্লাস্টিকের -পলিথিনের।

মাটি এবং জলে মিশে থাকা এই পলিথিন থেকে মাইক্রোপ্লাস্টিক এবং ন্যানো প্লাস্টিক মলিকিউল ধীরে ধীরে গলে গলে জলের সঙ্গে মিশছে। জল থেকে প্রাণীর দেহে পৌষ্টিক তন্ত্র হয়ে রক্তে কলাকোষে জমছে। আমরা ধীরে ধীরে একটি পলিথিনের শরীরে পরিণত হচ্ছি। পলিথিন! পলিথিন যখন ধীরে ধীরে আমাদের কলাকোষে প্রবেশ করে আমাদের মেটাবলিক প্রক্রিয়াকে তছনছ করে দেয়। পলিস্টাইরিন জাতীয় পদার্থ স্ত্রী মাছের শরীরের বিভিন্ন স্ত্রী হরমোন উৎপাদন যথেষ্ট পরিমাণে কমিয়ে দেয়! 17 বিটা এস্ট্রাডাওল ভীষণ ভাবে কমে এবং পুরুষ হরমোন টেস্টোস্টেরনের পরিমাণ ও যথেষ্ট বাড়িয়ে দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে দীর্ঘদিন ধরে এই পলিস্টাইরিন জাতীয় কেমিক্যাল শরীরে প্রবেশ করলে তাদের ডিম দেবার ক্ষমতা কমে। এদিকে সংখ্যা কমতে থাকে। অন্যদিকে ঘটে অন্য এক জাদু! লার্ভা অবস্থায় এই রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে সমস্ত স্ত্রী রা পুরুষে পরিণত হচ্ছে! আজব কারখানা। একবার ন্যানো প্লাস্টিকের কারখানায় ঢুকলেই লিঙ্গ পরিবর্তন! এদের এন্ডোক্রাইন বা হরমোনের সাম্যবস্থা সর্ম্পূণ ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে যায়! অর্থাৎ ধীরে ধীরে স্ত্রী-পুরুষ মাছের অনুপাত বিগড়ে যাচ্ছে। এভাবে একদিকে দূষণের ঠেলায় ঠেলায় ওরা নদীতে আসতে পারছেনা! থেকে যাচ্ছে সমুদ্রে! আর সমুদ্রের অতিরিক্ত লোনা জল ওদের বাঁজা করে দিচ্ছে। আর ঘাতক ন্যানো প্লাস্টিক মাইক্রো প্লাস্টিক এর ঠেলায় মেয়ে মাছ ছেলে মাছে পাল্টে যাচ্ছে। সব ই পুরুষ! প্রকৃতি আর থাকলো কই! গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর জলে ওদের জন্মগতভাবেই স্ত্রী মাছের সংখ্যা কমে যাচ্ছে। পুরুষ বাড়ছে। তাহলে ডিম আসবে কোথা থেকে? চারদিক থেকে বিভিন্ন ঘটনাবলী প্রমাণ করে কেন ইলিশ মাছ কমে যাচ্ছে!

শুধু ইলিশ মাছ নয় - ইলিশ মাছের মত হাজার হাজার প্রজাতি আমাদের পরিবেশ থেকে হারিয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত! আমাদের আগামীদিনের শপথ কি হবে সেটা বলা মুশকিল। তবে ইলিশ মাছের অবস্থা ডাইনোসরের মত অবস্থা না হয় সেদিকে চেষ্টা করতে হবে! যদিও সে দিন খুব একটা দূরে বলে মনে হয়না! যদিও আমাদের বর্তমান সরকারের ইলিশের জন্য তিনটি জলের অভয়ারণ্য করেছেন প্রথমটি ডায়মন্ডহারবারের কাছে গদখালীতে দ্বিতীয়টি হুগলির ঘাটের ত্রিবেণীতে তৃতীয়টি ফারাক্কার লালবাগে। এগুলো আদৌ কোনো আশার আলো দেখাতে পারবে বলে আমার ব্যক্তিগত বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নেই। আসলে মানুষ না চাইলে...!

লোভ শুধু লোভ....

যতদিন না আমরা আমাদের লোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি, কোনটা লোভ আর কোনটা প্রয়োজন -এর মধ্যে ফারাক করতে না পারছি, যতদিন পর্যন্ত ছোট ফাঁদের গিল জাল -বারজাল ব্যাগজাল -শুটিং জাল- সুটি জাল

-চারপাতাজাল এগুলো ব্যবহার বন্ধ করছি ততদিন পর্য্যন্ত মানুষের হাতে ইলিশ ধ্বংস হতেই থাকবে। তার উপর তৈরি হয়েছে প্রকৃতির থামখেয়ালিপনা। এটা মানুষ মানুষের হাতে নেই আবার আছেও। তবে সে অনেকটা পথ। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত আমরা নিঃশব্দ ঘাতক এই মাইক্রোপ্লাস্টিক বা ন্যানোপ্লাস্টিকের নিয়ন্ত্রণ করতে না পারছি ততদিন পর্য্যন্ত এই ধ্বংসলীলা চলবে। মনে রাখতে হবে একবার ঝুলি থেকে প্লাস্টিক অসুর বেরিয়ে পড়লে ওর বিনাশ নেই। অন্তত চারশো বছর। সুতরাং শুরু থেকে আজ পর্য্যন্ত যেখানে যত পলিথিন প্লাস্টিক আমরা বানিয়েছি এই পৃথিবীর বুকে সে কোথাও না কোথাও মূলত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে আমাদের চারপাশে। যত দিন যাচ্ছে তার অট্টহাস্য বিকট আর প্রকট হচ্ছে। পরিবেশের শ্মশানযাত্রা আরো নিশ্চিত হচ্ছে। অন্য কারুর জন্যে ভাবতে হবে না। পরিবেশের স্বাস্থ্য পরিবেশ ঠিক সামলে নেবে। আসুন শুধু আমাদের নিজেদের স্বার্থে পরিবেশ নিয়ে ভাবি। কবীর সুমনের ভাষায় "কত হাজার মরলে মানবে তুমি শেষে বড্ড বেশি মানুষ গেছে বানের জলে ভেসে?" আর "কতটা কান পাতলে তবে" পরিবেশের মৃত্যু কান্না শোনা যায়? "কতটা পথ পেরোলে তবে পথিক বলা যায়"? আর কবে আমরা পৃথিবীর উপযোগী হয়ে উঠবো? "প্রশ্নগুলো সহজ আর উত্তরও তো জানা"! কিন্তু আসল উত্তর আসবে না! ততদিন নাহয় আমাদের একটিমাত্র পৃথিবী - একটিমাত্র নীল গ্রহের অবলুপ্তি তারিয়ে তারিয়ে দেখতে থাকি! আর বলতে থাকি- "মানুষ বিশাল ক্ষমতাধর প্রাণী আর সবচেয়ে বুদ্ধিমান!" ডাইনোসরের মত ইলিশও অবলুপ্ত হবে আমাদের পাপে। বর্ষা হলে বলবো এমনই বরসা ছিলো সেদিন.... । এ শতক তো ভুলেরই শতক!

# আমাদের মা

সৈকত দাস
বি.কম অনার্স (২য় সেমিস্টার)

'মা' শব্দটার মধ্যেই যেন কোন এক ম্যাজিক লুকিয়ে থাকে। এর অন্যতম কারণই হল, মায়েরা কোনদিনই আমাদের অনাদরে রাখেন না। মায়ের কোলে যেই মাথা রেখেছে, দেখবে সেই অনুভূতিটা কীরকম, পৃথিবীর কোন সুখই এর বিকল্প হতে পারেনা।

একটি শিশুর কাছে তার মা'ই হল- তার সবচেয়ে কাছের বন্ধু। তাই তারা যদি কখনো আশে-পাশে তাদের মাকে দেখতে না পায় তখন তারা কান্না-কাটি শুরু করে দেয়।

আর আমরা যখন বড় হই, মায়ের কদর ভুলে যাই। মাকে কষ্ট দিতে শুরু করি। মায়ের কোন কথা শুনি না। একপ্রকার বলতে গেলে মাকে বাতিলের খাতায় ফেলে দেই। এটা কখনোই করা উচিত নয়। কারণ যে আমাদের জন্ম দিয়েছেন, আমাদের পৃথিবীর আলো দেখিয়েছেন, ছোটো থেকে বড় করে তুলেছেন, সুখ-দুঃখ পাশে দেখেছে, তিনি হলেন আমাদের মা। মায়ের কোন বিকল্প হতে পারে না-

"মা মানে মাটি, মা মানে সব
তুমি আছে মাগো মনের এই রব।"

অর্থাৎ যদি তুমি তোমার মাকে ভালোবাসো, ভাল রাখ তবে তোমাকে কোন শক্তি আটকাতে পারবে না। জীবনের সর্বোত্তর শিখরে পৌঁছতে।

অতএব, মা-বাবাকে সুখী রেখো। গুরুজনদের সম্মান দাও। দেখবে ধীরে ধীরে এনাদের আশীর্বাদ তোমার জীবনে একটা বড় ভূমিকা পালন করেছে।

# কোভিড পরবর্তী ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা

মধুমিতা মাজী
সংস্কৃত (২য় সেমিস্টার)

"শিক্ষা আনে চেতনা, চেতনা আনে বিপ্লব"
বিপ্লব আনে মুক্তি।
"মানুষের এই মহামুক্তির প্রধানতম
হাতিয়ার হল শিক্ষা।"
"শিক্ষা মিানুস ও জাতির ললাটে এঁকে দেয়
সৌভাগ্যের জয়টিকা।"

মাত্র কিছু সময় পূর্বেও আমাদের এই পৃথিবী ছিল ব্যস্ত ও প্রাণচঞ্চল। প্রতিদিনের সকাল শুরু হতো ব্যস্ততা দিয়ে। কোভিড- ১৯ এর আক্রমণে শতাব্দীর সবচেয়ে ভয়াবহ এই মহামারি পুরো পৃথিবী জুড়ে কোটি কোটি মানুষের দৈনন্দিন জীবনে এক অন্ধকার এনে দিয়েছে। সাময়িকভাবে বন্ধ হয়েছে অফিস - আদালত ধর্ম প্রতিষ্ঠান, শিল্প, ব্যাবস্থাপ্রতিষ্ঠান প্রায় সকল ধরণের খ্যাতসমূহ। কোভিড-১৯ মহামারি পরিস্থিতিতে শুধুমাত্র ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর নয়, সমগ্র বিশ্বের শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। কোভিড -১৯ মহামারি পরিস্থিতি থেকে হিক্ষা নিয়ে সরকার দেশের সকল শিশুদের শিক্ষার সুযোগ করে দিতে একাধিককার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক- শিক্ষিকাদের বহুপাক্ষিক ব্যবস্থাপনা ন্যায়সহৃত শিক্ষা প্রদান সম্ভবপর হয়েছে। উন্নত দেশগুলিতে অনলাইন মাধ্যমে শিক্ষাব্যবস্থা উন্নততর ভাবে এগিয়ে নিয়ে গেলেও উন্নয়নশীল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি কেবলমাত্র শ্রেনীকক্ষ ভিত্তিক শিক্ষা প্রদান ব্যবস্থায় অধিকতর নির্ভরশীল হওয়ায় এই স্থবিরতা জেঁকে বসেছে। করোনাভাইরাসের কারণে প্রায় কয়েকমাস ধরেই শিক্ষাদানের কার্যক্রম স্থগিত হয়ে পড়েছে। এই দীর্ঘ সময়ের ক্ষতি কাটিয়ে উঠে শিক্ষার্থীদের যথাসময়ে তাদের একাডেমিক ইয়ার শেষ করার জন্য পাঠ্যসূচি সংক্ষিপ্তকরণ প্রয়োজন। পাঠ্যসূচীর একান্ত কিছু আলোচ্য বিষয় বাদ দিয়ে কার্যক্রম চালালে শিক্ষার্থীর অধৱায়ণ করা কিছুটা সহজ হবে। উন্নতযুগে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা খুব উন্নতর হয়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে, অনলাইনে প্রতি সপ্তাহে শিক্ষকেরা কিছু কোর্স ম্যাটেরিয়াল আপলোড করতে পারেন, যাতে শিক্ষার্থীরা নূন্যতম পড়াশোনার সাথে সংযুক্ত থাকে। পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন বিষয়ের ওপর শিক্ষকরা যদি শিক্ষার্থীদের কিছু তথ্য প্রদান করে শিক্ষার্থীরা তাদের সময় মতো দেখে রাখতে পারবে। ফলে তাদের একাডেমিক কার্যক্রমের থেকে সম্পূর্ণভাবে বিছিন্ন না হয়ে আপাতত কিছুটা মনে রাখতে পারবে। অনলাইন এবং অফলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে অন্যতম হল অফলাইন। অনলাইন শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিগোচর করা যায় না। শিক্ষার্থীরা নিয়ম শৃঙ্খলার বাইরে চলে যায়। ইন্টারনেট ব্যবস্থা এতটাই প্রভাবশালী হয়ে পড়েছে, যে প্রায় সংখ্যক

শিক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ফোন, মোবাইল ব্যবহার করায় শিক্ষা ব্যবস্থার মনোযোগ না দেওয়ায় পিছিয়ে পড়েছে। এক্ষেত্রে 'ওপেন বুক এক্সামের' ক্ষেত্রে সাধারণত এমন একটি সৃজনশীল প্রশ্নপত্র করা উচিত, যে প্রশ্নগুলো অধ্যয়ণকৃত বিসয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত হলেও বইয়ে সরাসরি ভাবে উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই ধরণের পরীক্ষা পদ্ধতিতে উৎসাহিত করা হলে অনলাইনে পরীক্ষা নেওয়া যেমন সহজ হবে, তার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার বিকাশও বেশ ভালো-ভাবেই হয়ে উঠবে। দীর্ঘ লকডাউনে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের (দৃষ্টিহীন, শ্রাবণ এবং প্রতিবন্ধীদের)। কারণ এই ধরণের শিক্ষার্থীরা বিশেষ পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণ করে অভ্যস্ত তাই এদের জন্য আলাদা প্রশিক্ষক লাগে, সেজন্য আমরা যদি স্থগিত হওয়া সময় কাটিয়ে ওঠার অংশ হিসেবে আমরা যদি অনলাইন ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাই, তাহলে এদের সমস্যাগুলি থেকেই যায়। সেইজন্য তাদের বিশেষ শিক্ষার্থীদের জন্য নূন্যতম হলেও তাদের বাবা মায়েদের 'হোম-টিচিং' সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে। ডিজিটাল শিক্ষার ক্ষেত্রে শহুরে এবং গ্রামীন ভারতের মধ্যে প্রচুর অর্থের বিনিময়ে পরিচালিত বেসরকারি স্কুলের ওপর নির্ভরশীল। সমাজের সবরকম সুবিধা সকলেই পায় না। তাই মহামারীর কঠিন সময়ে দারিদ্র বাড়ির পড়ুয়াদের 'ডিজিটাল ফার্স্ট' হওয়ার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যা ছিল। ডিজিটাল উপায়ে পড়াশোনা চালালে তাদের কাছে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্কুল বন্ধ হওয়ার ফলে ১৩০ মিলিয়ন (১৩ কোটি) মেয়ে সই প্রায় ২৬০ মিলিয়ন (২৬ কোটি) শিশু স্কুল ছুট (ড্রপ আউট) হওয়ার ঝুঁকি মুখ রয়েছে। শিক্ষার্থীদের যদি কোন না কোনো কর্মসূচিতে ব্যস্ত রাখা যায়, তাহলে তাদের শেখার আগ্রহ এবং জ্ঞান ধরে রাখার ক্ষমতা বাড়বে। করোনা পরবর্তী জগতে শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে সৃষ্টিশীলতা বিকাশে সাহায্য করবে। তথ্য ভিত্তিক শিক্ষা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ২০১৯ সালের ১৯ শে ডিসেম্বর শুরু হওয়া করোনার আগে পৃথিবী আরো অনেক মহামারির শিকার হয়েছে। কিন্তু সেসব মহামারির প্রকোপ ছিল কোন দেশ বা অঞ্চল ভিত্তিক। পৃথিবীর অন্য সব দেশ মহাদেশের পাশে অন্যসব ষঞ্চল এই মহামারির আক্রান্তের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পরই শিক্ষকদের সঠিক স্তরে প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর বিকল্প সুযোগ সৃষ্টি করা আবশ্যক। কোভিড পরবর্তী সময়ের ক্লাসগুলোতে রুটিনমাফিক পাঠ্যের বাইরে অফ- আওয়ারে অতিরিক্ত ক্লাস দেওয়ার ব্যবস্থা শুরু করতে হবে। দুঃখজনক হলেও সত্য, দেশে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কতখানি ক্ষতি হয়েছে তা তাদের পর্যবেক্ষণ করে দেখলেই বোঝা যায়। করোনার পূর্ববর্তী সময়ে শিক্ষাব্যবস্থা যা ছিল তার থেকে পরবর্তী অবস্থার অনেক নিম্নস্তরে পৌঁছে গিয়েছে।

# বিশ্ব উষ্ণায়ন

রিয়া দাস
সংস্কৃত (২য় সেমিস্টার)

ভূমিকা ঃ- একুশ শতকে বিজ্ঞানের আলোকিত উপস্থাপনা যেমন সভ্যতাকে সমৃদ্ধ করেচে। তেমনি অনিয়ন্ত্রিত প্রয়োগ, ভরসাম্যহীন উন্নয়ন নিয়ে এসেছে, আশঙ্কার কালো মেঘ, বিশ্ব উষ্ণায়ণ যার ইংরাজি প্রতিশব্দ Global Warming এরকমই একটি আতঙ্কের আবহ সৃষ্টিকরা বিষয়। নগর সভ্যতা মানুষকে যন্ত্রমুখী করেছে ততই সর্বনাশের দিকে এগিয়ে দিচ্ছে।

**বিশ্ব উষ্ণায়ণঃ-**

আমাদের দেশে আপাত ভাবে বিশ্ব উষ্ণায়ণ কথাটির পৃথিবী গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। ১৮৯৬ সালে নোবেল জয়ী সুডিহ বিজ্ঞানী আরথেনিয়াস বায়ুমন্ডলে কার্বন - ডাই অক্সাইডের পরিমান বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর তাপমাত্রা বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেন। তার আশঙ্কাকে সত্যি প্রমানিত করে ১৮৫০ থেকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়েছে ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন ২০৩০ সালের মধ্যে এই বৃদ্ধি হার হবে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর এর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল মানব সভ্যতার পক্ষে হবে সর্বনাশের কারণ, ধ্বংস হবে জনবসতি।

**বিশ্বউষ্ণায়ন ও গ্রিনহাউস গ্যাসঃ-**

বাতাসে গ্রিনহাউস গ্যাস সমূহ যেমন কার্বন-ডাই অক্সাইড, মিথেন, নাইট্রোজেন অক্সাইড , প্লোরফ্লুরো কার্বন, জলীয়বাষ্প ইত্যদি বৃদ্ধি তাপীয় ভারসাম্যকে বিনষ্ট করে দিচ্ছে। শিল্প বিপ্লবের আগে ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে বাতালে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমান ছিল ২৮০ পি.পি.এম। ২০০৭ সালে যা দাঁড়ায় ৩৮২ পি.পি এম। একইভাবে বছরে গড়ে ৮৮০-৫০০ মিলিয়ন টন মিথেন বায়ুমন্ডলে এসে মিশেছে। গ্রিনহাউস এফেক্ট এই মিথেনের অবদান প্রায় ১৩ শতাংশ। গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি ফলে ১০০ বছরের মধ্যে সুমেরু কুমেরুর বরফ গ্রীষ্মকালে গলে জল হবে। উত্তর মহাসাগরের বরফের স্তর প্রায় ২৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে, এর ফলে সমুদ্রে জল স্তর ৩০-৪০ সেন্টিমিটার বেড়ে যাবে।

**মানুষের দায়িত্বঃ-**

পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি তথা.গ্রিনহাউস এফেক্ট তৈরিতে মানুষই প্রধানতম ভূমিকায়। নির্বিচারে অরণ্য ধ্বংস করা, কাঠ এবং জীবাশ্মকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা , সিমেন্ট শিল্পের প্রসার ইত্যাদি বাতাসে কার্বন - ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধি ঘটায়। এছাড়া সার শিল্প ইত্যাদি নানারকম গ্রিনহাউস গ্যাসে পরিমান বাতাসে বাড়িয়ে তুলেছে। ওজনস্তরের ক্ষতি হচ্ছে।

**প্রভাবঃ-**

বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে বিশ্বজুড়ে আবহাওয়ার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, ১৯৯৯ সালে গত দুশো বছরে উষ্ণতম বছর হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এই তাপীয় অবস্থা অব্যহেত থেকেছে। পরবর্তীতে ও খরা, বন্যা, তুষারঝড় ইত্যাদি নানারকম বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ২০০৪ সালে একমাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ৫৬২ টি টর্নেডো সৃষ্টি হয়েছে। মেরু অঞ্চলে বরফ গলছে ৩৮,০০০ বর্গ কিমি। এর ফলে সমুদ্রের জলের উষ্ণতা বেড়ে চলেছে বর্তমানে প্রতি বছর ৩০১ মিলিমিটার হারে। ফলে বিস্তীর্ণ উপকূলবর্তী ভূখন্ড চিরকালের মতো

হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা প্রহর গুনছে। ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ইত্যাদি অসুখের প্রাদুর্ভাব ঘটেছে। বিশ্বউষ্ণায়নের ফলে- এমনটাই জানিয়েছেন হার্ভীড স্কুল অব পাবলিক হেলথের চিকিৎসকরা, বিপন্ন হচ্ছে জীবনকুলও বরফ গলে যাওয়ার কারণে পেঙ্গুইন, মেরু ভাল্লুক ইত্যাদি প্রাচীর দ্রুত হারিয়ে যাচ্ছে পৃথিবী থেকে।

**প্রতিরোধের প্রয়াস ঃ-**

বিশ্বউষ্ণায়ন বা গ্রিনহাউস গ্যাস নির্মানে প্রতিরোধ করতে ১৯৯২ সালে ব্রাজিলের রিও ডি জোনিরোতে বসেছিল বসুন্ধরা শীর্ষ সম্মেলন। ২০০২ এ জোহেনস বর্গে,২০০৫ এ জাপানে কিয়োটা শহরে এবং ২০০৭ এ ইন্দোনেশিয়ার বালিতে পরবর্তীকালে এই উদ্দেশ্য সম্মেলন হয়। কিন্তু যে উন্নত দেশগুলি বিপর্যয়ে জন্য প্রধানত দায়ী তাদের অসহযোগীতায় কোনো সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়নি। তাই আশঙ্কার কালো মেঘ ঢাকা পড়েছে। একুশ শতকের বিজ্ঞান প্রদীপ্ত মানব সভ্যতা।

**প্রতিকার ঃ-**

সচেতনার চেয়ে বড়ো কোনো পথ নেই উষ্ণায়ন থেকে বিশ্বকে বাঁচানো। তাই বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের নিয়ে গঠিত হয়েছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। তাদের মতে—

i) মানুষকে সচেতন হতে হবে।

ii) গাড়ির, কারখানার ধোঁয়া ইত্যাদি ব্যবহার কমাতে হবে।

iii) জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার নিয়ন্ত্রন করতে হবে।

iv) বনসৃজন করতে হবে।

লেখক ও অধ্যাপক Jorge Majfud তার ভোক্তাদের মহাব্যাধি বা The Pendemic of Consumertsm প্রবন্ধে লিখেছেন যে, Trying to reduce environmentel Pollution without reducing consumerism is like Combatting dry trafficiking with out reducing the drug addiction.

**উদ্যোগ সমূহ ঃ-**

বিভিন্ন অলাভজনক সংস্থা সরকারি তথা কর্পোরেট বিভিন্ন সংগঠন বিশ্বউষ্ণায়ন প্রতিকারে নিরন্তর কাজ চলছে। এই সকল সংস্থাগুলি বনসৃজন করা আঞ্চলিক স্তরে মানুসকে সচেতন করা, দূষণ নিয়ন্ত্রন করা ইত্যাদি জনকল্যানমূলক কাজ করে থাকে।

উপসংহার ঃ-

রবীন্দ্রনাথের মতে— 'শক্তির সঙ্গে শক্তির লড়াই চলছে, তেল ও পারমানবিক অস্ত্রের প্রতিযোগীতা ও তার ব্যবহার না কমলে বিশ্বের উত্তাপ কমবে না। জন সচেতন বাড়াতেই পারলেই সম্ভব হবে আমাদের বিশ্বকে এই প্রানঘাতী রোগ থেকে বাঁচাতে। কবি সুকান্তের কন্ঠে তাল মিলিয়ে আমাদের বলতে হবে—

'দেহে যতক্ষন আছে প্রান
প্রানপণে সরাব পৃথিবীর এ জঙ্গল
এ বিশ্বকে শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নব জাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার'।

# পরিচয়

সায়ন্তিকা বেরা
বাংলা (অনার্স), ২য় সেমিস্টার

সালটা ২০১৮, ২৪ জানুয়ারি....
আমার আজ জন্মদিন, প্রত্যেক বারের মতো এবার ও হলদিয়া থেকে বাড়ি ফিরছিলাম, তপ্ত দুপুরে আমি বেশ ক্লান্ত গলায় তেষ্টা আর পেটে খিদে, তবে বেশ আনন্দ সহকারে বাড়ি ফিরছিলাম, কারণ আজ আমার দিন ছিল, আর কিছু না হোক বাড়ি পিরে মার হাতের কষা সুস্বাদু মাংসটা খেতে পাবো। কিন্তু বেশ কিছুটা সময় বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম আর পারা যাচ্ছে না বড়ো খিদে পেয়েছে, বেশ কিছুটা সময় দাঁড়িয়ে থাকার পর দুটো বাচ্চা মেয়ে করুনা চোখে ভেজা গলায় সবার কাছে অনুরোধ করছে কিছু টাকার জন্য টাকা নেওয়ার কারণ ও জানাচ্ছে তারা, কথাটা ামার কানেও কিছুটা ভেসে এলো, তারা নাকি বেশ কয়েকদিন না খেয়েই আছে, কিছুক্ষন পর বাচ্চা মেয়ে দুটো আমার কাছে এল কিছু টাকার জন্য, আমিও.... আরবাকি পাঁচ জনের মতো কিছুটা বিরক্ত দৃষ্টিতে ওদের এড়িয়ে গেলাম, বাস স্ট্যান্ডে ভিড় জমেছে মোটামুটি অফিস থেকে বাড়ি ফেরার জন্য বেশ নামিদামি ভদ্র লোকেরাও ভিড় জমিয়েছে স্ট্যান্ডে... বাচ্চা দুটো কে লক্ষ করলাম, দেখলাম নামিদামি বযাস্ত মানুষ গুলোকে ছাড়িয়ে ওরা একদম শেষ প্রান্তে এককোনে বসে সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে, বাস দেরিতে আসায় ব্যাস্ত মানুসগুলো এগিয়ে যাচ্ছে প্রাইভেট গাড়ি গুলোর দিকে, বাচ্চা গুলোর দিকে বেহ কিচুটা সময় তাকিয়ে থাকতে থাকতে ওদের দিকে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, - বাড়ি কোথায় তোমাদের, মা - বাবা বা কোথায় তোমাদের? একে ওপরের দিকে তাকিয়ে আমায় ক্লান্ত গলায় জবাব দিলো, জানি না,- জানি না আমার বাবা মা কোথায়, কিছুক্ষন এর জন্য আমিও চুপ করে তাকিয়ে রইলাম ওদের দিকে, জানি না কেমন অদ্ভুত মায়া লাগলো ওদের কতাগুলো শুনে, কিছুক্ষনপর আবার জিজ্ঞাসা করলাম থাকো কোথায় তোমরা? পাশেই... পাশেই একটা বসতি আছে ওখানেই, বেশ কিচুটা কথা বলার পর আবার ওরা বললো কিছু কিছু খাবার দাও না দিদি, খুব খিদে পাচ্ছে, দুটো দিন আমরা না খেয়েই আছি, এবার আর ওদের এড়িয়ে গেলাম না তাড়াতাড়ি করে ব্যাগের চেন খুলে টাকাটা বের করতে যাবো... দেখলাম বেশি টাকা তো আমার কাছেও নেই ওদের দেওয়ার মতো, বাড়ি তো আমাকে ফিরতে হবে, আমি খুব লজ্জায় পরে গেলাম ওদের দিকে তাকিয়ে ভাবলাম কি করবো এবার, ওদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে খুব ছোটো মনে হলো, আমার ব্যাগের চেন খোলা দেখে ওদের যেন ক্লান্ত ভাবটা কিছুটা দুর হয়েছিল, বাচ্চা দুটো কে আগের থেকে আরও অসহায় মনে হলো, চেন লাগাতে গিয়ে দেখতে পেলাম মার জন্য কেনা কিছু খাবার, আর কিছু না ভেবে খাবার গুলো বার করে দিলাম ওদের সামনে, তারপর... ওদের মুখে যে হাসি টা পেলাম ... মনে হল আমার জন্মদিন এর সেরা উপহারটা পেয়ে গেছি আমি।

অপরকে খুশি করে তার হাসি মুখটা দেখলেই সেই কাজের সাফল্য পাওয়া হয়ে যায়।

# দ্বিতীয় প্রেম

অর্ক শাসমল
শরীরশিক্ষা, ২য় সেমিস্টার

এক একটা সম্পর্ক খুব ধুমধাম করে শুরু হয়, দুটো মানুষই রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস দেয়, দেখা হলেই চুমু খায় ঘনঘন, জড়াজড়ি করে নিজেদের ছবি দেয় ফেসবুকে, সেকেন্ডে সেকেন্ডে কাছের মানুষকে নিয়ে গুচ্ছ কবিতা লেখে....

তারপর যখন খুব ধীরে ধীরে কাছের মানুষকে খুব কাছ থেকে চিনতে শুরু করে, তখন একঘেয়েমি লাগে, বিরক্ত লাগে, উল্টো দিকের মানুষটার ছোট ছোট খুঁতগুলো বড্ড বেশি করে চোখে লাগে....

দিনরাত ঝগড়া, অশান্তি, নোংরা খিস্তি, দোষারোপ, অপমান, পাল্টা অপমান চলতে থাকে....

অসহ্য লাগে, কতক্ষনে মুক্তি, আর কতক্ষন চারদশকের প্রেম কাটিয়ে আলটিমেটলি যখন সম্পর্কটা একদিন শেষ হয়, ভেতর একটা উথাল পাথাল হয় তখন, বারি কিন্তু দিব্যি ভালো থাকার মুখোশ পরে ঘোরে.....

এদিকে দুমড়ে মুচড়ে শেষ হয়ে যায় দুটো মানুষের খাবার, বিকেলে চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় দাঁড়ানো, সন্ধের বাজার...

মনে হয় যেমনই ছিল, তবুও তো ছিল মানুষটা, দমবন্ধ করা চিনচিনে যন্ত্রনা আঁকড়ে ধরে আষ্টে পৃষ্ঠে, না পারে চিৎকার করে কেঁদে উগরে দিতে সমস্তটার না পারে পোয়াতি মেয়ের মতো দীর্ঘ সময় বয়ে নিয়ে বেড়াতে দুঃখগুলো।

ঠিক এই মুহূর্তে এমন একটা মানুষ দরকার, যার সাথে কথা বললেই মন ভালো হয়ে যায়। তাকে আমরা কক্ষনো দেখবো না, তাকে খুব কাছ থেকে জানার চেষ্টাও করবো না, বড্ড অচেনা হবে মানুষটা, টুকটাক কথোকথনের মধ্যে দিয়ে তাকে যতটুকু ছুঁয়ে থাকা যায়, অনুভব করা যায়, স্পর্শ করা যায়, ব্যস ওটুকুই এর বেশি কিছু নয়.....

আসলে, কিছু মানুষ নরম রোদ হয়ে আমাদের গালে আলতো হাত বুলিয়ে দিতে জানে.....

কিছু মানুসের প্রেমে কোনোদিন পড়তে নেই, প্রেমে পড়লে মানুষগুলো সস্তা হয়ে যায়, অধিকার বোধ জন্মে গেলে ভালো লাগা উবে যায়....

সব ঘর তো নিজের হয় না তা নি! তবুও আমরা নিজেদের ঘর ভেবে কত আশ্রয়কে আপন করে ফেলি, কথা বলতে বলতে কেঁদি ফেলি, কত বেনামি কোলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়ি, কত স্মৃতি জমিয়ে পেলি। কিছু মানুষকে বাস্তবে রাখতে নেই, জীবনের খাতায় রাখতে নেই, শুধু মন খারাপের দিনে তাদের কাছে যেতে হয়। কিছু মানুষকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে নেই, আবার হুটহাট খরচ করে ফেলতেও নেই কিছু মানুষকে স্রেফ আজীবন ধরে স্মৃতির পাতায় সঞ্চয় করে যেতে হয়....

# বিশ্ব উষ্ণায়ন GLOBAL WARMING

মৌসুমী ভান্ডারী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ২য় সেমিস্টার

বর্তমান পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫৪ বিলিয়ন বছর। আর বহুকাল থেকেই আমাদের এই পৃথিবীতে মানুষ সহ বিভিন্ন জীবজন্তু বসবাস করে আসছে, কালের বিবর্তনে বেঁচে থাকার জন্য বর্তমানে মানুষ এই পৃথিবীকে পরিচালনা করছে, কিন্তু বেঁচে থাকার তাগিদে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ পৃথিবীতে এক অন্যরকম বিপর্যয় নিয়ে আসছে পৃথিবী দিন দিন যেন বসবাস করার জন্য অনুপযোগী হয়ে উঠেছে, তেমনি পৃথিবী ধ্বংসের দিকে চলে যাচ্ছে, এর মূল কারন হল— Global Warming বা বিশ্ব উষ্ণায়ন। যতই দিন যাচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন শব্দটি চারিদিকে যেন আরও বেশী করে শোনাযাচ্ছে। 'Global Warming' হল একটি ইংরেজী শব্দ, যার বাংলা অর্থ হল বিশ্ব উষ্ণায়ন, অর্থাৎ এক কথায় বলতে গেলে, মানুষের কিছু কর্ম কান্ডের কারণে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াকেই মুলত আমরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বলে থাকি, বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে আমাদের বিশ্ব উষ্ণায়ন সম্পর্কে পুরোপুরি ধারনা দিয়েছেন এবং একই সাথে সতর্ক করে দিচ্ছেন এর সুদূর প্রসারি প্রভাব সম্পর্কে।

বর্তমানে মানুষের কর্মকান্ডের ফলে (যেমন - বিভিন্ন কলকারখানার ধোঁয়া, যানবাহনের ধোঁয়াসহ নানা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মকান্ড) পৃথিবীতে কার্বন - ডাই - অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।যার ফলে বায়ুস্তরেও কার্বন - ডাই অক্সাইডের পরিমান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সূর্য পৃথিবীকে আলো ও তাপ দেয়, সূর্যের আলোতে পৃথিবী গরম হয়, আর বায়ুমন্ডলে থাকা গ্যাসগুলো পৃথিবী হতে সেই তাপকে বেরোতে দেয় না, কিন্তু বায়ুমন্ডলে যে পরিমান কার্বন- ডাই - অক্সাইড সহ অন্যান্য গ্যাসের পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে, তার ফলে পৃথিবী আরও তাপ ধরে রাখছে, তাই সূর্য থেকে পৃথিবীর ভেতরে আসা তাপ, কার্বন - ডাই- অক্সাইড ও অন্যানয বিষাক্ত গ্যাসের বৃদ্ধি হওয়ার ফলে পৃথিবীর তাপমত্রো বাড়ছে, আর এই তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াকেই আমরা গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন বলে থাকি। ক্রমবর্ধমান এই তাপমাত্রার কারণে আবহাওয়া বিজ্ঞানীরা বলছেন, জলবায়ুর এই পরিবর্তনের কারণে বিশ্ব উষ্ণায়ন আরও বেড়ে যাচ্ছে। এই তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীর আবহাওয়া এক অস্বাভাবিক রূপ ধারণ করবে, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, দাবানল, খাদ্য সংকট, বন্যা, মহামারি ইত্যাদি নানারকম সংকটের মুখে ামরা পড়তে পারি, বিশ্ব উষ্ণায়নের মূল কারণই হল মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপ, মানুষ প্রতিদিনই লক্ষ লক্ষ টন কয়লা পোড়াচ্ছে এর ফলে কার্বন - ডাই- অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাছাড়াও বিভিন্ন ধরণের যানবাহন বযবহার করছি, বিভিন্ন ধরনের জ্বালানি পোড়াচ্ছি, গ্যাস পোড়াচ্ছি আরো বিভিন্ন ভাবে আমরাই কার্বন- ডাই- অক্সাইড সহ বিভিন্ন গ্যাস তৈরী করছি, পৃথিবীতে গাছই একমাত্র জীব যারা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, আার সেই গাছ পালা কেটে ফেলার ফলে বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, Global Warming বা বিশ্ব উষ্ণায়ন কমাতে হলে আমাদের গাছপালা লাগাতে হবে, যানবাহনের ব্যবহার কমাতে হবে, তাহলেই আমরা বিশ্ব উষ্ণায়ন বা Global Warming রোধ করতে পারব।

# Government Jobs in Exchange of Bribe / Money

*Swati Das*

In India, entering a government job is a dream of many young aspirants. But there are very few Govt. posts compared to number of aspirants. Dreaming a Govt. Job, thousand of youths works and study hard, they sit for examination a few get the opportunity to Crack it. But the battle to get a job in the Govt. Sector is not easy to win due to bribe or money.

The corruption of Bribing is in India DNA now. It has become a fashion to loot Govt. Job in exchange of bribe or money depriving eligible Candidates. I am saying that the whole system is corrupt. But the present "give and take "policy attracts thousands young stars like a magnet in India as well as in our estate. As a result talented and eligible candidates are sidelined through decit and others selected on the basis of bribe or money Sometimes parents are found to buy Govt. Jobs for the happiness of their children in exchange of money. They don't pay any hud in values of morality. When the candidate buys the lob paying huge money, he / she will try to recover the same. Once they are Govt. officers and they are made corrupt at the entry level itself. They will lose the morality and ethics:

Yes, this is a vicious cycle of corruption. Giving bribe and recovering it back. It must be stopped. We can't blame the youngsters who buy Jobs in exchange of money. The system is corrupt from the inside. If we want to clean it, we will have to be a part of it. The Govt. and the politicians should run corruption free society. Young aspirants must keep the right aim in their life Parents would be more responsible Money is important , but it is not everything. Honesty, hard work, eligibility and will always be the best policy.

# যেদিন আমি থাকবো না

অন্বেষা মুখার্জী
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগীয় প্রধান

যেদিন আমি থাকবো না,
সেদিন এমনই চাঁদ উঠবে আকাশে।
যেদিন আমি থাকবোনা,
সেদিনও, এমনই মোহিত হবে মৃদুমন্দ বাতাসে।
সেদিনও এমনই চাঁদের আলো মেখে
সাজবে এ পৃথিবী,
ঠিক যেমন আমার ভালোবাসা
স্পর্শ করে রাখবে ঘুমন্ত তোমাকে।
যেদিন আমি থাকবোনা
তুমি বলবে কেউ ছিল এমনই!
ভাববে তুবি যখন আমার কথা রাত্রির বুকে-
তারার মাঝে ঝরবে যেন আমার ভালোবাসা
হেমন্তের শিশির হয়ে।
যখন বাঁশির সুরে মাতাল হবে বাতাস,
ঝরবো আমি সেই সুরের মাধুরী হয়ে তোমার মনে।
তুমি যখন নদীর বুকে ভাসাবে ভেলা,
মাঝির হালে মিশে থাকবো আমি
তোমার দিশারূপে।
সপ্তর্ষিমণ্ডলের সাতটি তারার পানে
চেয়ে থেকো তুমি,
কালপুরুষের মতো তোমার প্রতীক্ষায়
জেগে থাকবো আমি তারা হয়ে।

# ছন্দে ফিরব ঠিক

অন্বেষা মুখার্জী
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগীয় প্রধান

আকাশ মাঝে মেলি ডানা
আমি মুক্ত বিহঙ্গী,
আমার পায়ে শিকল পরাও
সাধ্য তোমার কি!

আমার মনের আকাশ জুড়ে
ওড়ে হাজার প্রজাপতি,
তাদের পাখার নানান রঙে
ফেরে আমার হৃদয়জ্যোতি।

যদি কখনো হয়তো বা
হয় ছন্দপতন,
জেনো আমার ইচ্ছেডানা
আবার সাজিয়ে নেবে জীবন।

ছন্দ আমার জীবনগানে
ছন্দ আমার ওড়ায়,
ছন্দে আমি ফিরব ঠিক
ছন্দ বাঁচে আমার আশায়।।

# ইচ্ছে ডানা

রিয়া দেবনাথ
দ্বিতীয় সেমিস্টার, পুষ্টিবিজ্ঞান

নিঃসঙ্গতায় জীবন ভরা
কেবা দেবে সঙ্গ তার,
ইচ্ছে ঝরে ডুবে যেতে
তোমার রূপে স্নিগ্ধতায়।
ইচ্ছে করে জুড়িয়ে তোমায়
বাসবো ভালো কল্পনায়,
মনটাকে আজ ভাসিয়ে দিলাম
হাজার রকম জল্পনায়।
তোমার নেশায় চোখ ভরা আজ
পলক কিন্তু পড়ছে না,
ইচ্ছে গুলোর জোর বেশী আজ
বারণ কিছু মানছে না,
বারবার আজ নিজের করে
তোমার একটু স্পর্শ চাই,
ঠিক যেমন সেই নিঝুম রাতে
রোজ তোমায় স্বপ্নে পাই।
তোমায় ঘিরে স্বপ্ন দেখা
বাঁচতে শেখা নতুন করে,
বুঝতে শেখার জটিল ধাঁধা
ভাবতে শেখা নিজের করে,
চলনা আমার হাতটা ধরে
অনুভূতির ওই মিছিল তাতে,
ভাসবো দুজন আপন মনে
আবেগ ভরা সাগরটাতে।
কখনো বা ঘুরবো দুজন
আদর মাখা শহরটাতে।

# আমার কলেজ বাড়ি

সুনিন্দিতা মাইতি
৪র্থ সেমিস্টার, ইতিহাস (অনার্স)

কলেজটি আমার মহিষাদলে
পিচ রাস্তার পাশে।
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সে যে
মাঠটি ভরা ঘাসে।।
কলেজটি আমার দেখতে বড়ো,
মিটায় মোদের আশা।
নিয়ম করে পড়াশুনা,
চলে বারো মাস।।
কলেজটি আমার বড়োই প্রিয়,
গাছপালাতে ভরা।
আমার চোখে কলেজটি হল,
এই জেলাতে সেরা।
ভালোবাসার বাঁধনে তাই,
বেঁধেছি এই কলেজটি।
শিক্ষকদের শ্রদ্ধা করি,
যেমন করি আমার মা-বাবাকে।।
শিক্ষকদের আশীর্বাদ,
বুকে জাগায় বল
এই কলেজের নামটি মোরা,
করব যে উজ্জ্বল।।

# আমরা প্রাক্তন

পান্নালাল জানা
৩য় সেমিস্টার, ভূগোল (স্নাতকস্তর)

আবেগী মনে পুড়ে যাওয়া তপ্ত স্মৃতিগুলোও জেগে উঠে
গুন গুন স্বরে কুয়াশা বাঁধে এ ঝাপসা ভাবলেখি মনে।
কাটিয়ে আসা সময়ের দ্বারে স্মৃতিগুলোও কড়া নাড়ে রুদ্ধশ্বাসে,
হাঁফ ছেড়ে বলে নিজ স্বরে বাঁধিতে চাই তোমারে তপস্যাতে।
মন একবারও চায়নি এমনই সোহাগ ভরা সমন্বয় হতে নির্বাসন,
চায় শুধু আগামী দিনে অন্তত একটু প্রিয়জনদের ভাবযাপন।
জানি না কেমনই বা করেছি মোরা তাঁদের সঙ্গে আচার আচরণ
যদিও তো মোরা শিশু প্রাণ হয়ে তোমাদেরই চোখে সাধারণ।
ভাবাবেগের খেয়ালী মনে উঠেছে আজ প্রশ্ন, প্রাক্তন?
আমরা কী আজ সেই প্রাক্তন যারা দেখিনি তো কখনো স্বপ্ন!
যে স্বপ্নের বিভোরে আজ এ হৃদয় ভাঙা কান্নার অকাল ঢেউ
যে ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে যায় রবি ঠাকুরের শেষের কবিতায়
"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনতে কি পাও
তারি রথ নিত্যই উধাও
জাগাইছে অন্তরীক্ষে হৃৎস্পন্দন
চক্রে পিষ্ট আঁধারের বক্ষফাটা তারার ক্রন্দন...."

# শিউলি ফুল

সুরজিৎ জানা
দ্বিতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

দুর্গাপুজোর আগে শিউলি ফুল ফোটে,
সকালবেলায় পূর্ব দিকে সূর্য ওঠে
শিউলি ফুল শিউল ফুল,
হাওয়ায় দোলে দোদুল দুল।
পড়ছে ঘাসে আওয়াজ নেই,
তুলব ধীরে পড়বে যেই
শিউলি ফুলে ভরল ডালা,
সবাই মিলে গাঁথব মালা।
শিউলি ফুলের গন্ধে
সবাই মাতে আনন্দে।।

# নারী কথা

সুমন্ত সামন্ত
২য় সেমিস্টার, বি.এ

সারাদিন ঘামে ভিজে,
রেধে বেড়ে সবাইকে খাইয়ে,
ঘরদোর পরিষ্কার করে,
নিজের খিদে মরে যাওয়া পেট যখন
হাসি মুখে তুলে নিতে যায়,
খাওয়ারের কয়েকটি গ্রাস
ঠিক তখনই হয়তো;
পাস থেকে হাসির আওয়াজের সাথে ভেসে আসে
কয়েকটি কথা—
"মেয়ে হয়েছো তোমার তো এসব করতেই হবে,
তোমায় তো সইতেই হবে সব কঠিন পরিস্থিতি
তোমায় শিখতে হবে, সব খুটিনাটি কিংবা এও
শুনতে হতে পারে, যে সয় সেই রয়।"
তখনই মনটা ভারাক্রান্ত হয়
ভাবতে হয় মেয়ে হওয়াটা কি সত্যিই কষ্টের
নাকি লাঞ্ছনার।
কারণ আমরা তো সব করি ভালোবেসে
শুধু মেয়ে হয়েছি বলেই কি সব করতে হবে??
নাকি আমাদের ভালোবেসে বলা যায় না,
"তুমি আছো বলেই না আমরা আছি
তুমি ঠিক এভাবেই আমাদের ভালোবেসে যাও।"

# প্রকৃতির প্রতিশোধ

কোয়েল চক্রবর্ত্তী
৪র্থ সেমিস্টার, পুষ্টিবিজ্ঞান

গড়িতে মানব সমাজ,
ধ্বংস হচ্ছে সবুজ আজ।
মাঝে মাঝে ধরা হয়ে ওঠে ক্রুদ্ধ।
জানাচ্ছে তার প্রতিশোধ।
গলছে বরফ পর্বত চড়ার,
বাড়ছে জলোচ্ছ্বাস।
ভাঙছে বাঁধ নদীগুলির,
উপচে পড়ছে জল।
উত্তপ্ত লাভা হচ্ছে নির্গত
আগ্নেয়গিরি হতে।
চারিদিকে আজ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
হচ্ছে মহামারী,
এখনো কি হবে না কেউ সচেতন?
করবে প্রকৃতি ধ্বংস?
যদি করো একটি গাছ ধ্বংস
পরিবর্তে লাগাও আরও একশো।

# মহিষাদল রাজ কলেজ

কল্যাণ কুমার দাস
ইতিহাস বিভাগের ছাত্র

রেডের ধারে আকাশ ছুঁয়ে
গভীর রাতে অন্ধকার পথে
এসেছে সে প্রদীপ হাতে।
দুঃখের জীবন অশিক্ষা বটে
শিক্ষা দিতে সে চলেছে সাথে।
কখনো রাতে না ঘুমানো চোখে
অনেক স্বপ্ন দেখায় অনেক দায়িত্বের সাথে।
১৯৪৬ সাল থেকে নানা রঙের প্রদীপ জ্বেলেছে এই পথে।
জল ভরো চোখ নিরব ঠোঁটের মাঝে
অনেক কিছু শিখিয়েছে যা জীবন পথে
লাগে কাজে।
কেউ অনেক বাজে কেউবা অনেক সাজে
তবু সকলকে নিয়ে জীবন পথে চলছে
আমাদের সাথে।
স্থানটা হচ্ছে মহিষাদল যেখানে ইনি আছেন
রেখে গেছেন যিনি বুকভরা ভালোবাসা শ্রদ্ধা দেওয়াটা
আমাদের সাজে।
মহিষাদল রাজ কলেজকে সকল পাঠক
রেখো হৃদয় মাঝে।

# জীবন-যুদ্ধ

রিদ্দিকা কালসা
৪র্থ সেমিস্টার, সংগীত (অনার্স)

কাল কি হবে! কেউ কি জানে?
তবুও আশায় থাকে মন,
দেওয়া-পাওয়ার এই দুনিয়ায়
হার-জিৎ এর চলে অনুশাসন
জীবনটা এক রঙ্গ-মঞ্চ
আমরা সবাই তার অংশীদার;
সবাই চলে সুখের খোঁজে
সুখের সাথে দুঃখও সাঁজে।

মধুর খেলার এই জীবনে
খেলতে হবে সারাক্ষণ;
জীবনটা যে রহস্যময়
করতে হবে জন্মোচন।
সুখ-দুঃখের এই জীবনে,
চলতে হবে হার না মেনে;
সবাই যে নির্ধারিত
বলবে সময় নিয়ম মে

# বিদায়

দীশা ত্রিপাঠী
৬ষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস (অনার্স)

মনের ভাষা শব্দ হীনা, ছিন্ন হৃদয় বীন
কেমন করে বলব বল আজ বিদায়ের দিন!
বিদায় মানে কষ্ট হাজার দুঃখ ভরা মন
খুব নীরবে খুঁজে নেওয়া স্মৃতির আলিঙ্গন।
বিদায় সেতো ছন্দপতন নদীর বয়ে যাওয়ায়
ফুল কলিদের ঝরে যাওয়া নিঠুর কোনো হাওয়ায়।
বিদায় মান আনমনা মন তালা মনের ঘরে।
হাজার স্মৃতি মন পাড়াতে শুধুই ঘরে ফেরে।
এই আঙ্গিনায় হয়। আগমন রঙিন কোন দিনে
আজকে বিদায় তাইতো বিধি ব্যথার আলপিনে।
লক্ষ কোটি শ্রদ্ধা সেলাম সকল গুরুজনে
যাঁদের বোনা জ্ঞান বৃক্ষ সবার হৃদয় মনে।
তাঁদের সকল ভালোবাসা শাসন শিক্ষাদানে
মন খারাপের সকল সুরই বেজে ওঠে গানে।
রইলো বাঁধা অনেক কথা জীবন নদের ঘাটে
সুপ্রভাতের উদয় সূর্য্যি গেল পাটে।
বয়ে চলে জীবন তরী আচিনপুরের দেশে।
চলতি পথে একদিন সে তো থামবে অবশেষে।
যদিও বা বিদায় হলো এই অঙ্গন থেকে।
স্মৃতিগুলো মালা হয়ে থাক মাধুরী মেঘে।
জীবনের পথে হয়তো আবার জুড়বো একই ফ্রেমে
ততদিনে বিষাদ গুলো মোড়া থাকুক প্রেমে।

# আমার গ্রাম

শ্যামাসুন্দর মান্না
বি.এ., দ্বিতীয় সেমিস্টার

দেখবে চলো আমার গ্রাম
রূপনারায়ণ নদীর পাশে।
ওপারেতে গাদিয়াড়া
নদীর খুব কাছেই।
ঘর আমার নদীর কাছে
টালি দিয়ে ছাওয়া।
জোয়ার যখন বেড়ে ওঠে
ভর্তি তখন জল।
আমরা দেখে তখন
হারাই মনের বল।
আবার যখন ভাটা নামে
শূন্য তখন নদী।
স্রোত হীন শান্ত সে রূপ
দেখবে যদি এসো।
সবাই এসো দেখতে চাওতো
দেখো আমার গ্রাম।
অমৃতবেড়িয়ার পাশেই থাকি
ভোলসারা যার নাম।

# নারীর প্রতি লাঞ্ছনা

শুভেন্দু মান্না
৪র্থ সেমিস্টার, বি.এ. সোসিওলোজি

জন্মেছে তারা নারী হয়ে তাইতো অপমান
জানিনা তারা পাবে কবে সকল সম্মান
নারীরা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত বঞ্চিত শিকার
তাদের জীবনে থেকে বিলুপ্ত হোক কুসংস্কারের আঁধার
মা আমাদের মাটি, নারীর আমাদের গর্ব, নারীর আমাদের আশা
কেউ দেখায়না নারীর প্রতি একটা ভালবাসা...
পুরুষ সমাজে নারীরা প্রতিনিয়ত পরাধীন
পরাধনীতার দিন কাটিয়ে তারা চায় মুক্ত সাধের দিন
নারীরা তাদের সম্মান ও অধিকার আদায়ে করেনি ভয়
তাইতো তারা বিশ্বভুবনকে করছে আজ জয়...
বর্তমানে সমাজে পুরুষের সমান নারীর গুরুত্ব
নারী ছাড়া এই পৃথিবী হবে বিলুপ্ত।

# স্মৃতি

শ্রেয়া সিংহ
দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা (অনার্স)

স্মৃতি হয়ে গেল সব
তাও ভুলতে পারি না।
ছোটবেলায় সেই আমেজটুকু
আজ আর ফিরে পাইনা।
একদিন ফিরে যেতে চাই
সেই ছোট বেলাতে
স্মৃতির মাঝে খুঁজে পাবো
সব সম্পর্কের বন্ধনটাকে।

# মন কথা

জয় ভট্টাচার্য্য
দ্বিতীয় সেমিস্টার, বাংলা (অনার্স)

বোঝাতে পারিনি তোমায়
ভালোলাগার কথা
ইশারায় ভাষাতেও ভাঙেনি
তোমার নিরবতা
আমার তো সব কিছুই ছিল
তোমার কাছে জানা
তবুও আমি ছুতে পারলাম না
তোমার মনের কোনা
হয়ত মা আমার কথায় তোমায়
জমেছে মনে বিরক্তি
কি করব বলো, এ মনের
ভালোবাসা যে সত্যি
মনের কথা রইল মনে
বুঝলে না তো তুমি
যাক, ভালোবাসি বললাম আমি
তুমি সে কখনো চাইলে
আমার মত সাথী
ভালো থেকো সুস্থ থেকো
হোক না আমার যতই দুর্গতি
বুকের মাঝে জ্বলুক আমার
আফসোসের মশাল
তোমার জীবনে থাক আলো
আমি পুড়ি চিরকাল।

# জান

তমাল প্রামাণিক

যে জল ঝরে যায় তোমার ওই
নয়নে, সব বাধা বন্ধন ছেড়ে উঠে গেলাম
চিতার ওই আগুনে।
পুড়ে হলাম ছাই আমি আর তোমাকে
দেখতে না পাই।
আমি এখন অতীত, কেন সময় নষ্ট করো।
সাদা কালো ছবির সামনে কেন বসে থাকো?
বলতে পারো? বলতে পারো আমি যখন বাসস্ট্যান্ডে
অপেক্ষা করতাম ঘন্টার পর ঘন্টা।
তোমার দু-দন্ড বসে দেখবো আর কিছু কথা...
তোমার কথা তো দূরে তোমার ছায়া আমাকে মাড়াত না।
এত ঘৃণা! এত ঘৃণা করো আমায়? তাহলে এখন
এই মূল্যহীন চোখে জল কেন?
বলতে পারো।
সেই সুন্দর পরিবেশ উজ্জ্বল আলোয় আমার এই
পঁচা দেহের দূষিত ধোঁয়ায় চেয়ে দেখেছিলে?
আকাশে কেমন ধোঁয়াসা ধরেছিল।
ভাগ্যিস তুমি আমার হওনি
ভাগ্যিস আমার এই ক্যানসারের অপবিত্র দেহে তোমায়
স্পর্শ করেনি।
তখন তুমি বুক ফাটা কান্না চেপে রেখে মুখ ফুটে বলবে...
তুমি একটিবারে ভুল করে আমায় ছুঁয়েতো দেখতে।
আমার গালে তোমার হাতের ছোঁয়া আর তোমার ঠোঁটের
চুম্বনের জন্য দিন দিন তড়পেছি।
গঙ্গার পবিত্র জলের মতো হাত দুখানি যদি আমার ছুঁতো,
সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে যেতো আমার।
যদি তোমার ভাঙা হৃদয়ে একটি জোড়া লাগাতে পারতাম,
ক্ষমা করো জান, ক্ষমা করো জান তুমি যে
খাঁটি হীরে জানতে বড্ড দেরি করে ফেল্লাম।
তোমার সঙ্গে আমি জীবনটা কাটাতাম
তাহলে বিশ্বাস করো জান বাকি জীবন বেঁচে থাকার
প্রয়াস করতাম না।
তোমার সঙ্গে আমি মরেই বেঁচে থাকতাম।
ক্ষমা করো জান, আমায় তুমি ক্ষমা করো।

# মা

কৃষ্ণা খাঁড়া
২য় সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান (অনার্স)

মাগো তুমি কোথায় গেলে
জানতে ইচ্ছে করে
তোমার কথা মনে হলেই
অশ্রু চোখে ঝরে।
আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে
নিতে আমায় কোলে
সেই স্মৃতিতো আজো মাগো
আমি যাইনি ভুলে।
আদর স্নেহ মমতা তোমার
আছে হৃদয় জুড়ে।
তোমায় এখন খুঁজে খুঁজে
মরি অচিনপুরে।

———

# শ্রদ্ধাঞ্জলি

প্রিয়তোষ মাইতি
বি.এ., ৪র্থ সেমিস্টার

সঙ্গীতের সাগরে পড়লো ভাটা
দেখা গেল তাতে চর
৯২ বছর বয়সে আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন
সঙ্গীত জগতের উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক লতা মঙ্গেশকর
৩৫টিরও বেশি ভাষায় গেয়েছিলেন গান
তিনি যে গানের রাণী
তাঁহার প্রয়াসে দেশবাসীর চোখে জল
কারো বা চোখে পানি।
পদ্মভূষণ থেকে ভারত রত্ন পেয়েছিলেন
কতই যে সম্মান।
অমর সঙ্গীতের দেবী লতা মঙ্গেশকর
তোমার গাওয়া অসংখ্য গান।
হীরে মানিক মুক্তার চেয়ে তাহার ছিল অনেক দামি।
তোমার গাওয়া গানে তুষ্ট তিনিযে অন্তরর্যামি।
কোকিলের মতো কণ্ঠস্বর তোমার
মুখে মধুর হাসি
দুঃখে ভেঙে পড়ছে মানুষ, শোকে বিশ্ব বাসী।
দিয়েছো তুমি উজাড় করে
বিনিময় দিয়েছি কতটুকু ভালবাসার দাম
দিওনা ফিরায়ে সঙ্গীতের রাণী
লহো গো প্রণাম।

# প্রথম দিন

পলাশ মাইতি
দ্বিতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

কলেজের প্রথম দিন
ছাত্রছাত্রীদের হট্টগোল চারিদিকে
জনস্রোতের মধ্যে দিয়ে পৌঁছালাম ক্লাস রুম
ব্ল্যাকবোর্ডে সেই চকের লেখা
যেন নিশীথ রাতের জোনাকির পোকা
ধিক্ ধিক্ করে জ্বলছে
ঘোর অন্ধকারেও আলোর আশা দিচ্ছে
হঠাৎ সেই সময় ক্লাসে ম্যাডামের প্রবেশ
এক এক করে পরিচয় দাও। এটাই প্রসেস
"তুই এখানে ? দেখি একজন ডাকছে পেছন থেকে
আমার ছোটোবেলার বন্ধু, চিনতে কি না পারি তারে
দেখা হলো স্কুলের বাকি বন্ধুদের সাথে
তারা আমার সিনিয়র, সময়ের সাথে
সময় আমার পরীক্ষা নিয়েছিলো বটে
সেই দুর্গমপথ অতিক্রম করেছি বন্ধুদের সাহায্যে।

# ইচ্ছে ডানা

রিয়া দেবনাথ
দ্বিতীয় সেমিস্টার, পুষ্টিবিজ্ঞান

স্কুল জীবনের গতানুগতিক অধ্যায়ের সমাপ্তি টেনে
কলেজ জীবনে প্রবেশ এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।।
বন্ধুত্বের ভাগাভাগি, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিভিন্ন কলেজে
বন্ধুদের ভর্তি হওয়া অনেকটা বেদনাদায়ক। আজ
দীর্ঘ ছয়-সাত মাস পরে কলেজ জীবনে প্রথম দিন।।
আমায় অনেক স্মৃতিমধুর মুহূর্তের সম্মুখীন করে তোলে।
ভর্তি প্রসঙ্গে মনে পড়ে, সেই প্রথমদিন Admission
হওয়ার জন্য এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়
ছুটাছুটি। তখনই College Union এর দু-তিন জন
দাদা হাসিমুখে আমায় অভয়মন্ত্র দান করলেন।।
সেই ছোটাছুটি একটি লাইনের মধ্যে Union এর
দায়িত্ববান কিছু দাদার মুষ্টি পরিচালনায়। কৌতুহলী নানা
মুখ, চোখে জিজ্ঞাসার ছাপ, নিজের Department
খুঁজতে গিয়ে কিছু নতুন বন্ধুর সাথে সাথে স্কুলের পুরোনো
বন্ধুদের দেখা হওয়া, অচেনা জায়গায় নিজের কাউকে খুঁজে
পাওয়ার আনন্দ সত্যিই অপ্রকাশ্য। তখন বন্ধুদের সাথে
কলেজের মাঠের চারিধারে, বিভিন্ন Department এর
বাইরে ঘুরে বেড়ানো এক অন্য রকম অনুভূতি এরকম
অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনুভূতি অলিখনীয় সীমাবদ্ধতায়
অপ্রকাশ্য রয়ে গেল। সর্বোপরি পূর্ব মেদিনীপুর
প্রথমদিন কোন রোমহর্ষক অভিযানের তুলনায় কম নয়।।

# Think Positive

*Simran Sahu*
English (4th Semester)

If you think you are beaten you are.
If you thing you gave not. you don't.
Success begins with your own will.
It's call in you state of mind.
Life's battles are not always won.
By those who are stronger or faster;
Soonew or later the person who win?
Is the person who thinks she can!

# একেলের পড়াশুনা

শংকর মান্না
বি. ভোক, ২য় বর্ষ, অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং

একেলের পড়াশুনায় আছে অতি মজা,
মাস্টার শুধু হুমকি দেয়, দেয়নি কোনো সাজা।
সরকার করলে কড়া নিয়ম,
তাইতো প্রহার উঠেছে একদম।
ছাত্রছাত্রীরা বগল বাজিয়ে,
বিদ্যালয়ে যায় সেজে গুজে।
রাস্তায় সবাই তাকিয়ে থাকে,
দেখছে যেন সরস্বতী মাকে।
গাড়িয়ানের খুবই আশা,
আশা শুধু বৃথাই আশা।
পড়াশুনা হচ্ছে স্কুলে,
ছাত্রছাত্রী কেবল বেজায় ভুলে।
বাড়ীতে যদি একটুও পড়ত,
স্কুলে যদি একটুও শুনত।
তাহলে হয়তো কিছুটা হত,
ছাত্র-ছাত্রীরা যাচ্ছে সেজে,
কোথায় যাচ্ছ তোমারা কেগো?
হেঁসে খেলে এসে কেবল,
বলছে শুধু দাও না খাবো,
উঠে গেছে গুরু ভক্তি।
বলছে শুধু 'দাও মা শক্তি',
আসলে ওরা গুরুকে বানিয়েছে গরু
তাইতো ওদের এমন দশা হয়েছে শুরু
উঠেছে প্রণাম শ্রদ্ধা ভক্তি,
তাইতো বেহাল সামাজিক শক্তি।

# চোখ

শুভজিৎ গিরি
দ্বিতীয় সেমিস্টার, কেমিস্ট্রি (অনার্স)

চোখ বলতে আমরা সাধারণত বুঝি, দুটি মনি সম্পন্ন দুটি চক্ষু। কিন্তু আমি এমন দুটি চোখ দেখেছি যার গভীরতা সমুদ্রে মতো বিস্তৃত, আকাশের মতো সুন্দর। আমি বার বার মরেছি সেই কাজল নয়না চোখেতে, মরেছি সেই চোখের গভীর মনিতে, সে চোখ সকলের থেকে আলাদা, এত সুন্দর, এত মধুর চোখ আমি কখনো দেখিনি। সকলের চোখে সেটি শুধুমাত্র দুটো চোখ, কিন্তু আমার চোখ দিয়ে দেখো, কোনো দিন ভুলতে পারবেনা সে চোখের মায়া। সে চোখের পুরোটা হয়তো এখনো আবিষ্কার করতে পারিনি। মনে হয়না সারাজীবন চেষ্টা করলেও তা পারবো, কারণ সে চোখের মায়া জাল কাটিয়ে ওঠা আমার সাধ্যি নয়।

"তোমার চোখেতে কি যাদু
যা দেখে মুগ্ধ হই শুধু।"

# মা

আর্তিকা বেরা
দ্বিতীয় সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান

মা নামে যে মধু আছে,
সে আমরা বুঝতে পারি না,
কিন্তু,যার মা নেই
সে তো বুঝতে পারে
মনে কত ব্যথা আছে
সেই তা জানে।
নিরাশায় ভরা এক শিশু
বসে বারান্দায়,
ভাবে একা বসে বসে,
মা কবে আসবে তাঁর বাসায়
মা এসে বুলায়ে তার মাথায় হাত
বলবে সোনা ময়ে আমার
ঘুময়ে যা হয়েছে অনেক রাত!
সেই শিশুর হাত ছেড়ে
তার মা চলে গেছে,
যখন সে পা দেয়
চার বৎসরে।
তখন সেই শিশু বুজতে পারে নাম তা
শুধু কাঁদতে থাকে
কিন্তু, কাঁদলে কি হবে,
মায়ের জায়গা কি কেউ নিতে পারে?
বাবা ছিলেন খুব নিষ্ঠুর
দেখতে চায়না মেয়ের মুখ,
সে মেয়ে হয়ে জন্মেছে বলে,
এই তার দুঃখ।

# অভিমান

প্রকাশ

জানি না কার ভুলটা
ছিল বেশি,
তার চেয়ে বেশি আমায়
করেছো দোষী।
প্রেমে মান অভিমানের
যখন এলো পালা,
তখন খুব সহজে পরে নিয়েছো
তুমি অন্যের মালা।।
এ আজব প্রেমের
এমন সুন্দর কাহিনী,
এর আগে আমি
কখনো দেখিনি।
আর অভিমান করবো না
শুধু বলবো ভালো থেকো,
সব সম্পর্কে অভিমান আসে
শুধু এইটুকু মনে রেখো।

---

দুই ভাই বোনকে ছেড়ে
মা গেল চলে।
সারাদিন মেয়েটাকে দেয় না পেট ভরে খেতে
কাজ করায় ওইটুকু মেয়েটাকে দিয়ে।
ছোট্টো ভাইটাকে বাবা
কত আদর যত্ন করে,
মেয়েটাকে কেউ, দেখে না
দু চোখ ভরে
সমাজে যারা, করে
মেয়েদের অস্বীকার
তাদের মানুষ বলে, পরিচয় দেওয়ার
নেই কোনো অধিকার।।

# পড়াশোনা দরকার

নির্মাল্য মিশ্র
৬ষ্ঠ সেমিষ্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

আমার ছিল বন্ধু মধু, আর ছিল বকুল
লেখাপড়া কম হলেও টাকার নেশা ফুল
পড়াশোনা বন্ধ করে ঢুকলো সোনার কাজে
কম দিনে সে কাজ শিখেছে আছে টাকার মাঝে।
দেখে দেখে দুঃখ পেলাম আমার কি যে হবে
মধু বকুল সবার ভালো, আদর করে সবে।

চিন্তায় ভাবি পড়ে শুনে করবো আমি কি
সোনার কাজেই যাব আমি চিন্তা করেছি।
দেখা হলে স্যারের সঙ্গে মনের কথা বলে
বলেন উনি করছো যে ভুল বুঝবে দেরি হলে।
চাকরিটা নয় বড় কথা মানুষ হওয়া চাই
আমরা হলামজীবের শ্রেষ্ঠ প্রাণীকুলের মাঝে
শিক্ষা বাড়ায় চেতনা, সেরা সকল কাজে।
এমন কিছু কথা বলে ধমক দিয়ে মোরে
কাল থেকে দেখি যেন নিজের পড়ার ঘরে।
পাশ করেছি স্কুল কলেজ কাজ উঠেছে আমার
অনেক বাধা পেরিয়েছি পদ জুটে সবার।
কাজটা হতে পাই কম টাকা ক্ষতি কিছু নেই
বলে ভালো পরিচিত, আদর করে সবাই।
কাজটা অতি ক্ষুদ্র হলেও মর্যাদা আছে সেরা
আসন কত মাস্টার পন্ডিত কত মানুষেরা
পরিষেবায় সবাই তুষ্ট ডিজিটাল এক লোক
কত মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে পরিষেবার তরে।
আসেন কত পেশার মানুষ কেউবা অনেক পরে
কাজটা হলো সাইবার ক্যাফে অনলাইন এর কাজে।
সঠিক কাজে সঠিকভাবে পয়সাটা আছে
আবার পরে দেখা হলো সেই স্যারের সাথে।
প্রণাম করে জানাই আমি চলছি স্বাধীনভাবে
উপার্জনের পথ পেয়েছি দিচ্ছি পরিষেবা সাথে
নানান কাজের মধ্যেথেকে পাচ্ছি কত্ত মজা।
স্যার বলেন শুনি কেষ্ট বুঝতে এখন পারলে
অচল টাকে সচল করে পড়াশোনা জানলে।
কোন কাজই ছোট নয় কাজেই মহান
লেখাপড়ায় দিতে পারে দিতে পারে মান।
এটাই হল আসল কথা নয়
দুঃখ-কষ্ট প্রতিকূলতা করতে পারে জয়।
মধু বকুল বলে এখন কেষ্ট ভালো বটে
টাকা শুধু আছে কেবল সম্মাননা জোটে।
এখন বুঝছি লেখাপড়ার কেন দরকার
এতেই আছে সকল কিছু হয়না জেরবার।।

# আমি

প্রলয় পতি
দ্বিতীয় সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান (জেনারেল)

সকালের স্নিগ্ধ আলো যেন আমার মন ছুয়ে যায়না...
ক্লান্ত শরীর নেমে পরে জীবন যুদ্ধে,
সাথে নিয়ে সহস্র হতাশার যাতনা।
দুশ্চিন্তার অতল জলে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাই আমি...
হারিয়ে যাই বিক্ষিপ্ত যন্ত্রনার ফাঁদে,
চারিপাশ হয়ে ওঠে নিস্তব্ধ মরুভূমি
অসহায় এই অন্তর শুধু কাঁদে।
প্রশ্নের যাঁতাকলে পিশে যায় এ নিরুত্তর হৃদয়...
কেন অত জটিল এই জীবন?
ছোটো ছোটো আশা ভরা স্বল্প এ সময়,
শেষ হয়ে যায় আসলে মরুণ।
রাতের অন্ধকারে জানালার পাশে
দেখি আমায় চেনা কারো ছায়া...
শিহরে ওঠে অর্ধঘুমন্ত এ দেহ,
ভাল করে চেয়ে দেখি, এতো কেউ নয় শুধু এক
মোহ মায়া ঘুম হতে জেগে দেখি নতুন আরেক সকাল
শুধু রয়ে যাই সেই বিষন্ন আমি, যা ছিলাম গতকাল...

# মায়ের ভালোবাসা

সুপ্রিয়া মাল
দ্বিতীয় সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান (অনার্স)

জন্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
মাকে দেখতে পাই,
তাইতো মায়ের ভালোবাসা
সবসময় চাই।
মা ছাড়া দুনিয়ায়
পাই না কাউকে দেখতে,
সবসময় চেষ্টা করব
মায়ের কাছে শিখতে।
মাকে তাই কোনদিন
হারাতে চাই না আমি,
মা তো তাই আমার কাছে
সবার চেয়ে দামী।
মায়ের মনে খুব ইচ্ছে,
বড় যে আমি হব,
মায়ের সেই ইচ্ছাকে
পূরণ আমি করব।

# আমার প্রথম কলেজের অভিজ্ঞতা

স্নেহা মল্লিক
দ্বিতীয় সেমিস্টার, রাষ্ট্রবিজ্ঞান

সালটা ২০২১, আমার স্কুল জীবনকে সারা
জীবনের মতো বিদায় জানিয়ে, পাড়ি দিলাম জীবনের
এক নতুন অধ্যায়ের পথে।
"কলেজ লাইফ"
আমার কাছে কলেজ জীবন ছিল শিক্ষা
ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও পূর্ণতার প্রতীক। এ যেন
অপরিণত মানুষ থেকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ রূপান্তরিত
হওয়ার পালা আত্মশিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম
পাঠ। তাই স্বাভাবিক ভাবেই কলেজের প্রথম দিন
আমার জন্যে ছিল জীবনের এক নতুন পথ চলা।
পালাবদলের এক নতুন পর্বের সূচনা
চোখে হাজারো স্বপ্ন ও আশা নিয়ে তাই ভর্তি
হলাম "মহিষাদল রাজ কলেজ" এ
পেলাম অনেক সঙ্গি, বন্ধু বান্ধব, দাদা, দিদি
এবং বাবা মায়ের মতো যত্নবান শিক্ষক-শিক্ষিকা।
ক্লাস করতে গিয়ে স্যারদের নানা অদ্ভুদ অভিব্যক্তি
খুঁজে পেলাম। আবার কয়েকজন স্যারের অসাধারণ
ব্যক্তিত্ব ও পড়ানোর দক্ষতা মুগ্ধ করল। প্রত্যেম স্যারই
ছাত্রজীবনের আদর্শ, চরিত্রগত দিক ও প্রকৃত শিক্ষা
সম্পর্কে উপদেশ প্রদান করেন। কলেজে আমার
সবথেকে ভালো লেগেছিল কাজের পরিবেশ, কলেজ সংলগ্ন সেকশন মুখরিত হয়ে
আছে ছেলেমেয়েদের
কলকাকলিতে, কিন্তু ঠিক বিপরীত অবস্থা বিরাজ করছে
আমাদের লাইব্রেরীতে। এক অদ্ভুত অনুভূতি হলো কলেজ
নিয়ে। মনে মনে ঠিক করলাম পড়ালেখা ও আনন্দ একসাথে
উপভোগ করবো, এই অল্পদিনের অভিজ্ঞতা আমার স্মৃতিতে রয়ে থাকবে।

# মর্ম

সুদীপ্ত সিং
এম.এ. (ইংরাজী), দ্বিতীয় সেমিস্টার

দুটো বছর বেঁধেছি রেখে মায়ার বন্ধনে,
ভালোবাসার মর্ম বোঝেনি সে, তাই এখনও আমি তার সন্ধানে।
কতক ভালোবাসার মাঝে আমি তুচ্ছ পাথর,
ভালোবাসার মর্ম বোঝেনি সে, আমার প্রেম প্রশান্ত মহাসাগর।
তোমার মন খারাপ হলে আমার ভালো থাকে না মন।
কে তুমি, তুমি অচেনা, তোমার মর্ম করি বলেই তোমাকে লাগে আপন
তুমি ব্যর্থ প্রেমে বিশ্বাসী, বোঝোনি আমার মর্ম,
শুধু একবার ফিরে এসো, তোমার জন্য ছাড়তে পারি সব জাত ধর্ম,
অতীত তোমার ছিল প্রিয় দেখিয়েছিলে আশা,
আসলে ছিল সবই মিথ্যে, আমার মর্ম শুধু প্রত্যাশা।
হাতের মুঠোয় ধরবো কি করে সে তো ধরা দেয়নি,
মর্ম বোঝেনি সে, তাই 'মা'কে দেওয়া প্রতিশ্রুতি একনও সফল হয়নি।
বদলাইনি তার ভালোবাসা পরিহিত অতীতরে পোষাক।
সারা জীবন থাকতে রাজি তোমার মর্মে, কতদিন গোনাবে গোনাক।
এই তো বেশ আছি ভালো, মানে আঁকি আলপনা,
তুমি আমার গল্প হলেও গল্প না, তুমি আমার সত্য হলেও কল্পনা।

# কাঙ্খিত যৌবন

অনন্যা অধিকারী
বি.সি.এ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

মজা নদী, আঁকাবাঁকা
পাশ দিয়ে সরু পথ
দুই দিক লালে লাল
পলাশের জঙ্গল।
ফুরফুরে মৃদু রায়,
আলুথালু এলোচুল
মনে একরাশ ভয়,
দুরুদুরু করে বুক,
"ও মেয়ে, কোথা যাস?
কয় নেই মরণের?"
সবকিছু ছাই হবে
ফাগুনের আগুনে।
ফিরে আয়, ফিরে আয়
সমাজের রাঙা চোঙ
নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে
পোড়াবি কি তোর মুখ?
নিষ্পাপ যৌকা
বসন্ত দুয়ারে,
রেখে দে রঙিন করে
হৃদয়ের মাঝারে।।

# বাস্তবতা

শ্রেয়া দাস
দ্বিতীয় সেমিস্টার, কেমিস্ট্রি (অনার্স)

ঝড় উঠলেও আজ হইচই নেই,
বৃষ্টি তো শুধু ভিচিত্ততেই বন্দী,
আম কুড়ানো সেই ছেলেরা আজ কই
পেরিয়েছে তারা লোডশেডিংএ গল্প শোনার গন্ডি।
ইদানীং মেঘ করে, জলজমে সারে সারে
ফিকে হওয়া রদ্দুর ভাবে,
শান্ত পুকুর ধার, জেনেছ কি আজ আবার
ডুবিয়েছি নিজেকে কিভাবে?
প্রতিদিন কি কঠিন
বুকে জমে কি ভীষণ কষ্ট,
করুণার আড়ালে বিদ্রুপ খেলে যায়
মানুষকে ভাঙবো মানুষই যথেষ্ট।
ঝুলছে সিলিং-এ রোজ কত শত দেহ
নেই তবু দেহে কোনো আঘাতের ছাপ
চেনা নোটে ভাসে একাকীত্ব-অবসাদের সমারোহ
বৃথাই পড়া 'আত্মহত্যা মহাপাপ'।
প্রচন্ড ঝড়েতে, দুর্বল ঘরেতে
ভীরুরাই বলে 'আগে বাঁচি'
একজন থেকে যায়, ঝড় জলে সন্ধ্যায়
হাত ধরে বলে 'ভয় নেই আমি আছি'।
অন্ধকারে চুপটি করে যখন এসব ভাবি
আলগা হাওয়ায় জোনাক দিচ্ছে ফাঁকি
দুরুদুরু মনবলে 'আলোর মতো মার্জিত লেখায়
আগুন নিয়ে কবিতা লিখছো নাকি!'

# রাত জাগা তারা

সেক রহিমুদ্দিন আলি
দ্বিতীয় সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান

মিষ্টি চাঁদের মিষ্টি আলো,
বাসি তোমায় অনেক ভালো,
মিটি মিটি তারার মেলা,
দেখবো তোমায় সারাবেলা।
নিশিরাতে শান্ত ভুবন,
চাইবো তোমায় সারাজীবন।

# মুক্তধারা

সুতপা মাল
দ্বিতীয় সেমিস্টার, ইতিহাস (অনার্স)

আজকে শুধুই উড়বো মোরা
মেঘের সাথে, পাতার সাথে
আলোর ঢেউয়ে, নদীর বাঁকে
বৃষ্টি হয়ে, ঝরবো দেদার
ভাঙবো আগল, মিথ্যে আচার
আসল নকল, ঘুচিয়ে প্রভেদ।
বন্দী এ মন, বাঁচবে আবার
গাইবে গান, মুক্ত ধারায়।
বাঁচবে প্রাণ।

# স্মৃতি

সঞ্চয় মাইতি
ছাত্র সংসদ

প্রেমের স্নিগ্ধ মন,
তোমাকে নিয়ে আজও
ঘিরি।
অনেক বেশি
ভালোবেসে নিয়ে
ছিলাম-
তোমার পিছুটান,
সব কিছু হারিয়ে আজ
আমি অবসান।
হৃদয় কাপন জাগে,
কি যে ভালো লাগে!
উতলা হই তোমার
প্রেমের অনুরাগে।
তুমি কথা দিয়েছিলে
আমাকে পেতে
এখন কি হল সেই
কথায় তাতে?

# চা

সুপল্লবিকা বেরা
দ্বিতীয় সেমিস্টার, কেমিষ্ট্রি (অনার্স)

'চা' এর জন্ম জানিনা কোথায়
কিন্তু অতি প্রিয়,
যত্নের সাথে রোজের আড্ডা
ঠিক জমিয়ে দিত।
Morning আর Evening এ
প্রাণ যেন, আসে Tea Table এ
সারা জীবনের দুর্বলতা
কেটে যায়, এক নিমেশে।
কমিয়ে দেয় Blood Pressure
আর বাড়ায় Energy
দেয় বাধা Heart Attack আর দাঁতের ক্ষয়ে
চায়ে থাকা Vitamin-K , আর ফ্লুরাইড দিয়ে,
সারা পৃথিবীতে মেলে, ভিন্ন রকম চা
রঙে কেউ সবুজ-সাদা, কিংবা কালো তা,
তবুও বলি স্বাদও গন্ধে
সর্বসেরা, আমার দার্জিলিং, এর চা।।

# নারী

লক্ষ্মীপ্রিয়া মাইতি
দ্বিতীয় সেমিস্টার, কেমিস্ট্রি (অনার্স)

নারী তুমি মহীয়সী,
নারী তুমি অনন্যা
বাবার ঘরে লক্ষ্মী তুমি,
স্বামীর ঘরে অন্নপূর্ণা।
মা-দুর্গার রূপ যে তুমি,
দেখিয়েছ পৃথিবীর আলো,
জননী রূপে করেছ স্নেহ
বেসেছ মোদের ভালো।
রূপে-গুনে কথায় ও কাজে
অদ্বিতীয়া তুমি, হে বঙ্গনারী
কখনো আবার শত্রু নিধনে
তুমি ঔদ্ধত সংহারিনী।
এক বাড়িতে মেয়ে তুমি,
অন্য বাড়িতে বউ
তোমার মত আপন করতে
পারবে না পরকে কেউ।
বাড়িতে থেকে পরিবার সামলাও,
সীমান্তে থেকে দেশ-
নারী তুমি অসামান্যা,
তোমার বলিদানের নেইকো শেষ।
তবুও নারী লাঞ্ছিত হয়,
এই জগৎ-মাঝারে
বিশ্বমাতাও দাঁড়িয়ে আছে,
বুকে হাজার ব্যথা লয়ে।
নারীদের কভু দুর্বল ভেবো না,
একদিন হবে গতি—
ভাঙবে তারা সব বাধা,
টানবে সব অত্যাচারের ইতি।

# আমার স্বপ্ন

পম্পা মাইতি
ভূগোল বিভাগ

তুমি আমার রঙিন স্বপ্ন,
শিল্পীর রঙে ছবি...
তুমি আমার চাঁদের আলো,
সকাল বেলার রবি...
তোমার ছবি এঁকেছি মনে,
রঙের তুলি দিয়ে,
তুমি তো এখন খুবই ব্যস্ত,
Social program নিয়ে
তুমি আমার মুক্ত আকাশ,
বেঁধেছি মনের ফ্রেমে...
তুমি আমার সেই প্রকাশ,
কবে যে পড়বে প্রেমে...
তুমি আমার নদীর মাঝে,
একটি মাত্র কুল...
তুমি আমার ভালোবাসার,
সুন্দর গোলাপফুল।।

# হবে জয়

সুদীপ মান্না

বিশ্বসভ্যতার প্রগতির শিখা
শিক্ষা দীক্ষা চেতনার রেখা
কেনরে আজিকে রুদ্ধ কেনরে রূঢ়
কোন অপরাধে আবার ছিন্ন ভিন্ন
মানবিকতার অবকাশ জরাজীর্ণ।
আজি প্রভাতের অরুণালোকে
হিংসা মাখানো দিবস রাতে
এল কি আবার ফিরে সেই দিন
হাহাকার আর যন্ত্রনার ক্ষীণ।
প্রশান্তের সেই প্রবলতা
সে তো আজও শান্ত একা।
তবু কেনরে নগ্ন আজিকে
স্বপ্ন আশা ভালোবাসা।
ওগো প্রভু ভুলিও না তুমি কভু।
বিকম্পিত বিশৃঙ্খলা তুচ্ছ করো
ভেঙে ফেলো তব হাতে।
দক্ষিণ সমুদ্র পারে বসি বাতায়নে
ক্লান্ত ঢেউ আজও বাজে কানে।
বাসন্তি রঙের সমীরণে
বিষের বাঁশি বাজায় মনে,
বিধাতার রুদ্ররোষে জগত ঢাকিছে তন্দ্রাবেশে।
চিতাভস্মের গুদাম হতে কেনরে আজিকে
দুর্ভিক্ষের আভাস ভাসে।
হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ভেদাভেদ ভুলে
পাই সাম্যের গান।
ভুলিওনা তুমি ভারতবাসী
দিতে হোক প্রাণ দেন বলিদান প্রেমের
অমরাবতী।
জানি হবে জয় আবার নিশ্চয়
মানস সরোবর হতে অমৃত হাতে
উদিত হবে সেই নারী দেবী।
মরণ সংগীত সেদিন হবে শেষ
মহাছন্দে নব আনন্দে নব জীবন
করিব মোরা জয়।
আবার সেদিন মিলিব মোরা
ধরণীর বুকে
মম হাত দু-খানি ধরিবে তুমি ওগো
প্রানেশ্বর।

# জীবন কাল

বিপুল হালদার
বি.এ. অনার্স (ইতিহাস)

ব্যস্ত জীবনে অদ্ভুত পরিবেশ,
একটু চাই নিরবতা
চাই না কোনো ঝামেলা
চাইনা কোনো বিরতি
একটু চাই শান্তি
মানিতে চাই না সমাজ
তবে কি করিবো আজ?
চাই না কোনো গঞ্জনা,
চাইনা কোনো যাতন
তবু খুঁজি বিরাম।

———

# হঠাৎ দেখা

প্রশান্ত বেরা

প্রতিদিনের মতো আজও অফিস যাওয়ার পথে,
হঠাৎ সিগনাল এ দাঁড়ালাম চৌরাস্তার মোড়ে।
চোখ পড়ল একটা মোটর বাইকে,
দেখলাম সিটের পেছনে বসেআছে কেট একজন বাচ্চা কোলে।
লাগছে খুবই চেনা চেনা,
তবে কি চার বছর পর আবার দেখা।
হঠাৎ বুকের মাঝে উঠলো ছেদ করে,
চোখের সামনে ভেসে উঠল সমস্ত অতীত এক নিমেষে,
তোমার সাথে প্রথম দেখা কলেজের ক্যান্টিনে।
তারপর দেখা সাক্ষাৎ কারণে - অকারেণ।
হাতে হাত রাখার প্রথম অনুভূতি,
সজ্জায় রাঙিয়ে ছিল তোমার মুখখানি।
সরস্বতী পূজায় তোমার বাড়ি যাওয়া,
একসাথে ক্লাসে বসে হাজারও সময় কাটিয়ে ফেলা।
চোখে চোখ রেখে ভালোবাসার আলিঙ্গনে ডুবে যাওয়া,
সবই এখন শুধু অতীতের মায়া।
হঠাৎ তোমার পিছন ফিরে তাকানো,
দুমড়ে মুজড়ে দিলো আমায় আরো।
দেখলাম হয়ে গেছে বিলিন সেই মিষ্টিমুখ খানি।
আছে শুধু মাখা বিষন্নতা ভারি।
আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে,
দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে,
হাত রাখলো সামনে থাকা মানুষটির কাঁধে।
সিগনাল ছেড়ে গেল সময়ের সাথে সাথে,
তুমি চলে গেলে তোমার রাস্তাতে
আমারও রাস্তা আলাদা তখন অফিসের পথে,
চোখের জল বিদায় দিলাম
আমার প্রথম ভালোবাসা।

# আমার কলেজ

সুদীপা জানা
দ্বিতীয় সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান

কলেজ আমার মহিষাদলে
পিচ্ রাস্তার ধারে।
প্রাচীর দিয়ে ঘেরা সে যে,
ভরা আছে ফুল গাছে।।
কলেজ আমার দেখতে বড়ো,
দেয় আমাদরে শিক্ষা
গত দু'বছর পর
হয়েছে সমাপ্তি আমাদের প্রতীক্ষা।।
কলেজ আমার বড়ই প্রিয়
মাঠে ভরা ঘাস
নিয়ম করে পড়াশোনা
চলে যাবো মাস।।
কলেজের চারিধারে আছে গাছপালাতে ভরা
গেটের ধারে আছে অনেক ফুচকা দোকান চ্যানামুড়ি দোকান
তাই কলেজটি এখন আমার কাছে সবার থেকে সেরা,
যাতায়াত মানুষ আর যানবাহন।
ভালোবাসার বাঁধনে বেধেছি
এই কলেজটিকে
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শ্রদ্ধা করি
যেমন করি বাবা- মাকে।
শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আশীর্বাদ,
বুকে জাগায় বল
এই কলেজের নামটি মোরা,
করব যে উজ্জ্বল।

# প্রাক্তন

সৌরভ দাস
৬ষ্ঠ সেমিস্টার, শিক্ষাবিজ্ঞান

কিছু কথা ভাবতে ভাবতে
চোখে এলো জল
জলকে বলিলাম তুই
হঠাৎ কেন বাইরে এলি বল?
জল বললো চোখটি তোমার
সুখ সৃষ্টির নীড়,
কি করে সইবো বলো
আর কিছুদিনের অতিথি মা এই।
সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে
অনেক কিছু ছাড়তে হয়।
এবার হয়তো কলেজ, চার দেওয়ালের ক্লাস রুম
আমার প্রিয় অধ্যাপক, অধ্যাপিকাগণ ও
বন্ধু-বান্ধবীদের ছাড়ার সময় হয়ে এলো।
হয়তো বিশ্বাস হচ্ছে না কলেজ জীবনে
অন্তিম মুহূর্তে চলে এলাম।
কিছুতেই মানতে পারছি না
কিন্তু হাত পাও তো বাঁধা
না মানতে চাইলেও মানতে হবে।

# পুরোনো সেই স্মৃতি

সুস্মিতা দাস
বি.সিএ (২য় সেমিষ্টার)

পুরোনা দিনের স্মৃতি গুলো হয়তো আজ বিলীন,
কিন্তু আজো মনের মাঝে দেয় যে উঁকি ঝুঁকি,
সেই ভারী ব্যাগ কাঁধে স্কুল ইউনিফর্মে স্কুল যাওয়া,
টিফিনে নিয়ে টানাটানি আর টিফিনের সময়
খেলাধূলা ও লুকোলুকি।
মনে পড়ে স্কুলে জীবনের নানান রকম কথা,
যেমন ধরো নিত্য নামে স্যার ম্যামদের মজায় ডাকা।
আর সেই বন্ধুদের দুষ্টুমিষ্টি বকাঝকা।
পরের দিনের খবর নেওয়া কখন আসবি বল...
আজ এসব হয়ে দাঁড়ায় আচ্ছা রাখছি চল...
আজকে আমরা Nature পড়তে যাই College -এ,
আর হয়না স্কুলের দেখা, ক্লাস রুমগুলো বড্ড একা,
ম্যামদের ওই গরম চোখ পড়তে ডান্ডা বাড়লে নখ।
এখন সেসব স্মৃতির পাতায়,
স্মৃতি গুলো মনের মাঝে যত্নে তুলে রাখা।

# सोचती हुँ

***Rashmi Sah***
2nd Sem., English

''कुछ कमी सो रह गई सायद मुझसे
जितनी भी थी क्या वह काफी नही था,
नही समझ पाई तो हाथ पकड़ के समझा दिया होता
या जितना भी समझ पायी क्या वह काफी न
शिकायत है तुम्हे की मैं जताती नही
प्यार है मुझसे तो कभी जमाने को बताने क्यों नही,
अरे मुहहबत की क्या में तुमाईश करती तुमसे
मेरी आँखो मे क्या तुम्हे नजर नही आता,
क्या वो काफी नही था''
सोचती हुँ की कुछ कमी सी रह गई है
शायद मुझमे
जितना भी थी क्या वह काफी नही था।।

# স্বাধীনতা

অম্বিকা গুচ্ছাইত
পদার্থবিদ্যা, ৪র্থ সেমিস্টার

জীর্ণ স্ফটিকের ভগ্নকলহিন কোলাহলে
মৌন আনমনা অগস্তুকের হাতছানি,
ধ্বনিত নবদিত মায়াবী মহামারি
ধূসর নিকশ যান্ত্রিক ভবিষ্যতের স্পর্শ,
অভিলাষিত স্বপ্ন হতে কালো নিথর স্বপ্নে
প্রথম পদার্পন।
পদার্পন সেই স্বপ্নে
যা হৃদয়ের প্রতিটি অক্ষরকে ঐশ্বর্যে ভরে তোলে
স্তুপাকারের সুপ্ত লক্ষ্যগুলিকে তীক্ষাগ্র করে তোলে।
জেগে আছে কী প্রথমদিনের স্মৃতি?
দীর্ঘ ক্রান্তির একটি বছর কাটিয়ে
একাগ্রচিত্তে ভয়াবহ শত্রুর ভীতি ফেলে
কলেজের মূখশ্রী দর্শন,
দর্শন কল্পিত কল্পনার উত্তর দক্ষিন পূর্ব পশ্চিমের সুর।
প্রথম কলেজের অনেক অভিজ্ঞতার স্বাদ থেকে বঞ্চিত হলেও
ইতস্তত মনে কক্ষে প্রবেশ
আর একটা গভীর স্নিগ্ধ অনুভূতি,
কয়েকটা চেনা মুখমন্ডলের সাথে
একাধিক অপরিচিতের সঙ্গে আলাপ।
পরিচয় সেই সকল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে
যারা সন্ধান দেবে মরুভূমিতে মরুদ্যানের।

চকিত দৃষ্টির ঈশারায় একপলকে একটি দিন অতিবাহিত
বুঝতেই পারলাম না দিনের এতগুলো ঘণ্টা কাটিয়ে
ফেললাম
চেনা অচেনার মাঝে।

পড়ন্ত রোদে কোনো এক বাড়ানো হাতে ছায়ার তৃপ্তি
পুরোনো হাতের বেদনা সরিয়ে নতুন হাতে হাত রাখা
সাজিয়ে তোলা বিশ্বাস,ভরসা ও গভীর বন্ধুত্ব

আর...,
সেই সকল বন্ধত্বকে একত্রিত করে রাখার প্রয়াস
তারই মাঝে পাওয়া
আমার হৃদয়ের অন্ধকারে চেতনার সুচরিতা।
পরীক্ষাগারে ঘন্টার পর ঘন্টা কাটিয়ে দেওয়া
সকাল থেকে উপোসের হাসি হেসে
যে হাসি আমাদের নতুন নতুন সৃষ্টিতে উদ্ভাসিত করে,
এই করেই,
মনমুগ্ধ ফুলের সৌরভে কাটিয়ে দেওয়া অনেকগুলো দিন
বাকী গড়ে আর কয়েকটা দিন
যা অতীতের দেওয়াল ভেদ করে,
অনেক বেশী ঔজ্জ্বলতা নিয়ে ভবিষ্যতে পদার্পন করবে
শিখিয়ে যাবে স্বল্পায়ু কলেজে
প্রথম পূর্নতার

**স্বাধীনতা ।।**

# Daughter in her Father's World

*Rimpa Kola*
4th Semester, History (Hons)

Daughter is not equal to tension, But in
today's world Daughter in equal to ten sons.
A father asked his Daughter–
"Who would you love more,
Me or your husband."
The best reply given by the Daughter-
"I don't know really,
But when I see you, I forget him
But when I see him, I remember you."
Thats why Daughters are special...
If you have a daughter who makes
your life worth living by just being
Around and you love her as much
as your own breath.
If you are proud of your Daughter,
Then let her live like her.
Daughters are Happiness
Daughters are Angels
Congregate to who have Daughter.
Daughters are like Parrots in the house.

When she speaks, without a break &
everyone says, "will you please
keep quiet for sometime."
Whe she is silent, Mother says,
"Are you fine my child?"
Father says, "Why then is so much of
silence."
Brother says, "Are you angry with me?"
When she is married, all says,
"its like all the happiness has gone
from the house."
She is the real non-stop music
That's me
That's You
That's Girl
PROUD to be Girl.
RESPECT the Girl.
Women has the most unique character
like salt. Her presence is never
remember, but her absence makes all the
things tasteless!!
Pass it to your sisters, daughters &
friends, to all the female in their world.

# EXCUTIVE BODY OF STUDENT'S UNION 2021-22

| | | |
|---|---|---|
| President | : | Arindam Bijali |
| Vice-President | : | Pritam Bez |
| General Secretary | : | Sohom Mondal |
| Asstt. General Secretary | : | Piyas Adhikary |
| Cultural Secretary | : | Sudip Manna |
| Asstt. Cultural Secretary | : | Nisha Metya |
| | | Rittika Bera |
| Games & Athletics Secretary | : | Bipul Halder |
| Asstt. Games & Athletics Secretary | : | Priyotosh Maity |
| | | Rajdeep Handa |
| Magazine & Literature Secretary | : | Arbaj Khan |
| Asstt. Magazine & Literature Secretary | : | Soumen Mal |
| | | Baikuntha Mahapatra |
| BijhnanParishad Secretary | : | Atanu Rana |
| Asstt. BijhnanParishad Secretary | : | Tapendu Midya |
| | | Subhajit Giri |
| Students Welfare & Social Secretary | : | Palash Hazra |
| Asstt. Students Welfare & Social Secretary | : | Sourav Das |
| | | Shyamsundar Manna |
| Common Room (Boys) Secretary | : | Apurba Samanta |
| Asstt. Common Room (Boys) Secretary | : | Sabuj Pramanik |
| | | Prakash Panda |
| Common Room (Girls) Secretary | : | Ridika Khalsa |
| Asstt. Common Room (Girls) Secretary | : | Moumita Betal |
| | | Sutapa Mal |
| ICC Members | : | Uma Debnath |
| I-Card Secretary | : | Rupam Das |
| Asstt. I-Card Secretary | : | Pritam Seth |
| | | Bikram Dhara |
| NSS Deparment | : | Paban Deb Giri |
| | | Shyamsri Mondal |
| | | Ananya Adhikary |

## –: MEMBERS :–

Amar Samanta, Kartik Mondal, Suman Panda, Subhajit Jana, Pralay Pati, Sanjoy Hait, Rintu Mishra, Priyabrata Mishra, Arka Sasmal, Sudipto Singha, Soumen Manna, Sk. Momtajul, Sudipto Manna, Reshmi Shaw, Beauti Maji, Sathi Maity, DishaTripathy, Mitali Achariya, Sneha Mallick, Disha Bhunia, Dalia Das, Rima Dolai, Samana Manna, Ananya Adhikari, Swapnomoy

# সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০২২

● রবীন্দ্র নৃত্য

প্রথম ঃ— অনুস্মিতা মাইতি

দ্বিতীয় ঃ— মহাশ্বেতা ঘোড়ই

তৃতীয় ঃ—বিউটি মাজী

● আধুনিক নৃত্য

প্রথম ঃ— মহাশ্বেতা ঘোড়ই

দ্বিতীয় ঃ— অর্কপ্রভ ব্যানার্জী

তৃতীয় ঃ— নারায়ণ সামন্ত

● লোক নৃত্য

প্রথম ঃ— অর্কপ্রভ ব্যানার্জী

দ্বিতীয় ঃ— অঙ্কিতা মাইতি

তৃতীয় ঃ— নারায়ণ সামন্ত

● রবীন্দ্র সঙ্গীত

প্রথম ঃ— সোহেলী পন্ডা

দ্বিতীয় ঃ— মৌসুমী ঘোড়ই

তৃতীয় ঃ— প্রত্যুষা বর

● নজরুল সঙ্গীত

প্রথম ঃ— প্রত্যুষা বর

দ্বিতীয় ঃ— দিশা ত্রিপাঠী

তৃতীয় ঃ— প্রীতিলতা প্রধান

● আধুনিক সঙ্গীত

প্রথম ঃ— সোহেলী পন্ডা

দ্বিতীয় ঃ— প্রত্যুষা বর

তৃতীয় ঃ— বাবুসোনা সানি

● লোক সঙ্গীত

প্রথম ঃ— সুপ্রীতা বোদক

দ্বিতীয় ঃ— সোহেলী পন্ডা

তৃতীয় ঃ— দিশা ত্রিপাঠী

● আধুনিক কবিতা

প্রথম ঃ— শ্রেয়সী দাস বামেন

দ্বিতীয় ঃ— তনুজা খাতুন

তৃতীয় ঃ— রিত্বিকা বেরা

● রবীন্দ্র কবিতা

প্রথম ঃ— দিশা ত্রিপাঠী

দ্বিতীয় ঃ— দোয়েল দাস

তৃতীয় ঃ— সুতপা ভূএ্যা

● দ্বৈত কবিতা পাঠ

প্রথম ঃ— দিশা ত্রিপাঠী ও রিত্বিকা বেরা

দ্বিতীয় ঃ— সুজাতা ধাড়া ও দোয়েল দাস

তৃতীয় ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন ও গ্রন্থিকা চক্রবর্ত্তী

● হরবোলা

প্রথম ঃ— তনুজা খাতুন

দ্বিতীয় ঃ— পলাশ হাজরা

তৃতীয় ঃ— পূজা চক্রবর্তী

● মুকাভিনয়

প্রথম ঃ— শুভাশীষ শেঠ

দ্বিতীয় ঃ— পূজা চক্রবর্তী

তৃতীয় ঃ— পলাশ হাজরা

# বিজ্ঞান পরিষদীয় প্রতিযোগিতার ফলাফল : ২০২২

## ● প্রবন্ধ রচনা

প্রথম ঃ— শুভাগ্নি জানা
দ্বিতীয় ঃ— প্রিয়া দানপতি
তৃতীয় ঃ— মৃন্ময়ী আচার্য্য

## ● অঙ্কন

প্রথম ঃ— মান্তু দোলই
দ্বিতীয় ঃ— কেয়া কুইতি
তৃতীয় ঃ— ইতিকা ঘোড়ই

## ● সংবাদ পাঠ

প্রথম ঃ— গ্রন্থিকা চক্রবর্তী
দ্বিতীয় ঃ— শ্রেয়সী দাস বায়েন
তৃতীয় ঃ— মৃন্ময়ী আচার্য্য

## ● বিতর্ক প্রতিযোগিতা

প্রথম ঃ— পূজা চক্রবর্তী
দ্বিতীয় ঃ— অভিজিৎ মাভৈঃ
তৃতীয় ঃ— শুভাগ্নি জানা

## ● তাৎক্ষনিক বক্তব্য

প্রথম ঃ— পূজা চক্রবর্তী
দ্বিতীয় ঃ— শুভাগ্নি জানা
তৃতীয় ঃ— প্রভুদয়াল জানা

## ● রঙ্গোলী

প্রথম ঃ— সুনিন্দিতা মাইতি
দ্বিতীয় ঃ— পূজা সামন্ত
তৃতীয় ঃ— জান্নাতুন নেশা

## ● ক্যুইজ প্রতিযোগিতা

প্রথম ঃ— সায়ন ভৌমিক,
অনিতেষ মাইতি,
সৌভিক দাস
দ্বিতীয় ঃ— আসফাক মল্লিক
সুমন দাস
শিবনাথ প্রামাণিক
তৃতীয় ঃ— ঋত্বিক চাউলিয়া
ঈশা মাইতি
সরনা দাস

# Common Room Compitition - 2022

## Boy's T.T. (Single)
1st : Timit Bhakta
2nd : Pravudayal Jana

## Boy's T.T. (Double)
1st : Timit Bhakta
Pravudayal Jana
2nd : Subhasish Seth
Prakash Panda

## Boy's Carrom (Single)
1st : Apurba Samanta
2nd : Sourish Singha

## Boy's Carrom (Double)
Champion : Sudip Manna
Pritam Shit
Runners : Priyabrata Mishra
Dip Acharya

## Mix Carrom (Double)
Champion : Subhasish Seth
Subharima Maity
Runners : Sk. Miraj Hossain
Priyanka Bera

## Girl's Carrom (Single)
1st : Tanbira Khatun
2nd : Priya Bera

## Girl's Carrom (Double)
Champion : Reshmi Sha
Shyamasree Mondal
Runners : Priyanka Bera
Rittika Bera

## Girl's T.T. (Single)
1st : Reshmi Sa
2nd : Sathi Maity

## Girl's Ludu (Single)
1st : Jaya Debnath
2nd : Sathi Maity

## Girl's Ludu (Double)
1st : Moumita Betal
Sagarika Hansa
2nd : Rima Dolai
Monalisha Bera

## Ex. Boy's Carrom
Champion : Sk Rejaul Alam
Amalesh Senapati
Runners : Subhajit Samanta
Sk Chinku

## Ex. Boy's T.T.
Champion : Rohit Mondal
Runners : Surendu Manna

# VOLLYBALL COMPITITION - 2022

**CHAMPION -**
**6th Semester**
1) Sudip Manna
2) Bipul Halder
3) Pritam Bez
4) Arpan Rozani
5) Arnab Banerjee
6) Subrata Barai
7) Subir Mondal
8) Sourav Das
9) Pabandev Giri

**RUNNERS -**
**2nd Semester**
1) Prakash Panda
2) Samiran Das
3) AbhijitDas
4) Arup Naskar
5) Pritam Jana
6) Sankhadeep Sahoo
7) Priyabrata Acharya
8) Sanjoy Hait
9) Bikram Dhara

## SENIORS VOLLYBALL TOURNAMENT
**Champian**

1) Surendu Manna
2) Atanu Samanta
3) Goutam Pradhan
4) Rohit Mondal
5) Debasish Saska
6) Sukriti Mondal
7) Mangaldeep Mondal
8) Subhajit Samanta
9) Debabrata Lurki

# মহিষাদল রাজ কলেজ পত্রিকা - ২০২১-২০২২

## বিগত বর্ষপত্র সম্পাদকগণের তালিকা

| শিক্ষক/শিক্ষিকা | ছাত্রছাত্রী |
|---|---|
| '৭৩-৭৪ —অধ্যাপক হরিপদ মাইতি | ভোলানাথ সামন্ত |
| '৭৫-৭৬ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার | মানসী আচার্য |
| '৭৬-৭৭ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার | ? ? |
| '৭৭-৭৮ —অধ্যাপক তাপস মুখোপাধ্যায় | অমল দাস |
| '৭৮-৭৯ —অধ্যাপক অমূল্যরতন সরকার | অসিত কুমার মাইতি |
| '৮০-৮১ —অধ্যক্ষ বিভূতি ভূষণ সেন | স্বপন কুমার দাস |
| '৮১-৮২ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | কল্যাণ কুমার মাইতি |
| '৮২-৮৩ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | শোভন কুমার মাইতি |
| '৮৩-৮৪ —অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | নিশীথ কুমার জানা |
| '৮৪-৮৫ — অধ্যাপক হরিপদ মাইতি | নেপাল মেটা |
| '৮৫-৮৬ — অধ্যাপক সুবোধ চন্দ্র মাইতি | দিপালী অধিকারী |
| '৮৬-৮৭ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | পূর্ণেন্দু জানা |
| '৮৭-৮৮ — অধ্যাপক হরিপদ মাইতি | তাপস দাস |
| '৮৮-৮৯ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | সীতেশ দাস |
| '৮৯-৯০— অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | দেবাশীষ সামন্ত |
| '৯০-৯১ — অধ্যাপক রামসাধন অধিকারী | প্রণব সামন্ত |
| '৯১-৯২ — অধ্যাপিকা শুভ্রা সোম | দেবাশীষ গায়েন |
| '৯২৯৩ — অধ্যাপিকা শুভ্রা সোম | অস্মিতা খাঁড়া |
| '৯৩-৯৪ —অধ্যাপক তপন কুমার সাহু | আশিষ গায়েন |
| '৯৪-৯৫ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায় | আশিস খাঁড়া |
| '৯৫- ৯৬ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায় | শীলা পাত্র |
| '৯৬-৯৭ — অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী | লালবাহাদুর বিজলী |
| '৯৭-৯৮ — অধ্যাপক অমিতাভ মিস্ত্রী | কমল পারিয়াল |
| '৯৯-২০০ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায় | উত্তম কুমার পাল |
| ২০০০-২০০১ — প্রভাস কুমার রায় | সাথী দাস |
| ২০০১-২০০২ —অধ্যাপক শুভময় দাস | পবিত্র সাহু |
| ২০০২-২০০৩— অধ্যাপিকা শ্যামা গিরি | সর্বেশ্বর মল্লিক |
| ২০০৩-২০০৪ — অধ্যাপিকা শ্যামা গিরি | গোপাল বেজ |
| ২০০৪-২০০৫ —অধ্যাপক শুভময় দাস | কাবেরি শর্মা |
| ২০০৫-২০০৬ — আশীষ দে | মৌমিতা বেরা |
| ২০০৬-২০০৭ — অধ্যাপিকা শ্যামা জানা (গিরি) | প্রিয়াংকা দাস |
| ২০০৭-২০০৮ — ,, শ্যামা জানা (গিরি) | যুথিকা দাস |
| ২০০৮-২০০৯ — অধ্যাপক ডঃ শেখর ভৌমিক | প্রসেনজিৎ মান্না |
| ২০০৯-২০১০ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ | শুভ মাইতি |
| ২০১০-২০১১ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ | নাগমা খাতুন |
| ২০১১-২০১২ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ | অতনু জানা |
| ২০১২-২০১৩ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ | মমতা বারিক |
| ২০১৩-২০১৪ — ,, ড. ফটিক চাঁদ ঘোষ | বিমল মাইতি |
| ২০১৪-২০১৫ — অধ্যাপক প্রভাস কুমার রায় | গোপাল রাণা |
| ২০১৬-২০১৭ — অধ্যাপক শুমিপর্ণা মাইতি | বাপ্পাদিত্য বেরা |
| ২০১৭-২০১৮ — অধ্যাপক শুভময় দাস | সায়ন আচার্য্য |
| ২০১৯-২০২০ — অধ্যাপক সমীর কুমার পাত্র | জয়মাল্য সামন্ত |

# করোনা পরিস্থিতিতে ছাত্রসংসদ
## মহিষাদল রাজ কলেজ

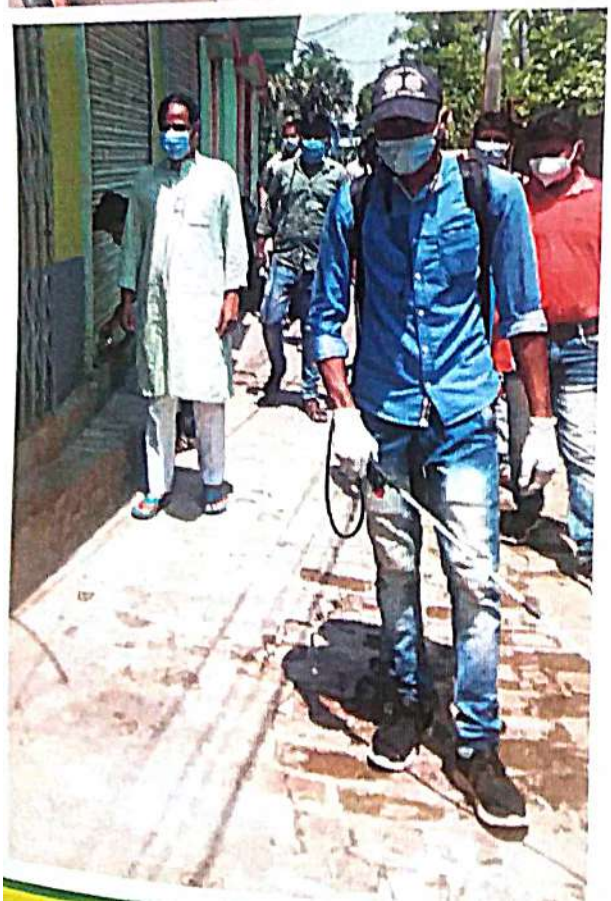

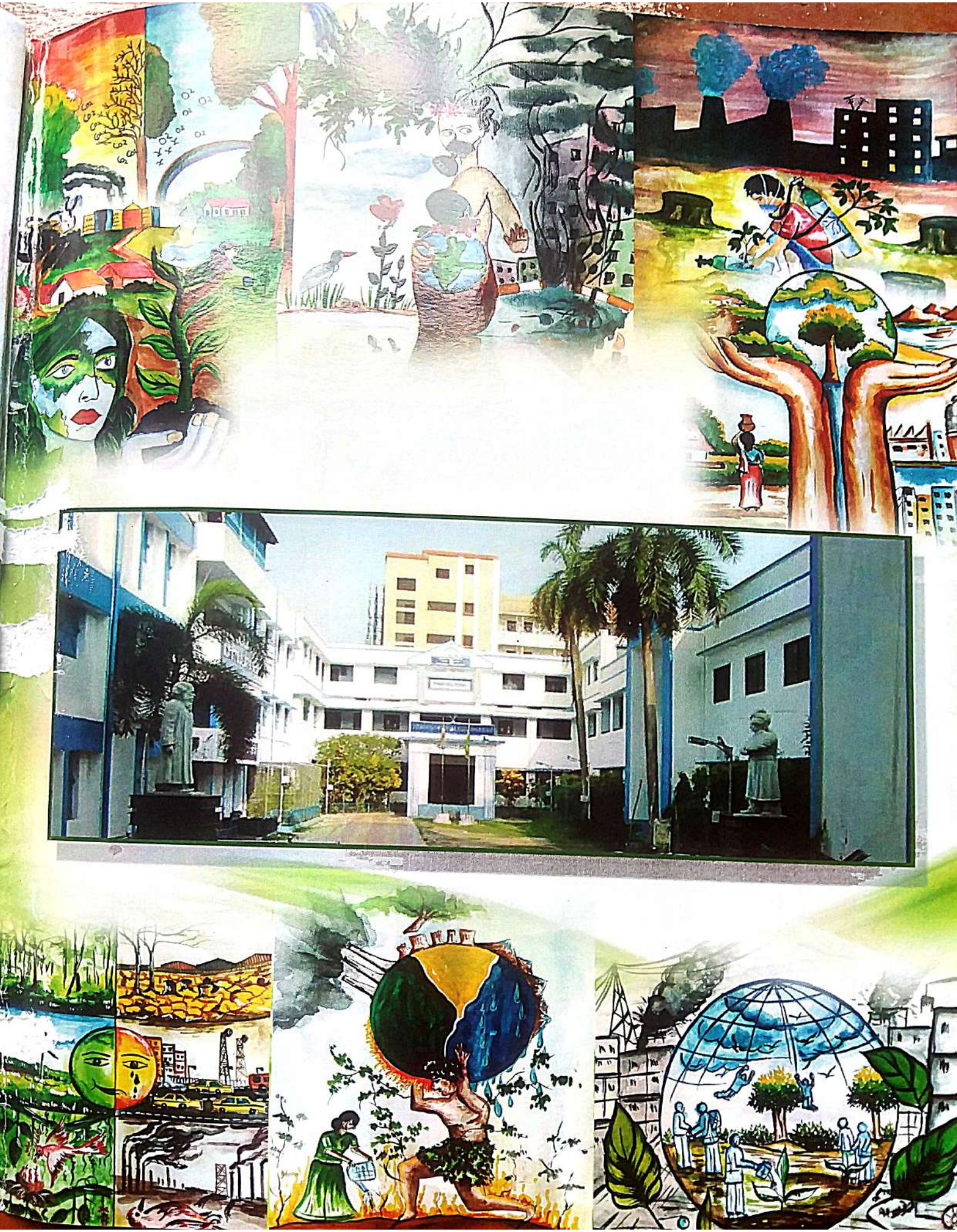

# ছাত্র সংসদের বিগতবর্ষের সাধারণ সম্পাদকগণদের তালিকা

| | |
|---|---|
| ১৯৭১-৭২ | ঁগুরুপ্রিয় মাইতি |
| ১৯৭২-৭৩ | সেক আব্দুল জব্বার আলি |
| ১৯৭৩-৭৪ | নির্বাচন হয় নাই |
| ১৯৭৪-৭৫ | নির্বাচন হয় নাই |
| ১৯৭৫-৭৬ | শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী |
| ১৯৭৬-৭৭ | শ্রী প্রদীপ কুমার বেরা |
| ১৯৭৭-৭৮ | শ্রী জহরলাল প্রামাণিক |
| ১৯৭৮-৭৯ | ঁজ্যোতির্ময় হোড় |
| ১৯৮০-৮১ | শ্রী অরবিন্দ নায়েক |
| ১৯৮১-৮২ | শ্রী শশাঙ্ক শেখর মাজী |
| ১৯৮২-৮৩ | শ্রী সনৎ চক্রবর্তী |
| ১৯৮৩-৮৪ | ঁদিলীপ কুমার বেরা |
| ১৯৮৪-৮৫ | শ্রী অমল কুমার মাজী |
| ১৯৮৫-৮৬ | শ্রী বনদেব রায় |
| ১৯৮৬-৮৭ | শ্রী বনদেব রায় |
| ১৯৮৭-৮৮ | শ্রী পূর্ণেন্দু জানা |
| ১৯৮৮-৮৯ | শ্রী অমল কুমার মাজী |
| ১৯৮৯-৯০ | শ্রী সীতেশ দাস |
| ১৯৯০-৯১ | ঁজহরলাল ভুঞ্যা |
| ১৯৯১-৯২ | স্বপন কুমার পড়িয়া |
| ১৯৯২-৯৩ | শ্রী শিবপ্রসাদ বেরা |
| ১৯৯৩-৯৪ | শ্রী মলয় কুমার দাস |
| ১৯৯৪-৯৫ | শ্রী স্বরূপানন্দ পালধি |
| ১৯৯৫-৯৬ | শ্রী মলয় কুমার দাস |
| ১৯৯৬-৯৭ | শ্রী তপন মণ্ডল |
| ১৯৯৭-৯৮ | শ্রী কল্যাণ মিদ্যা |
| ১৯৯৮-৯৯ | শ্রী কল্যাণ মিদ্যা |
| ১৯৯৯-২০০০ | শ্রী কল্যাণ কাঞ্জিলাল |
| ২০০০-২০০১ | শ্রী উত্তম কুমার পাল |
| ২০০১-২০০২ | শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী |
| ২০০২-২০০৩ | শ্রী রাজীব চ্যাটার্জী |
| | শ্রী সুজয় কুইল্যা |
| ২০০৩-২০০৪ | শ্রী অভিজিৎ মান্না |
| ২০০৪-২০০৫ | শ্রী সৈকত সামন্ত |
| | শ্রী দেবাশিষ হাজরা |
| ২০০৫-২০০৬ | শ্রী সুব্রত কুমার দাস |
| ২০০৬-২০০৭ | শ্রী অনিন্দ্য সামন্ত |
| ২০০৭-২০০৮ | শ্রী শিবু খাঁড়া |
| ২০০৮-২০০৯ | শ্রী অর্ণব চক্রবর্তী |
| ২০০৯-২০১০ | শ্রী সুব্রেন্দু মান্না |
| ২০১০-২০১১ | শ্রী দীপক কুমার মাইতি |
| ২০১১-২০১২ | শ্রী দেবাশিষ শাসকা |
| | শ্রী দেবনন্দন পট্টনায়ক |
| ২০১২-২০১৩ | শ্রী সমর মণ্ডল |
| | শ্রী উত্তম সমাজী |
| ২০১৩-২০১৪ | শ্রী রাকেশ মণ্ডল |
| ২০১৪-২০১৬ | শ্রী রোহিত মণ্ডল |
| ২০১৭-২০১৮ | শ্রী সুরজ মল্লিক |
| ২০১৮-২০১৯ | শ্রী প্রকাশ পাল |
| ২০১৯-২০২২ | শ্রী শুভজিৎ কুইল্যা |

## বর্তমান বৎসর (২০২১-২০২২) শ্রী সোহম মণ্ডল